গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

নির্ঘণ্ট

চতুর্বিংশতি বর্ষ ; বৈশাখ-চৈত্র, ১৩৮১

সম্পাদক
রামকৃষ্ণ সাহা

সহযোগী সম্পাদক
সুবীর ঘোষ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

রেজিস্টার্ড অফিস
সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
কলিকাতা-৭০০০১২

অফিস
পি. ১৩৪ সি আই. টি স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪
ফোন : ৪৪-৮৫৬৬

গ্রন্থাগার পত্রিকার প্রকাশন উপসমিতি

নির্দেশিকা

১ম অংশ : **লেখক-আখ্যাসূচী :** বর্ণানুক্রমে সাজানো লেখকের নাম ও প্রকাশিত অন্যান্য আখ্যাসমূহ পৃষ্ঠাসংখ্যাসহ নির্দেশিত।

২য় অংশ : **বিষয় সূচী :** নির্দিষ্ট বিষয় শিরোনামায় লেখকের নাম ও প্রবন্ধের আখ্যা বর্ণানুক্রমে লিপিবদ্ধ।

৩য় অংশ : **বিভাগ সূচী :** গ্রন্থাগার পত্রিকার নিয়মিত বিভাগে প্রকাশিত নিবন্ধ ও সংবাদাদি বর্ণানুক্রমে বিন্যাসিত ; গ্রন্থাগার সংবাদ, বার্তা বিচিত্রা, সম্পাদকীয়, **English Abstract**

নির্ঘণ্ট সংকলনে : **সুকুমার মণ্ডল,** রেডিও ফিজিক্স ও ইলেকট্রনিক্স বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

লেখক—আখ্যা সূচী

বিষয় সূচী

গ্রন্থাগার সংবাদ

বার্তা বিচিত্রা

সম্পাদকীয়

English Abstracts

পরিষদ কথা

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

২৪ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

সূচীপত্র

বৈশাখ, ১৩৮১

বার্ষিক মূল্য—১০'০০

প্রতি সংখ্যা ১'০০

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য হোন

অবিভক্ত বাংলার গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সুষ্ঠু রূপ দিতে ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এর প্রথম সভাপতি। দীর্ঘ ৪৮ বছরের অভিজ্ঞতা লব্ধ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আজ ভারতের অন্যতম সক্রিয় সংস্থা। গ্রন্থাগার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষানুরাগীদের প্রতিভূ এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য পদ প্রাপ্তির দ্বার সকলের কাছেই উন্মুক্ত।

পরিষদের সদস্যগণকে পরিষদের মাসিক মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

সদস্যদের বার্ষিক চাঁদার হার

আজীবন সদস্য : একশত টাকা। প্রতিষ্ঠানগত সদস্য : সাত টাকা। ব্যক্তিগত সদস্য : পাঁচ টাকা।

॥ গ্রন্থাগার পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার ॥

আপনার প্রকাশিত বইগুলির বিজ্ঞাপন 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় দিলে আপনি নিশ্চয়ই লাভবান হবেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারানুরাগীদের কাছে পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়।

বিজ্ঞাপনের হার

মলাটের দ্বিতীয়	পূর্ণ পৃষ্ঠা	১৫০ টাকা
,, ,,	অর্ধ পৃষ্ঠা	৮০ ,,
,, তৃতীয়	পূর্ণ পৃষ্ঠা	১৫০ ,,
,, ,,	অর্ধ পৃষ্ঠা	৮০ ,,
,, চতুর্থ	পূর্ণ পৃষ্ঠা	২০০ ,,
সাধারণ	পূর্ণ পৃষ্ঠা	৮০ ,,
,,	অর্ধ পৃষ্ঠা	৪৫ ,,

ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই বিজ্ঞাপন লওয়া হয়।

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু পত্রিকা প্রকাশের অন্ততঃ একসপ্তাহ পূর্বে পরিষদ কার্যালয়ে পৌঁছান প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার ও কন্‌ট্রাক্ট সম্বন্ধীয় অন্যান্য সর্তাবলীর জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন :

সম্পাদক, **'গ্রন্থাগার'**

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি-১৩৪, সি, আই, টি, স্কীম ৫২, কলিকাতা-১৪

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—রামকৃষ্ণ সাহা | সহযোগী সম্পাদক—সুবীর ঘোষ

বর্ষ ২৪, সংখ্যা ১ | ১৩৮১, বৈশাখ

সম্পাদকীয়

কাগজ বিহীন উন্নয়ন

প্রকাশনার তেইশ বছর পূর্তির পরে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা তার পুরোনো পরিচিত কলেবর ছেড়ে নতুন বৃহৎ কলেবরে আত্মপ্রকাশ করল। আয়তন বৃদ্ধির প্রয়োজন সাধারণত বিষয়সম্ভারের পরিবর্ধনসূত্রেই দেখা দেয়। এক্ষেত্রে কিন্তু নতুন কলেবরের আশ্রয় নিতে হয়েছে অনেকটা বাধ্য হয়েই। জ্যামিতিক হারে কাগজের সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয় মাপ ও মান অনুযায়ী কাগজের দুষ্প্রাপ্যতাসহ গ্রন্থাদি মুদ্রণের নানাবিধ সমস্যার বিষয়ে সবাই আজ অল্পবিস্তর অবহিত। কাগজের অভাবে নামী অনেক পুরোনো পত্রিকার প্রকাশনা দীর্ঘকাল স্থগিত রাখতে হয়েছে; অনেক পত্রিকার কলেবর শীর্ণ হয়ে পড়েছে। কাগজ ও মুদ্রণের দেশব্যাপী এই সংকট 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার উপরও যে এসে পড়বে সেকথা সহজেই অনুমেয়।

বলা বাহুল্য এই সংকট শুধু পত্রপত্রিকার ক্ষেত্রেই আবদ্ধ নয়। লেখাপড়ার সঙ্গে জড়িত সবাই—ছাত্রছাত্রী শিক্ষক লেখক পাঠক শিল্পী কেউই আজ কাগজ ও বইপত্রের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যতার হাত থেকেই রেহাই পাচ্ছেন না। যেদেশে উন্নয়নের গতি মন্থর ও শিক্ষার ধারা ক্ষীণ সেদেশের পক্ষে এই সমস্যা সুদূরবিস্তারী ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। পাঠ্য উপকরণ যতই ক্রয়শক্তির বাইরে চলে যাচ্ছে বইপত্রের পাঠক গ্রাহক ক্রেতার সমস্যা ততই বাড়ছে। মূল্যবৃদ্ধির দরুণ বাঁধা আয়ের বহু মানুষ ইদানীং খবরের কাগজ কেনার অভ্যাস ত্যাগ করেছেন। পাঠপ্রবণতা এদেশে এমনিতেই বিশেষ সবল নয়, তার উপর পাঠ্যবস্তুর অভাবে যদি লোকের পাঠস্পৃহা কমিত হতে থাকে তাহলে পরিণাম গ্রন্থাগারগুলির পক্ষে আদৌ সুখপ্রদ হবে না।

দ্বিতীয়ত পাঠ্য উপকরণের আশ্রয়েই গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব নির্ভর করে; তাই বইপত্রের মূল্যবৃদ্ধি ছোট ও মাঝারি আকারের গ্রন্থাগারগুলিকে ক্রমেই পঙ্গু করে তুলছে। অধিকাংশ গ্রন্থাগারের ব্যয় নির্বাহ হয় চাঁদার অর্থে। প্রতি বছরে এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সরকারি অনুদান পাওয়া যায় না। চাঁদা বাড়িয়ে সেজন্য খরচ মেটানোর চেষ্টা করলে সদস্যসংখ্যা কমে যাবে। তাতেও সেই একই ফল দাঁড়াবে—অর্থাৎ পাঠস্পৃহার ক্ষতি।

ভারতে কাগজ দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ হল বিগত চারটি পাঁচসালা যোজনায় কাগজশিল্পের প্রতি যথোচিত নজর দেওয়া হয় নি। কাগজশিল্পের জন্যে গঠিত কেন্দ্রীয় উন্নয়ন পর্ষদ ব্যর্থতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। দ্রুতবর্ধিষ্ণু চাহিদার অনুপাতে উৎপাদনের পশ্চাৎপদতা দেখে মনে হয় এ-সমস্যার আশু সুরাহার সম্ভাবনা নেই। ১৯৭৩ সালে ৭,৯৬,০০০ টন কাগজ উৎপন্ন হয়েছিল; তার আগের বছরে উৎপন্ন হয় ৮,০৪,০০০ টন। পঞ্চম পাঁচ সালা যোজনাকালে কাগজের চাহিদা দাঁড়াবে আনুমানিক ১৯,৩০,০০০ টন। দেশের বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা হল ৯,০৩,০০০ টন। কাগজশিল্পের সম্প্রসারণকল্পে আরও কাগজকল স্থাপন ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ইণ্ডিয়ান পেপার মিলস্ অ্যাসোসিয়েশন দেশের বর্তমান কাগজ সংকট সত্ত্বেও বিদেশের কাগজ রপ্তানীর বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের দাবি করেছেন। কারণ বহির্বাজারে কাগজের দাম টন প্রতি প্রায় ১৮০০ টাকা বেশি। অথচ ১৯৭২-৭৩ সালে ভারতকে ৩০.৭ কোটি টাকার কাগজ আমদানি করতে হয়েছিল দেশের চাহিদা মেটানোর পরে এবং আমদানি বন্ধ করা সম্ভব হলে তবেই এদেশ থেকে কাগজ রপ্তানীর প্রস্তাব যুক্তিগ্রাহ্য হবে।

চাহিদা বৃদ্ধি, উৎপাদনের ঘাটতি, বিদ্যুৎ সংকট আমদানি হ্রাস এবং সর্বোপরি মুদ্রাস্ফীতির ফলে কাগজের অভাব প্রকট হয়ে পড়েছে। কিন্তু বর্তমান সংকটের মূল

কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে কাগজের ব্যবসায়ে ভুঁইফোড় কিছু ফাটকাবাজ ব্যবসায়ী ও কালোবাজারী-দের ক্রিয়াকলাপ। লোহা, সিমেন্ট বনস্পতির সঙ্গে ফাটকাবাজেরা কাগজের কারবারে অনার্জিত আয়ের সুগন্ধ পেয়েছে। সরকার এজন্যে একটা তত্ত্বাবধায়ক কমিটি নিযুক্ত করেছেন বটে, কিন্তু উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ ছাড়া এ-সমস্যার স্থায়ী সুরাহা হবে না।

সরকারি প্রশাসন-যন্ত্রের নিষ্ফলতা নিত্যই লোকে উপলব্ধি করছে। ফুলস্ক্যাপ কাগজের খুচরা দর তিন গুণ বেড়ে গেছে। ফুলস্ক্যাপ কাগজ ছাত্রছাত্রী শিক্ষক ও গবেষকদের কাজে বেশি ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য মাপের বিভিন্ন কাগজের দাম গত তিনমাসে কমপক্ষে শতকরা ১০০ ভাগ বেড়েছে। কাগজের মূল্যবৃদ্ধিই মূলত বই-পত্রের মূল্যবৃদ্ধিকে প্রভাবিত করেছে। মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের ক্ষেত্রেও মালমসলার দরদাম বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ সংকট ও বেতনবৃদ্ধির বইপত্রের মূল্যরেখাকে আরো ঊর্ধ্বে ঠেলে দিয়েছে। 'গীতবিতান' বইটির দাম ১৮ টাকা থেকে ২৬ টাকায় বর্ধিত হয়েছে। ছাত্রদের টেক্সটবুকের দাম শতকরা ২৫ থেকে ৭৫ ভাগ বর্ধিত হয়েছে। কে.পি. বসুর অ্যালজেবরার দাম সাড়ে আট টাকা থেকে এক লাফে সাড়ে বারো টাকায় উঠে গেছে। গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরও শোচনীয়। এই সুযোগে কিছু সংখ্যক প্রকাশক তাঁদের প্রকাশিত পুরোনো বইয়ের দাম রবার স্ট্যাম্প দিয়ে বাড়িয়ে দিতে শুরু করেছেন। খ্যাতনামা লেখকদের বই ছাড়া নতুন লেখকদের বই ছাপার ঝুঁকি প্রকাশকেরা নিতে চাইছেন না। ইউরোপ-আমেরিকায় প্রকাশিত প্রতি পাঁচটি বইয়ের একটিতে অন্তত প্রকাশকেরা ঝুঁকি নিয়ে থাকেন। একটি বইয়ের হাজার কপি ছাপতে হলে ফর্মা প্রতি কাগজ মুদ্রণ ইত্যাদি বাবদ গড়পড়তা খরচ ১৯৭২-৭৩ সালে ছিল ১২০ টাকা। পরবর্তী সালের হিসাবে সে অঙ্ক দাঁড়ায় ২৩৫ টাকায়। ছাপাখানা ও দপ্তরীখানায় ব্যবহৃত ছাপার কালি, টাইপ, পিসবোর্ড ইত্যাদির দরদাম দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে

কাগজ-সংকট থেকে পরিত্রাণের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার মিলমালিকদের সঙ্গে একটা চুক্তি করেছেন এই মর্মে যে মালিকেরা সরকারকে দু' লক্ষ টন কাগজ দেবেন এবং জনসাধারণের জন্যে টন প্রতি ২৭৫০ টাকা হারে কাগজ সরবরাহ করা হবে। উৎপন্ন অতিরিক্ত কাগজ খোলা বাজারে বিক্রীত হবে। সরকার কর্তৃক অনুমোদিত টেক্সটবুক ছাপার জন্যে দেশের দক্ষিণ পশ্চিম উত্তর ও পূর্ব ভাগে বিভক্ত চারটি অঞ্চলে এক হাজার টন ক'রে সাদা কাগজ মিলের দরের চেয়েও কম দরে সরবরাহ করা হবে। শর্ত হল যে প্রকাশকেরা যেন ১৯৭১-৭২ সালের মূল্যে বইয়ের মূল্য ধার্য করেন। কিন্তু সাধারণ বই ও পত্রপত্রিকার চাহিদা মেটানোর বিষয়ে সরকার কোনো সিদ্ধান্ত নেন নি। ফলে সাধারণ বইপত্রের মুদ্রণ এবং গ্রন্থাগারগুলির দুর্গতি থেকেই যাবে।

টেক্সটবুক সরবরাহের বিষয়ে সরকারের উদ্যমকে সাধুবাদ জানিয়ে একথা বলা প্রয়োজন যে ছাত্রজীবন সাঙ্গ হলেই মানুষের শিক্ষা ও মননকর্ম শেষ হয়ে যায় না। চিন্তাশীল ও সৃজনশীল লেখকের সঙ্গে পাঠকের নিরবচ্ছিন্ন সংযোগে দেশের সাংস্কৃতিক জীবন পরিপুষ্ট হয়। সাধারণ বইপত্র লেখক ও পাঠকের মধ্যে সেতুবন্ধের কাজ করে। টেক্সটবুক বহির্ভূত অন্যান্য বইপত্র উৎপাদনের বিষয়েও সরকারকে তৎপর করে তোলার জন্যে জনমত সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

কাগজের ব্যবসায়ে অতিরিক্ত মুনাফা ও ফাটকা কারবার নিবারণের জন্যে সরকারি বিধিব্যবস্থা আরো কঠোর হওয়া চাই। শৌখীন ও মূল্যবান কাগজের পরিবর্তে সাধারণ কাজে ব্যবহৃত কাগজের উৎপাদনের বেশি গুরুত্ব দেবার জন্যে সরকারকে সচেষ্ট হতে হবে। সরকারি দপ্তরগুলি থেকে প্রচারপত্র বিতরণের ঢালোয়া ব্যবস্থার অপচয় নিবারিত হওয়া দরকার। প্রকাশক সংস্থার মাধ্যমে এবং বিভিন্ন ক্রেতা সমবায়ের সাহায্যে ন্যায্যমূল্যে কাগজ বণ্টনের ব্যবস্থা বর্তমান নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস

গ্রন্থাগার ও দীর্ঘসূত্রী পাঠক

প্রবোধ ভট্টাচার্য

গ্রন্থাগারিক মাত্রেই জানেন দীর্ঘসূত্রী পাঠক গ্রন্থাগারের দৈনন্দিন সুষ্ঠু পরিচালনায় নানাবিধ অসুবিধার সৃষ্টি করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ ধরণের পাঠক ইচ্ছাকৃতভাবে গ্রন্থাগারের বই নির্দ্দিষ্ট সময়ে ফেরৎ দেন না। সময়সীমা অতিক্রান্ত জনিত জরিমানাকে এঁরা বইটি দীর্ঘ মেয়াদে রেখে দেবার অধিকার বা লাইসেন্স বলে মনে করেন। এঁরা অক্লেশে অর্থদণ্ড দেন। প্রয়োজনে অর্থদণ্ডের বিনিময়ে অধিকসংখ্যক বই সময়সীমা অতিক্রান্তের পরেও ফেরৎ না দেবার সুযোগ নেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বই ফেরৎ না দেবার জন্য যে অর্থদণ্ড নেওয়া হয় সেটি নিশ্চয়ই গ্রন্থাগারের অর্থ-সংগ্রহের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নয়। অর্থদণ্ড গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য হোল সময় মতো বই ফেরৎ পাওয়া, যাতে অন্যান্য পাঠক নির্দ্দিষ্ট বইটি না পাবার অসুবিধা ভোগ করেন। অথচ অর্থদণ্ডের মূল উদ্দেশ্যটি কিন্তু মোটেই সাধিত হচ্ছে না। সাধারণভাবে পাঠকদের মনে এই ধারণাই গড়ে উঠছে যে বই নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফেরৎ না দিলে গ্রন্থাগারকে বেশী মাশুল দিতে হবে। এই মানসিকতা একশ্রেণীর পাঠকদের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান —অর্থদণ্ডকে আজকের দিনে একশ্রেণীর পাঠক মোটেই গ্লানি কিংবা লজ্জাজনক কোন ব্যাপার বলে মনে করেন না। ফলে দীর্ঘমেয়াদে বই নেবার জন্য দীর্ঘসূত্রী পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দীর্ঘসূত্রী পাঠক গ্রন্থাগারের দৈনন্দিন পরিচালন ব্যবস্থাকে অনাবশ্যকভাবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বহির্ভূত কাজকর্মের যথা অর্থদণ্ড গ্রহণ খুচরা পয়সা ফেরত দেওয়া, রসিদ দেওয়া অর্থ-দণ্ডের হিসাব রাখা ইত্যাদির মাধ্যমে জটিল করে তুলছে। বিদেশের গ্রন্থাগারিকেরা দীর্ঘসূত্রী পাঠকের সমস্যা নিয়ে নানান ভাবনা চিন্তা শুরু করেছেন। যুক্ত-রাষ্ট্রের গ্রন্থাগারগুলি বিশেষ করে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি এই সমস্যায় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। যুক্তরাষ্ট্রের নগর গ্রন্থাগারসমূহের ডিরেক্টর মিষ্টার ওয়ালিস বলেন যে চার পাঁচ বছর ধরে সাধারণ পাঠকদের মধ্যে গ্রন্থা-গারের বই ফেরৎ না দেবার একটা সর্বাত্মক প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। তিনি বলেন ১৯৭০-৭১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে প্রায় ৪৫,৫৩৫ ডলার মূল্যের বই ফেরৎ দেওয়া হয় না। আশঙ্কা করা হচ্ছে ১৯৭২ সালে এটি ৫০,০০০ ডলারের বেশী হবে। এই পরি-স্থিতির মোকাবিলা করতে শেষ পর্য্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে একটি অর্ডিনান্স জারী করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে কোন দীর্ঘসূত্রী পাঠক সাধারণ গ্রন্থাগারের বই নির্দ্দিষ্ট সময়ে ফেরৎ না দিলে প্রথমে ডাকযোগে দুটি নোটিশ পাঠানো হবে। এছাড়া ফোনেও জানানো হবে। এতে কাজ না হলে একমাস কারাদণ্ড ও ৫০ ডলার পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হবে।

'কোন অর্থদণ্ড নয়' এই নিয়মের সমর্থনেও জোরালো মতামত প্রকাশ করা হচ্ছে। এবং অনেকক্ষেত্রেই এই নিয়মের প্রয়োগ সাফল্যমণ্ডিত হচ্ছে। কানাডার উইণ্ডসর পাবলিক লাইব্রেরীতে কোন প্রকার অর্থদণ্ড না নেবার একটি প্রস্তাব পরীক্ষামূলকভাবে একবছরের জন্য গ্রহণ করা হয়। কোন দীর্ঘসূত্রী পাঠক সময়সীমা অতিক্রান্ত

লেখকের ঠিকানা : গ্রাম : কামডহরি
পো: গড়িয়া জেলা : ২৪ পরগণা

নোটিশে সাড়া না দিলে নোটিশ প্রেরণের খরচ বাবদ তাকে একটি পাঁচ ডলারের বিল পাঠানো হবে। এতেও কোন সাড়া না পেলে দীর্ঘসূত্রী সেই পাঠকের নাম দোষী সদস্য তালিকাভুক্ত করা হবে এবং যতদিন পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাপ্য না মেটানো হচ্ছে ততদিন পর্য্যন্ত গ্রন্থাগারের সমস্ত সুযোগ সুবিধা তার কাছ থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। এই গ্রন্থাগারে এ পর্য্যন্ত ১৮,৫৩৩টি সময়সীমা অতিক্রান্ত সংক্রান্ত প্রথম নোটিশ দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে মাত্র ২৯২৪টি বইয়ের ক্ষেত্রে পাঁচ ডলার নোটিশ প্রেরণ বাবদ খরচ নেওয়া হয়েছে। এ থেকেই কোন অর্থদণ্ড না নেবার পরিকল্পনাটির উল্লেখযোগ্য সাফল্যের একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

১৯৫২ সালে ইউনেস্কোর সহযোগিতায় দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরীর উদ্বোধন হলে প্রথমদিকে আশঙ্কা করা হয় যে যেহেতু এদেশের লোকেরা সাধারণভাবে অবাধ প্রবেশ মাধ্যমে বই নেওয়ায় অভ্যস্ত নয়, সেজন্য বই ফেরৎ না দেবার সংখ্যা হয়তো খুব বেশীরকম হবে। কিন্তু ফ্রাঙ্ক গার্ডনার যাঁর তত্ত্বাবধানে দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরী গড়ে ওঠে, তিনি এই মত সমর্থন করেন নি। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গেল প্রথম ৯ মাসে যে ৪৫,০০০ বই বিলি হয় তারমধ্যে মাত্র ২৫টি হারিয়ে যায় ও ১২টি ফেরৎ দেওয়া হয় না। অন্যদিকে ইংলণ্ডের যে কোন পাবলিক লাইব্রেরীতে গড়ে এর প্রায় চারগুণ বই নিখোঁজ হয়। জাতীয় গ্রন্থাগারের একটি ঘটনার কথা বলেছেন জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রী বি. এস. কেশবন। শ্রীকেশবন গ্রন্থাগারিকের দায়িত্বে এসেই দীর্ঘসূত্রী পাঠকদের অর্থদণ্ড প্রথার বিলোপ করেন। ফলে দেখা গেল গ্রন্থাগারের বই খুব দ্রুত বিলি হচ্ছে। প্রায় ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে ৭,৫০০ বই ফেরৎ না পাওয়ায় অগত্যা, তিনি এই মর্মে আধডজন স্মরণার্থ চিঠিতে এই নির্দেশ দিতে বাধ্য হন যে যারা বই ফেরৎ দেবেন না তাদের গ্রন্থাগারে জমা দেওয়া টাকা হতে বইয়ের দাম কেটে নেওয়া হবে। এতে শেষ পর্য্যন্ত কাজ হয় (Library Service in India to-day-a symposium… BLA, 1963)

যারা সময়মতো বই ফেরৎ দেন না তারা সাধারণ লোক হলেও শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত লোকেরাও এই ব্যাধি-মুক্ত নন। স্যার রবার্ট কটন যিনি ব্রিটিশ মিউজিয়ামের দীর্ঘসূত্রী ও ভুলোমনা সদস্যদের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ করতেন—তিনি নিজেও সেই একই দোষে দুষ্ট ছিলেন। তবে অপরের বই সম্বন্ধে সম্ভবতঃ সব চেয়ে উদাসীন পাঠক ছিলেন ডাঃ সামুয়েল জনসন। তিনি অপরের বইগুলি যেন নিজের এমনভাবে ব্যবহার করতেন, বইয়ের একপ্রান্তে নিজের মন্তব্য লিখতেন এবং কদাচিৎ ফেরৎ দিতেন। তাঁর মৃত্যুর পর কোন বইটি তাঁর নিজের, কোনটিই বা অপরের সেটা নির্ণয় করা একরকম অসম্ভব ব্যাপার হয়েছিল। ষষ্ঠ জাতীয় পুস্তকমেলার উদ্বোধন করতে গিয়ে মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল শ্রীআলি ইয়ার জং একটি স্বীকারোক্তিতে বলেছেন যে তাঁর ব্যক্তিগত বই সংগ্রহের অধিকাংশই চুরি করা। স্কুলে, কলেজে ও বন্ধু-বান্ধবদের কাছে বই ফেরৎ না দেবার জন্য তাঁর খুবই খারাপ রেকর্ড ছিল।

দীর্ঘসূত্রী পাঠকের এই প্রবণতা গ্রন্থাগার পরিচালনায় একটি বিপজ্জনক পরিস্থিতি। এর গুরুত্বও অপরিসীম। কারণ আধুনিক গ্রন্থাগার পাঠককেন্দ্রিক। দীর্ঘসূত্রী পাঠক এভাবে ক্রমবর্দ্ধমান হলে কারাদণ্ড দিয়ে কিংবা অর্থদণ্ডের মাধ্যমে এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভবপর নয়; অন্যদিকে অর্থদণ্ড দিতে গিয়ে ধীরগতি পাঠক, ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন পাঠক, বৃদ্ধ লোক, কর্মব্যস্ত পাঠককে শাস্তিবিধান করা অবিবেচনাপ্রসূত ও অবাঞ্ছনীয়। কেউ কেউ বলেন এ সমস্যার একমাত্র সমাধান বোধ হয় অর্থদণ্ড প্রথার বিলোপ সাধন ও বই ফেরৎ দেবার সময়সীমাকে তিন কিংবা চার সপ্তাহ পর্য্যন্ত বর্ধিত করা—আবার শ্রীকেশবনের মতে "সাধারণ চেতনাবোধই এর একমাত্র সমাধান এবং কিছুটা বিবেকের তাড়না ও কিছু পরিমাণে গ্রন্থাগারিকের সামাজিক ব্যক্তিগত ব্যবহারে কিছুটা ফল দিতে পারে। প্রয়োজনে মূল্যধরণের ভয় প্রদর্শনও করা যেতে পারে এটা জন-সাধারণের সাধারণ উন্নয়নের উপর নির্ভর করে।" (Library Service in India today-a symposium BLA, 1963) মোটকথা এ সমস্যার কোন সহজ সমাধান নেই।

দিল্লীতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের একদিক

রাম কৃষ্ণ সাহা

বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনক্রম নির্ধারণের প্রশ্নে সম্প্রতিককালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ সেনের সভাপতিত্বে গঠিত একটি কমিটির উপর দায়িত্ব অর্পণ। কিছুদিন আগেই সারা ভারতের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনক্রম নির্দ্ধারণের দায়িত্বও শ্রীসেনের সভাপতিত্বে গঠিত একটি কমিটির উপর ন্যস্ত ছিল এবং সম্প্রতি তার সুপারিশগুলি সরকারের নিকট পেশ করা হয়েছে এবং সরকার আর্থিক দায় দায়িত্বের অংশ বহন করারও কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

১৯৫৯ সালের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলির ভূমিকা স্থির ও কার্যকর করার প্রশ্নে গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা শিক্ষকদের সমতুল করার প্রস্তাব তৃতীয় পরিকল্পনায় কার্যকরী হয়েছিল এবং চতুর্থ পরিকল্পনায় সে ধারা অব্যাহত ছিল।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নয়া বেতনক্রম নির্ধারণের জন্য প্রথমে শ্রীযুক্ত সেনের সভাপতিত্বে গঠিত একটি কমিটির উপর দায়িত্ব অর্পিত হয়। গ্রন্থাগারকর্মীরা সবাই আশা করেছিলেন যে গ্রন্থাগারকর্মীদের বেতনক্রমও ঐ সাথে নির্ধারিত হবে। কিন্তু 'সেন কমিটি' ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাকটর ও গ্রন্থাগারিকদের সম্পর্কে বেতনক্রম সুপারিশ ব্যতিরেকেই রিপোর্ট পেশ করেন। এর প্রতিবাদে শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিকদের গণসংঠনগুলি মুখর হয়ে ওঠেন।

লেখকের ঠিকানা : শরীর বৃত্ত বিভাগ, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-৯

পরবর্তীকালে এরই ফলশ্রুতি হিসাবে শ্রীসেনেরই সভাপতিত্বে গঠিত আর একটি কমিটির উপর গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনক্রম নির্ধারণের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

এই কমিটি আঞ্চলিক ভিত্তিতে কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক এবং ভারতীয় গ্রন্থাগার সমিতির সংগে একদিন আলোচনা করেই গণসাক্ষ্য গ্রহণ করা বন্ধ করে দেন। এ ব্যাপারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ একটি স্মারকলিপি পেশ করে এবং একটি সাক্ষাৎকার ও প্রার্থনা করে কিন্তু প্রার্থনা প্রত্যাখ্যাত হয়।

এ অবস্থায় গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে বেতন ও পদমর্যাদার হ্রাস সম্পর্কে সন্দেহ ক্রমশঃ দানা বাঁধতে থাকে।

বিগত কয়েক বছরে কলেজ শিক্ষকদের বেতনক্রম সংশোধিত হলেও কলেজ গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে এখনো তার সুযোগ সম্প্রসারিত হয়নি। পঃ বাংলায় অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে উচ্চপদাধিকারী যথা গ্রন্থাগারিক, উপ ও সহ গ্রন্থাগারিক ছাড়া ইউ, জি, সি, প্রস্তাবিত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বেতন ও পদমর্যাদা উপেক্ষিত হয়েছে। শ্রীসেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীরা বিগত বারো বছরে কর্তৃপক্ষের উপর অগাধ আস্থায় আচ্ছন্ন ছিলেন, পরবর্তীকালে আবেদন-নিবেদন আন্দোলনের সামিল হয়েছিলেন। তার ফলশ্রুতি হিসাবে দেখা যায় শ্রীসেন গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনক্রম যা বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য নন-প্রফেশনাল বৃত্তিতে রত কর্মীদের সমতুল তার অযৌক্তিকতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলেও ইউ, জি, সি বেতনক্রমের জন্য সুপারিশ করায় অনিচ্ছুক ছিলেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তবুও

আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসাবে ৩৫।৩৬ জনের নাম সুপারিশ করতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রভারতী আজও এবিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চুপ।

পশ্চিমবাংলায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রবর্তিত বেতনক্রম চালু না হলেও দিল্লীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীন থাকায় সেখানে এই বেতনক্রম বহুদিন আগেই প্রবর্তিত হয়েছে। সহ-গ্রন্থাগারিকের নীচে 'প্রফেশনাল এ্যাসিষ্টান্ট' পদের ক্ষেত্রেও ২৫০-৪০০ টাকা বেতনক্রমের প্রচলন রয়েছে। যদিও দীর্ঘদিন যাবত এ বেতনক্রমের কোন পরিবর্তন হয়নি। এ মতাবস্থায় আলীগড় মুসলিম ইউনিভারসিটি, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, জমিয়া মিলিয়া প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীরা যে আন্দোলনের পথে পা বাড়াবেন তাতে আশ্চর্য কি?

শুধু তাই নয় আন্দোলন করতে গেলে প্রয়োজন সংগঠনের, তাই সেখানে গত ৪ঠা এপ্রিল ১৯৭৪ সালে "অল ইণ্ডিয়া ফেডারেশন অফ ইউনিভার্সিটি এ্যাণ্ড কলেজ লাইব্রেরী ষ্টাফ অর্গানাইজেশন" সৃষ্টির প্রস্তাব ওঠে এবং তার প্রস্তুতি হিসাবে 'জয়েন্ট এ্যাকশন কমিটি'র জন্ম হয়। এই জয়েন্ট এ্যাকশন কমিটিতে পরবর্তীকালে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতী যোগদান করে। এই সংগঠনের মধ্যে প্রফেশনাল ষ্টাফ এ্যাসোসিয়েশন, সেমি-প্রফেশনাল ষ্টাফ এ্যাসোসিয়েশন, ষ্টাফ এ্যাসোসিয়েশন অফ কলেজ লাইব্রেরীজ প্রভৃতিও অংশগ্রহণ করে।

বিগত ৩রা, ৫ই ও ৭ই এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সামনে এক বিক্ষোভ প্রদর্শন ও একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়। এই বিক্ষোভে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় আলিগড় ও জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। এতে ১০০ জন গ্রন্থাগার কর্মী উপস্থিত ছিলেন। মূল দাবী ছিল সমস্ত শ্রেণীর গ্রন্থাগার কর্মীর জন্য বেতনক্রম পুনর্নির্ধারণ এবং শিক্ষকদের সমতুল বেতন ও পদমর্যাদা।

বেতনক্রম সম্পর্কিত দাবী

গ্রন্থাগারিক	—১৫০০—২৫০০
উপ-গ্রন্থাগারিক	—১২০০—১৮০০
সহ গ্রন্থাগারিক	— ৭০০—১৬০০
বৃত্তি কুশলী সহকারী	— ৬৫০—১২০০
অর্ধ বৃত্তি কুশলী সহকারী	— ৪২৫—৭০০
এ্যাটেণ্ড্যাণ্ট (সিনিয়র)	— ২৬০—৪০০
এ্যাটেণ্ড্যাণ্ট (জুনিয়র)	— ২৬০—৩৫০

১৫ই এপ্রিল জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মীরা JACর নেতৃত্বে গণছুটি নেন। এ বিষয়ে শিক্ষক, কর্মচারী ও ছাত্র সংগঠনগুলির পূর্ণ সমর্থন জানায় ও সহযোগিতা করে।

আমরা দিল্লীতে গিয়েছিলাম ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আমন্ত্রণে এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও ইয়াসলিকের প্রতিনিধি হিসাবে গ্রন্থাগার কর্মীদের জাতীয় বেতনক্রম সম্পর্কিত আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য। সেখানে আলাপ হল JACর সংগঠকদের সাথে। তাঁরা আমাদের জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ জানালেন। তাদের সাথে আলোচনা হল আন্দোলনের ধারা সম্পর্কে। তাঁরা জানালেন ১৮ই এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বৈঠক বসবে সেখানে একটি অবস্থান ধর্মঘট করা হবে। এতে দিল্লীর সমস্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মীরা অংশগ্রহণ করবেন তৎসহ আলীগড়, বেনারস, পাঞ্জাব, হরিয়ানা প্রভৃতি অঞ্চল থেকেও কর্মীদের অংশগ্রহণের সম্ভাবনা আছে। আছে। আরো অনুরোধ করলেন; পঃ বাংলার প্রতিনিধি হিসাবে আমাদেরও এই আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য।

বিশেষভাবে জানা গেল সেন কমিটির শেষ বৈঠক বসছে কলকাতায় ২১শে এপ্রিল। ট্রাঙ্ককলে যোগাযোগ করা হ'ল এ্যাসোসিয়েশনের সাথে যাতে ২১ তারিখে এখানেও কোন কর্মসূচী গ্রহণ করা সম্ভব হয়। দিল্লীতে

১৭ই এপ্রিল বেলা ১১টায় JAC র মিটিংএ আমরা অংশ গ্রহণ করলাম।

১৮ই এপ্রিল সকাল ৯টায় আমরা হাজির হলাম ফিরোজ শা' কোটলা গ্রাউণ্ডের পাশে। সেদিন স্কুটার ধর্মঘট। টাঙ্গা করে কালীবাড়ী থেকে যখন হাজির হলাম তখন মিছিল শুরু হচ্ছে। দিল্লীর প্রখ্যাত গ্রন্থাগারিক কয়েকজনকে দেখলাম মিছিলের পুরাভাগে। প্রায় ৭০০।৭৫০ গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মী সেখানে হাজির। মুখে দারুণ উদ্দীপনা। স্লোগান ছিল হামারা মাংগ পুরী করো, হামারা মাংগ ইনসাফ (Justice) প্রভৃতি। মহিলা গ্রন্থাগারকর্মীছিলেন প্রায় ৪০ জন। বেলা দশটায় আমরা UGC সদর দপ্তরের সামনে হাজির বলাম। সেখানে আরও প্রায় ৫০ জন যোগ দিলেন। প্রচণ্ড বিক্ষোভ কিন্তু শৃঙ্খলাপূর্ণ। উদ্দেশ্য ছিল UGC র কাছে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ। কিন্তু UGC কর্তৃপক্ষ সে দাবী নাকচ করলেন। সমস্ত বাড়ীটা পুলিশ দিয়ে ঘেরা। সমস্ত বারান্দা জুড়ে উৎসুক UGC র কর্মচারীরা। ঘন্টা দেড়েক পরে JNU এর ছাত্ররা যোগ দিলেন আমাদের সাথে। বেলা দেড়টার সময় পুলিশ লাঠিচার্জ করল। আহত হলেন JNU র নেতা কৃষ্ণগোপাল। কর্মীদের মনোবল একটুও দমল না। বিক্ষোভ চালিয়ে যাওয়া হল বিকেল ৫টা পর্যন্ত। JAC র মিটিংএ স্থির হল 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ' কলকাতায় সেন কমিটির সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করবেন।

আমরা ফিরে এলাম দিল্লী থেকে। কিন্তু হাজার খানেক গ্রন্থাগার কর্মীর সংগঠিত আন্দোলন মনে যথেষ্ট রেখাপাত করেছিল।

বিগত ২১শে এপ্রিল সেন কমিটির গোপন অধিবেশন ঘটলো বেসিক মেডিসিন ভবনে। বেলা এগারোটা। আমরা ২০।২৫ জন। এক একজন সদস্য এলেন। অমরা আমাদের সংশোধিত স্মারকলিপি প্রত্যেককে দিলাম এবং ডেপুটেশন চাইলাম। উপাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ সেন উত্তেজিত হলেন এবং পরবর্তীকালে গ্রন্থাগারকর্মীদের ডেপুটেশন দিলেন। সে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী ও শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।



দিল্লীতে গ্রন্থাগার কর্মীদের বিক্ষোভ মিছিলের একাংশ

গ্রামোন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা

সনৎ কুমার প্রামানিক

চল্লিশের দশকের বহুবিঘোষিত 'গ্রামে ফিরিয়া যাও' আজ চরম বাস্তবতার সম্মুখীন। গ্রামে ফেরার কথা আজ আর উপদেশ নয়। গ্রাম উন্নয়ন শুধু নীতিকথা নয়। গ্রামের উন্নতির সঙ্গে আজকে সারা ভারতের অস্তিত্বের সম্পর্ক জড়িত। প্রকট খাদ্য সমস্যার সমাধানে আজ গ্রামের কথা চিন্তা না করে উপায় নাই। এবিষয়ে সরকার ও জনসাধারণ উভয়েই সদা সচেতন। আজ গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবারও কথা চলছে।

নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রসঙ্গে গ্রন্থাগারের অবদানের কথা বিশেষভাবে বলা হয়ে থাকে। প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রচুর হলেও সরকারের সমাজ তথা বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র এবিষয়ে কিছু কার্য্যপদ্ধতি হাতে নিয়েছেন এবং গ্রামীন গ্রন্থাগার ও নৈশ বিদ্যালয় মারফৎ এসব কাজ চলছে। শিশুদের শিক্ষা সর্ব্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করা আজও সম্ভব হয়নি। বাধা মূলতঃ দুটি বলে আমাদের ধারণা। প্রথমতঃ প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কম। এখনও প্রতি গ্রামে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই। দ্বিতীয় কারণ আর্থিক সমস্যা জনিত প্রচণ্ডতম দারিদ্র্যের ফলে গ্রামের একটি বৃহৎ অংশের শিশুদের দিনের বেলায় কাজে যেতে হয়। কাজেই পড়াশুনার কথা অভিভাবকদের চিন্তায় এলেও গ্রাসাচ্ছদনের চিন্তা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই খানেই গ্রামীন গ্রন্থাগারের সাহায্য বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সার্ব্বিকভাবে গ্রন্থাগারের সাহায্য এ ব্যাপারে এখনও নেওয়া হয় নাই। প্রাথমিক শিক্ষার ন্যায় প্রাথমিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এ বিষয়ে পরিপূরক হিসাবে কাজ করতে পারে। প্রত্যেক গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মত প্রাথমিক তথা গ্রামীন গ্রন্থাগারগুলি নিরক্ষরতা দূরীকরণে বিশেষ সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। তবে এই সব গ্রন্থাগার আগোছালো ভাবে গড়ে উঠলে চলবে না বা শুধু সরকারী সমর্থনপুষ্ট হলে চলবে না সম্পূর্ণ সরকারী সাহায্যপুষ্ট হতে হবে এগুলিকে। শিশুদের দিনের পড়াশুনা চলবে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে। আর বয়স্ক ও দিবাভাগে কার্যে নিযুক্ত বালকদের সাক্ষর করার ভার নিতে হবে গ্রন্থাগারগুলিকে। প্রয়োজনবোধে বিশেষ ভাতার (special allowance) সুযোগ দিয়ে গ্রামের তথাকথিত অনুন্নত শ্রেণীর শিক্ষিত বেকারদের শিক্ষকতায় নিলে ছাত্রদের আগ্রহ বাড়বে।

আমাদের দেশে জনসাধারণের আগ্রহেই বেশীর ভাগ গ্রন্থাগারের জন্ম হয়েছে। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে এই সকল গ্রন্থাগারের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতার প্রথম কয়েক বছর গ্রন্থাগার স্থাপনে ও প্রসারে সরকারী উদ্দীপনা বিশষভাবে পরিলক্ষিত হয়। তারই ফলস্বরূপ আমরা পাই জেলায় জেলায় জেলা গ্রন্থাগার আঞ্চলিক গ্রন্থাগার ও গ্রামে সরকারী সাহায্য পুষ্ট গ্রামীন গ্রন্থাগার। বর্ত্তমানে পশ্চিম বাংলায় প্রায় ৬০০ শত এর মত গ্রামীন গ্রন্থাগার রয়েছে। কিন্তু সুষ্ঠু পরিচালনা ও পরিকল্পনার অভাবে এইগুলি মৃতপ্রায়। গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে পৃথক গ্রন্থাগার দপ্তরের (Library Directorate) অধীনে ও সরকারী সাহায্য যদি এগুলোর প্রাণ ফিরিয়ে আনা

লেখকের ঠিকানা : কলাভবন, শান্তিনিকেতন
বোলপুর, বীরভূম।

যায় তাহলে দেশের উন্নতির পথে গ্রন্থাগারের প্রভাব হবে আশ্চর্যজনক।

গ্রামের উন্নতির সঙ্গে চাষ আবাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ট। আমাদের দেশের শতকরা ৭৫ ভাগ লোক গ্রামে বাস করেন আর গ্রামবাসীদের শতকরা ৯০ ভাগ কৃষিজীবী এবং ৬০ ভাগ ভূমিহীন কৃষক। ১৯৭১ সালের লোক গণনার হিসাব অনুযায়ী ভারতের লোক সংখ্যা ৫৪ কোটি ৪৬ লক্ষ। পশ্চিমবঙ্গের লোক সংখ্যা ৪ কোটি ৪৪ লক্ষ। তার মধ্যে গ্রামে বাস করেন ৩ কোটি ৫১ লক্ষ। এই প্রদেশের সাক্ষরের হার ২৯'২৮% মাত্র। ভূমিহীন কৃষকদের ৯৯% নিরক্ষর। এই সব লোকেদের কাছে চাষ-আবাদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা যা বর্তমানে রয়েছে প্রয়োজনের তুলনায় তা শোচনীয় ভাবে অপ্রতুল। অথচ এই সব লোকেরা যতদিন কৃষিকার্যের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মনে প্রাণে গ্রহণ না করছেন ততদিন কৃষি উন্নয়ন তথা গ্রামোন্নয়ন এর কথা কাগজে কলমেই রয়ে যাবে। এই সব কৃষকদের জ্ঞানবুদ্ধি ও বিচক্ষণতার সমীক্ষা করে গ্রামীন গ্রন্থাগারে যদি প্রতিমাসে কিংবা একমাস অন্তর স্থানীয় কৃষি আধিকারিক বা অধস্তন কৃষিকর্মচারী audio visual aids এর সাহায্যে কৃষিব্যবস্থার আধুনিক পদ্ধতির কথা ব্যাখ্যা করেন তাহলে অনেক সুফল ফলবে। এই প্রসঙ্গে গ্রামীন গ্রন্থাগারের পুস্তক নির্বাচন প্রসঙ্গে কিছু বলা প্রয়োজন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে সাধারণ গ্রন্থাগারে (কি সরকারী কি বেসরকারী) উপন্যাসের চাহিদা থাকে প্রবল।

এবং সেই চাহিদা মেটাতে সীমিত আর্থিক সামর্থের গ্রন্থাগারগুলির নাভিঃশ্বাস ওঠে। কিন্তু ভুললে চলবে না চাহিদা অনুযায়ী বই জনসাধারণের হাতে পৌঁছে দেওয়া যেমন গ্রন্থাগারগুলির দায়িত্ব তেমনিভাবে পাঠকবর্গের রুচির পরিবর্তন ঘটানোর নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে গ্রন্থাগারগুলির। সেই দিকে সরকার, জনসাধারণ, গ্রন্থাগার কর্মীও উদ্যোক্তাদের নজর রাখতে হবে। গ্রামীন গ্রন্থাগারের পুস্তক সংগ্রহের জন্য নির্দিষ্ট অর্থের মধ্যে নিম্নলিখিত সামঞ্জস্যমূলক বণ্টন ব্যবস্থা থাকলে ভাল হয়।

উপন্যাস—	৪০%
কোষগ্রন্থ—	১০%
ধর্ম্ম—	১০%
কৃষিউন্নয়ন —	১৫%
স্বাস্থ্য, শিল্প ও পরিবার পরিকল্পনা—	২০%
অন্যান্য—	৫%

অবশ্য সব কিছুই নির্ভর করবে বরাদ্দীকৃত অর্থ ও সমস্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় গ্রন্থাগার চেতনাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গীর উপর। গ্রামীন গ্রন্থাগারের কর্ম্মীবৃন্দের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের উপযুক্ত মর্যাদা দান ও বিশেষভাবে প্রয়োজন।

গ্রামীন অর্থনীতিতে কৃষির পরই আছে শিল্পের স্থান। প্রত্যেক গ্রামেই কিছু কিছু ব্যক্তি এই সব ক্ষুদ্র শিল্পের দ্বারা তাঁদের অন্ন সংস্থান করেন। এই সব শিল্পের মধ্যে রেশম শিল্প, লৌহশিল্প, শঙ্খ ও গালা শিল্প, চর্ম্মশিল্প, কাষ্ঠজাতশিল্প, বেত ও বাঁশের কাজই প্রধান। পল্লীগ্রামে ধান পোঁতা ও কাটার মাঝের কয়মাস কৃষকরা কিছু বাড়তি আয়ের সুযোগ করতে পারেন এই সব শিল্পকর্ম্মের মাধ্যমে। প্রত্যেক জেলায় আজকাল শিল্প, আধিকারিকের মাধ্যমে লুপ্ত গৃহশিল্পগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেবার ব্যবস্থা রয়েছে। গ্রামীন গ্রন্থাগার কর্ম্মী এই সব শিল্পে নিযুক্ত লোকদের নানা কাজে আসতে পারেন। তাঁদের বই এর সাহায্য দিয়ে শিল্পের মান উন্নত করা যায়। এই সব কাজে নিযুক্ত সরকারী কর্ম্মচারীদের আনিয়ে বৃত্তিমূলক শিল্পশিবির ও রুগ্ন শিল্পকে আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা ও করা যেতে পারে। কারু শিল্প ও চারুশিল্প উভয়ের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করা যায় গ্রন্থাগারের

মাধ্যমে। সব চেয়ে ভাল হয় এইসব গ্রন্থাগারের সঙ্গে যদি একটি করে সংগ্রহালয় (museum) গড়ে তোলা যায়।

গ্রামীন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ও গ্রামীন গ্রন্থাগারগুলি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। গত কয়েক বছরে অবস্থার প্রভূত উন্নতি হলেও আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার সাহায্যে নিতে সাধারণ গ্রামবাসীরা এখন ও অনেকাংশে পরাঙ্মুখ। এখনও গ্রামে কলেরার ইনজেকশন কিংবা বসন্তের টিকা নেওয়ার সময় চৌকিদারের উপস্থিতির প্রয়োজন হয়। তুকতাক, ওঝা, মন্ত্রের প্রতি এখনও গ্রামের লোকের ঝোঁক বেশী। উপযুক্ত স্বাস্থ্য কর্মীদের উপদেশ এবং গ্রন্থাগার প্রাঙ্গনে সরকারী প্রচার বিভাগের চলচ্চিত্র প্রদর্শন বা অন্যান্য প্রদর্শনী আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রয়োগ ও গ্রহণ সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের সচেতন করে তুলবে।

গ্রামীন recreation বা আমোদ প্রমোদের ক্ষেত্রে এবং আরও ব্যাপকভাবে গ্রামীন সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনেও গ্রামীন গ্রন্থাগারগুলি দিগদর্শনের কাজ করতে পারে। দ্রুত অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের গ্রামগুলির কাঠামোতে পরিবর্ত্তনের ছোঁয়াচ লেগেছে। আগের বারোয়ারী প্রথা বা জমিদার, মহাজনদের স্বতঃস্ফূর্ত দান ধ্যান দ্রুত অপস্রয়মান। এর অভাব গ্রামীন গ্রন্থাগারগুলি দক্ষতার সঙ্গে পূরণ করতে পারে। গ্রামের যাত্রা, কথকতা, কবিগান প্রভৃতি পুনরুজ্জীবনে সমাজ শিক্ষা বিভাগের এগিয়ে আসা উচিত। স্থানীয় যুবক ও উৎসাহী ব্যক্তিদের মাধ্যমে নানারকম সার্বজনীন পূজা ও উৎসবের ব্যবস্থা গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে করা হলে গ্রামবাসীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগবে। বিভিন্ন মহাপুরুষদের জন্ম ও মৃত্যুদিবসে স্থানীয় শিক্ষাব্রতীদের নিয়ে সভা সমিতি করলে সাধারণ মানুষ ও ছাত্র সমাজ বিশেষ উপকৃত হবেন। ছোটছোট ছেলেমেয়েদের মুক্তাঙ্গণ শিল্প প্রতিযোগিতা বা স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীদেব বিতর্ক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা গ্রামীন গ্রন্থাগারে অনায়াসেই করা যেতে পারে।

মোট কথা গ্রন্থাগার শিক্ষিত লোকেদের জায়গা সেখানে শুধু লিখতে পড়তে জানা লোকেরাই যেতে পারবে এই ধারণা গ্রামীন গ্রন্থাগারগুলিতে সমূলে দূর করতে হবে। এখানে যেন আমরা জোর গলায় বলতে পারি "সবারে করি আহ্বান"। গ্রন্থাগারগুলিকে এক কথায় Mass educator এর ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে যা স্কুল কলেজের দ্বারা কখনই সম্ভব নয়। সরকারের ক্ষুদ্রতম কেন্দ্র (unit) হিসাবে গ্রামীন গ্রন্থাগার, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও গ্রামীন ডাকঘরগুলি একযোগে কাজ করলে গ্রামগুলি হয়ে উঠবে আদর্শ গ্রাম, প্রত্যেকটি পল্লীবাসী হয়ে উঠবেন আদর্শ পুরুষ।

গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন নির্ধারণের সর্ব্বভারতীয় নীতি সম্পর্কিত কনভেনশন

বিগত ১৫ই এপ্রিল ১৯৭৪ দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরীতে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে ভারতবর্ষের সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনক্রম সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণের জন্য এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন নিম্নলিখিত সংস্থার প্রতিনিধিবর্গ। ষ্টাফ এ্যাসোসিয়েশন অফ কলেজ লাইব্রেরীজ, রাজস্থান লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন, হিমাচল প্রদেশ লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন, গভর্ণমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটি গভর্ণমেন্ট স্কুল লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন, জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরীর প্রতিনিধিরা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও ইয়াসলিকের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা।

বৈকাল ৪টায় সম্মেলন শুরু হয়। সভাপতির আসন অলংকৃত করেন দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক শ্রী জে. সি. মেহতা।

সভার প্রারম্ভে, পাঞ্জাব লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন, কর্ণাটক লাইব্রেরী এ্যাসেসিয়েশন, উৎকল লাইব্রেরী এ্যাসেসিয়েশন প্রভৃতি হতে আগত টেলিগ্রাম পাঠ করা হয়।

জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীগিরজা কুমার বর্ত্তমান অবস্থার বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন তরুণ গ্রন্থাগার কর্মীরা সেন কমিটির এক্তিয়ার সম্পর্কে বিক্ষুব্ধ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রমোশন, বেতনক্রম ও শিক্ষাগত যোগ্যতার সুসমতার অভাব বর্ত্তমান। সেগুলি দূর করা প্রয়োজন। তিনি আশংকা করেন যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের চেয়ে নিম্নতর বেতনক্রম ধার্য করার কথা চিন্তা করছেন। সুতরাং এই অবস্থার প্রতিরোধকল্পে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে এক আন্দোলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হোক।

তিনি আরও বলেন যে দিল্লীর কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মীরা সংগ্রাম কমিটি গঠন করে আন্দোলন শুরু করেছেন। ১৫ই এপ্রিল তাঁরা কর্মবিরতি পালন করেছেন এবং ১৮ই এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সামনে এক বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়েছে। মূল দাবী গ্রন্থাগারকর্মীদের শিক্ষকদের সমতুল বেতন ও পদমর্যাদা দিতে হবে।

শ্রী ডি আর কালিয়া বলেন, ILA, GILA এবং জাতীয় গ্রন্থগার কর্মী পরিষদ তৃতীয় বেতন কমিশনের কাছে গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের সমতুল করার দাবী রেখেছিলেন। কিন্তু কমিশন সে দাবী উপেক্ষা করেছেন। স্কুল গ্রন্থাগারিকদের ২৩শে মার্চ থেকে গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকদের সমতুল বেতন দেওয়া হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বেতন ও পদমর্যাদা হ্রাসের সম্ভাবনার আশংকা রয়েছে। তাঁর মতে সর্বপ্রথম দাবী সনদ প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান শ্রী পি. বি. মঙ্গলা বলেন বেতনক্রম নির্ধারণের জাতীয়

নীতির জন্য একটি দীর্ঘস্থায়ী কর্মসূচী প্রয়োজন। সুতরাং বিষয়গুলি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে দেখা উচিত।

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ডঃ জগদীশ শর্মা বলেন, বর্তমান অবস্থার সৃষ্টি সম্বন্ধে অনুসন্ধান প্রয়োজন; আরও প্রয়োজন আত্ম-সমালোচনার; নিজেদের ত্রুটিমুক্ত হওয়া দরকার প্রথমেই।

শ্রীমঙ্গলা বলেন যে যাঁরা বর্তমানে যে পদমর্যাদায় আছেন তাঁদের পদমর্যাদা খর্ব করা চলবে না। তবে শিক্ষাগত যোগ্যতার মান উন্নয়ন করা যেতে পারে। এবং সেটা এম.এ. ও এম. লিব. এসসি হওয়া উচিত। যে সমস্ত গ্রন্থাগারিক এই কমিটিতে আছেন তাঁদের আপত্তি নথিভুক্ত করা উচিত।

শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী বলেন জাতীয় বেতনক্রম সংক্রান্ত নীতি একটি বিশাল বিষয়। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্মেলনে এটি আলোচনা করা প্রয়োজন। আলোচনার মাধ্যমেই এর একটি সঠিক রূপ বেরিয়ে আসবে। কেন্দ্রীয় সরকারী গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে প্রথমে এ প্রশ্ন ছিল যে তাঁদের এ্যাকাডেমিক ষ্টাফদের সমান বেতন ও পদমর্যাদা হবে। কিন্তু GILA তার থেকে সরে গেছে। আমাদের পরিষদের বক্তব্য গ্রন্থাগার কর্মীরা শিক্ষকদের সমান বেতন ও পদমর্যাদার অধিকারী। বর্তমানে পঃ বাংলার বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিতে ইউ. জি. সি বেতনক্রম প্রবর্তিত হয় নি। আমরা মনে করি বেতনক্রম ছাড়াও আরও কয়েকটি বিষয় বিবেচনার প্রয়োজন। এগুলির অন্যতম হল কনট্রিবিউটারি প্রভিডেন্ট ফাণ্ড,গ্র্যাচুইটি সহ.পেন্সন প্রথা, পণ্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে মহার্ঘ ভাতা নির্ধারণ। এছাড়া কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার অতি সত্বর অবসান। এছাড়া ৮.৩৩% বোনাস এগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। শুধু দাবী জানিয়ে থেমে গেলেই চলবে না সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে আন্দোলন করতে হবে। বর্তমানে ১৮ই এপ্রিল বিক্ষোভ প্রদর্শণের কর্মসূচী ছাড়াও রাজ্য স্তরে বিভিন্ন সভাসমিতি এবং সর্বভারতীয় স্তরে প্রতিবাদ সপ্তাহ পালন করা দরকার।

সভাপতিমহাশয় জানান যে এবছরই সম্মেলনে জাতীয় বেতন নীতি অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

রাজস্থান থেকে আগত প্রতিনিধিরা বলেন যে বিনা আন্দোলনে কিছুই পাওয়া যাবে না। আন্দোলনের সময় উপস্থিত। সারা ভারতের গ্রন্থাগার কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। সাধারণ গ্রন্থাগার ও বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রে একই বেতনক্রম চালু করতে হবে।

কর্মসূচী প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন সরকারকে পিছিয়ে যেতে দেওয়া চলবে না। একটি স্মারকলিপি পেশ করা প্রয়োজন। এই সভার সিদ্ধান্ত প্রত্যেক গ্রন্থাগার সমিতিকে এবং সরকারকে জানিয়ে দিতে হবে।

শ্রীগিরজাকুমার প্রস্তাব করেন যে আন্দোলনের স্বার্থে একটি কমিটি হওয়া প্রয়োজন। এই কমিটিতে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মী, সরকারী গ্রন্থাগার কর্মী, স্কুল লাইব্রেরী প্রভৃতি সম্বন্ধে বক্তব্য থাকা প্রয়োজন। এই কমিটিতে শ্রীমঙ্গলা, শ্রীগিদওয়ানী ও শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী থাকবেন।

শ্রীকালিয়া বলেন যে বর্তমান অবস্থার মোকাবিলা করতে গেলে সমগ্র গ্রন্থাগার কর্মীদের যুক্তফ্রন্ট হওয়া দরকার। লাইব্রেরী এ্যাটেণ্ড্যান্টদের বেতনক্রম স্থির করা দরকার। স্কুল লাইব্রেরীর কথা ভুলে গেলে চলবে না। রাজ্য সরকার শিক্ষকদের যে বেতনক্রম স্থির করবেন গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রেও ঐ একই বেতনক্রম হওয়া উচিত।

এছাড়া ডি. এস-আগরওয়াল, এম. এস. রাজভি, এস. আর গুপ্ত, এ. পি. তেওয়ারী প্রমুখরা বক্তব্য রাখেন।

সম্মেলনে পি. বি. মঙ্গলা, প্রবীর রায়চৌধুরী, গিরজা কুমার, এন. এন. গিদওয়ানী, এস. এইচ আর নাকভি প্রভৃতিকে নিয়ে প্রস্তাব খসড়া করার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। আহ্বায়ক হলেন শ্রীগিরজা কুমার। কমিটি

সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি খসড়া প্রস্তাব পেশ করেন।

খসড়া প্রস্তাব (সংবাদপত্র সমূহে প্রচারের জন্য)

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক আহূত গ্রন্থাগারিক। তথ্যায়ক/তথ্য বিজ্ঞানীদের এই সভা ১৫ই এপ্রিল ১৯৭৪ বর্তমান বেতনক্রম নির্ধারণের প্রাক্কালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারী বিভাগ ও সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত গ্রন্থাগার কর্মীদের জাতীয় বেতনক্রম সম্পর্কে সর্ব সম্মতিক্রমে একটি নীতির সূচনা ও নিম্নলিখিত প্রস্তাব-গুলি গ্রহণ করা হয় :—

(১) যে গ্রন্থাগার তার নিজস্ব প্রকৃতির ও কর্মধারার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ভাবেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

(২) যে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে কর্মরত ব্যক্তিরা শিক্ষাকর্মে নিয়োজিত এবং তাঁদের বেতনক্রম স্কুল, কলেজ, বিশ্ব-বিদ্যালয় এবং গবেষণা কেন্দ্রে কর্মরত ব্যক্তিদের সমতুল হওয়া প্রয়োজন।

(৩) এই সম্মেলন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং রাজ্য সরকারগুলির গ্রন্থাগার কর্মী ও ফ্যাকাল্টি মেম্বরদের সমতুল বেতনক্রমের বিগত ১৫ বছরের পূর্বে নির্ধারিত সিদ্ধান্তগুলি থেকে সরে আসার প্রচেষ্টার তীব্র নিন্দা করে।

(৪) যে এই সম্মেলন দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্পর্কে তৃতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশগুলির বিশেষভাবে নিন্দা করে।

এই সম্মেলন সর্বসম্মতভাবে কেন্দ্রীয় সরকার, বিশ্ব-বিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট এই বক্তব্য রাখে যে : —

(ক) সাম্প্রতিককালে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনক্রমের ক্ষেত্রে যে সুবিধা কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছেন সেগুলি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রেও শিক্ষকদের সমতুল বেতনক্রমের পূর্ব নির্ধারিত প্রচলিত নীতি বহাল রাখতে আহ্বান করছে।

(খ) বিভিন্ন সরকারী, বিভাগীয় ও সাধারণ গ্রন্থাগারে কর্তব্যরত গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনক্রম যথাযথভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মরত শিক্ষকদের সমতুল হতে হবে।

(গ) ভারত সরকার যেরূপ নিজেদের কর্মীদের ক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্যের উপর ভিত্তি করে বেতন কাঠামো স্থির করেন। বিভিন্ন রাজ্যেও ঐ একই নীতি বহাল রাখতে হবে।

(ঘ) যে ভারত সরকারকে এই মর্মে চাপ সৃষ্টি করতে হবে যে সমস্ত শ্রেণীর গ্রন্থাগার কর্মীদের পুন-নির্ধারিত বেতনক্রম রাজ্য সরকারগুলির সমস্ত স্তরে যাতে সত্বর প্রবর্তিত হয়।

বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি বিমাতৃ সুলভ আচরণের প্রতিবাদে এই সম্মেলন আগামী দিনের সংগ্রামের রূপরেখা নির্ধারণ করছে।

(১) ভারত সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও রাজ্য সরকার এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট এই প্রতিবেদন পাঠাতে হবে।

(২)- সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একটি জয়েন্ট এ্যাকশন কমিটি গঠন করতে হবে।

(৩) ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রণালয়, অর্থদপ্তর, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে হবে এবং রাজ্যস্তরে বিভিন্ন প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে হবে।

প্রতিবেদক :—**রাম কৃষ্ণ সাহা**

সড়ক ইঞ্জিনিয়ারিংএর পরিভাষা

সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—wing রাস্তার পক্ষ, রাস্তা উপবিভাগ

roller রোলার

—, bullock বলদটানা রোলার

—, diesel ডিজেল রোলার

—, hand হাত রোলার

—indent রোলার সংগ্রহ

—, indenting দন্তুর রোলার

—, road রাস্তা রোলার সড়ক রোলার

sheep foot মেষক্ষুর রোলার

—, steam বাষ্পচালিত রোলার

—, tandem ট্যাণ্ডম রোলার

three axle tandem তিন অক্ষদণ্ড বিশিষ্ট ট্যাণ্ডম রোলার

—, three roll tandem তিন বেলন ট্যাণ্ডাম রোলার

—, three tyre তিন টায়ারযুক্ত রোলার

—, three wheel ত্রিচক্র রোলার

—, vibrating কম্পন রোলার

—, wobbled wheel বহুচক্র রোলার

rooter ripper রুটার রিপার

rotary drill ঘুর্ন'ন বেধযন্ত্র

round about traffic পরিভ্রামিক পরিযান

route indentification sign পথ নির্দেশক চিহ্ন

rubbish অর্ধ

rubble ভাঙা পাথর

running sand চোরাবালি

—time চলন কাল

runoff বারিবাহ

—, rate of বারিবাহ মাত্রা/মান

runway ধাবন পথ

Ryves formula রাইভের সূত্র

Rut গর্ত, চাকার দাগ

Safety fence নিরাপত্তা বেষ্টনী

—, post নিরাপত্তা দণ্ড

Safety zone নিরাপত্তা অঞ্চল

Sag ঝুল, নতি

sampling নমুনা গ্রহণ

sampler soil মৃত্তিকার নমুনা গ্রাহক

—, undisturbed অনালোড়িত নমুনা

sand বালুকা, বালি

—, coarse মোটা বালি

—, fine মিহি বালি

—fraction বালির অংশ

—paper surface সূক্ষ্ম পৃষ্ঠ বালি

—running drain চোরাবালি বালি নিকাশিত জল

saturated soil সম্পৃক্ত মৃত্তিকা

saturation, degree of সম্পৃক্তির মাত্রা

scarifier স্ক্যারিফায়ার

scarifying অঁাকড়ানো

schist শিষ্ট

scissor junction কাঁচি সঙ্গম

scoop হাতা

scour অবক্ষয়, মাজা সাফকরা

—depth অবক্ষয়ের গভীরতা

scraper স্ক্রেপার

scratch template অঁাচড়ানো টেমপ্লেট

scratcher অাঁচড়া
screed প্রতিদর্শক স্তর স্ক্রীড
screen পর্দা, চালুনী
screenin চলনা
seal coat সংমুদ্রণ আস্তরণ
sealing coat শেষ প্রলেপ, শীল প্রলেপ
—compound সংমুদ্রণ যৌগিক উপাদান
—material সংমুদ্রণ বস্তু
secondary signal face গৌণ নির্দেশক দিক
section খণ্ড, ছেদ
—, cross অনুপ্রস্থ ছেদ
—, longitudinal অনুদৈর্ঘ্য ছেদ
—, typical cross অনুপ্রস্থ ছেদের নমুনা
sedimentation পলিপাতন
sedimentation test পলিপাতন পরীক্ষা
seepage ক্ষরণ
segregation পৃথকীকরণ, স্বতন্ত্রীকরণ
—of traffic পরিযান পৃথকীকরন
seperate system পৃথক প্রথা
service life উপযোগী কাল
—road সেবাপথ
setting time, fiinal চূড়ান্ত দৃঢ়ীভবন কাল / পরম দৃঢ়ীভবন কাল
—, initial প্রাথমিক দৃঢ়ীভবন কাল
settlement নিষ্পত্তি, অবনতি
—factor অবনতি গুণক
sewer গন্ধনালা, ময়লাবাহীনালা
shale শেল, গেঁড়ি
—burnt দগ্ধ শেল, পোড়ানো গেঁড়ি
shaping রূপায়ণ
sheepfoot roller মেষক্ষুর রোলার
shell কোষ, কবচ
sheet piling চাদর পাইলিং
shift পরিবর্ত্তন, বদল
shingle নুড়ি
shoring শোরিং, প্রান্তরক্ষক
shoulder (of a highway) রাস্তার স্কন্ধ
—maintenance স্কন্ধ সংরক্ষণ
shuttering শাটারিং / তক্তাবন্দী
shrinkage limit সংকোচন সীমা
—joint সংকোচন সন্ধি
—limit, lineal রেখীয় সঙ্কোচন
—limit, surface পৃষ্ঠীয় সঙ্কোচনসীমা
—limit, volumetric আয়তন সঙ্কোচনসীমা
—, lineal রেখীয় সঙ্কোচন
—, volumetric আয়তন সংকোচন
shuttle traffic পুনর্পৌনিক পরিযান
side cut পার্শ্বকর্তন
—entrance manhole পার্শ্বপ্রবেশ নরগহ্বর
—slope পার্শ্ব ঢাল, পার্শ্বনতি
—forms পার্শ্বফর্মা
sight distance দৃশ্য দূরত্ব
——, overtaking অতিক্রমণ দৃশ্যদূরত্ব
——, minimum ন্যূনতম দৃশ্য দূরত্ব
——, stopping সীমিত দৃশ্য দূরত্ব
—, rail দৃশ্য রেখাপট
—, reaction time দৃষ্টি বিক্রিয়াকাল
sign চিহ্ন. সঙ্কেত
—, advance প্রাকচিহ্ন অগ্রচিহ্ন
—, advance direction প্রাক্‌দিশ চিহ্ন
—, cautionary সাবধান বা সতর্ক চিহ্ন/সঙ্কেত
—, colour রঙিন সঙ্কেত, চিহ্ন
—, danger বিপদ সঙ্কেত
—, direction দিশা চিহ্ন
—, guiding নির্দেশক চিহ্ন
—, informative সূচনা চিহ্ন

—, informatory সূচনাত্মক চিহ্ন
—, location of চিহ্ন অবস্থাপন
—, mandatory আকস্মিক চিহ্ন
—, place name স্থান নির্দেশক চিহ্ন
—, prohibitory নিষেধ চিহ্ন
—, regulatory নিয়ামক চিহ্ন
—, road পথচিহ্ন, পথ নির্দেশ
—, route-identification পথ সনাক্তকরণ চিহ্ন
—, supplementary direction সম্পূরক দিশা চিহ্ন
—, traffic পরিযান চিহ্ন
—, warning সতর্কীকরণ চিহ্ন
signal সিগন্যাল, সংকেত
—, cautionary সাবধানী সংকেত
—, control নিয়ামক সংকেত
—, face সংকেত সম্মুখ ভাগ
—, fixed time নির্দিষ্ট সময় সংকেত
—, manually controlled হস্ত নিয়ন্ত্রিত সংকেত
—, system সংকেত ব্যবস্থা
—timings সময় নিয়ন্ত্রিত সংকেত
—, traffic পরিযান সংকেত, ট্রাফিক সংকেত
—, traffic actuated পরিযান উদ্বুদ্ধ সংকেত
—, vehicle actuated যান প্রবর্তিত সংকেত
—, warning সতর্কীকরণ সংকেত
silt পলি
—fraction পলি অংশ
site investigation স্থান, অবস্থিতি সমীক্ষা বা অনুসন্ধান
skew back তির্যকপৃষ্ঠ
skid brake pan ঘস্টানোরোধ
skidding ঘসট্টানো
—distance ঘস্টানো দূরত্ব
skimmer মন্থন দণ্ড
slab skimming গাদ তোলা
—road রাস্তার কুটিম স্ল্যাব
—paving স্ল্যাবে প্রস্তুত রাস্তা
slack line excavation স্ল্যাকলাইন খোদক/খনক
slag ধাতুমল
slate স্লেট, শেলেট
sledging চাঁই ভাঙা, চাঙড় ভাঙা
slide হড়কানো
slip পিছলানো
slippery শ্লক্ষ্ণ (র)
slope গড়েন, ঢাল, প্রবণতা, নতি
—, tansverse নিরর্থ চাল, অনুপ্রস্থ গড়েন
slump অবপাত
—test অবপাত স্লাম্প পরীক্ষা
Smith triaxial method স্মিথ প্রবর্তিত ত্রিঅক্ষবিধি
smoothing iron ইস্ত্রী
snow control তুষার তুহিন নিয়ন্ত্রণ
—, fence তুষার বেষ্টনী
—plough তুষার অপসারক
soakaway অবশোষণ গহ্বর
soaking pit অবশোষণ গর্ত
sofit খিলান তল
—, level খিলান তলের লেভেল
softening plant মৃদুকরণ যন্ত্র
soil মৃত্তিকা
—analysis মৃত্তিকা পরীক্ষা বিশ্লেষণ
—, auger মৃত্তিকা বেধযন্ত্র, মৃত্তিকা আগর তুরপুণ
—cement মৃত্তিকা সিমেন্ট
—, cement modified পরিবর্তিত মৃত্তিকা সিমেন্ট
—, classification of মৃত্তিকার বর্গীকরণ
—classification এসোর মৃত্তিকা বর্গীকরণ
A. A S. H. O.
(American Asso ciation of State Highway Officials)
—classification
C. A. A. (Civil Aeronautical Administration) সি, এ, এ বর্গীকরণ
—classification, CAA বর্গীকরণ
F. A. A. (Federal Aviation Agency) FAA এফ, এ, এ বর্গীকরণ/ বর্গীকরণ
—classification, H. R. B. (Highway Research Board) HRB এইচ, আর বি, বর্গীকরণ বর্গীকরণ

—classification, I. S. I, ISI বর্গীকরণ
(Indian Standards Institution)
—Classification, P.R.A PRA. বর্গীকরণ
(Public Road Administration)
—cohesive সংসক্ত মৃত্তিকা
—moisture content মৃত্তিকার জলাংশের মাত্রা
—non cohesive অসংসক্ত মৃত্তিকা
—profile মৃত্তিকার পার্শ্বচিত্র
—sampler মৃত্তিকা প্রতিদর্শযন্ত্র
—, saturated পরিপৃক্ত/সংপৃক্ত মৃত্তিকা
—, stabilized স্থিতিকৃত মৃত্তিকা
—sule অন্তর্ভূমি
—, top মৃত্তিকার আস্তরণ
—water, adsorbed অধিশোষিত মৃত্তিকাজল
—water, capillary কৈশিক মৃত্তিকাজল
—water, gravitational অভিকর্ষ মৃত্তিকাজল
—soil water, free মুক্ত মৃত্তিকাজল
—water, hygroscopic আর্দ্রতাগ্রাহী মৃত্তিকাজল
—samplar মৃত্তিকার নমুনা সংগ্রাহক
soling সোলিং, ইটের পাটাতন
solubility test দ্রবনীয়তা, দ্রাব্যতা পরীক্ষা
solvent extraction process দ্রাবক নিষ্কাশন পদ্ধতি
soundness দৃঢ়তা
soundness test দৃঢ়তা পরীক্ষা
space, weaving বয়ন বিস্তৃতি
spall drain উৎফলিত নর্দমা
span উস্তার, জ্যা, বিস্তার
spandrel or spandril ত্রিকোণিকা
—wall ত্রিকোণিকা প্রাচীর
specific area বিশিষ্ট ক্ষেত্র
—gravity আপেক্ষিক গুরুত্ব
specification, I.R.C. IRC বিশ্লেষণ/স্পেসিফিকেশন
(Indian Road Congress)
—, I.S.I. আই, এস, আই (ISI) স্পেসিফিকেশন
(Indian Standards Institution)
speed গতি
—, average গড়গতি
—, free অবাধ গতি
—method গতি-বিধি
—, mode বহুলক চাল
—, relative আপেক্ষিক গতি
—, running ধাবন বেগ,—গতি
—, spot বিশেষ বিন্দুতে গতি
—, travel যাত্রা গতি, চলন গতি
spillaway উৎপ্লাব মার্গ
spiral কম্বুরেখা (র)
spit নিক্ষেপ
spitting (fuse) জ্বলন
splash water উৎসারিত বারি
spoi উদ্বৃত্ত মাটী
—, bank উদ্বৃত্ত মাটীর বাঁধ
spot level প্রবিন্দুতল
—, test (of speed) গতি পরীক্ষা
spray তরলকণা নিক্ষেপণ
—, bar তরলকণা নিক্ষেপণ যষ্টি
—, lance ——সঙ্গিণ
sprayer তরলকণা নিক্ষেপযন্ত্র
—, hand হস্ত চালিত নিক্ষেপণ যন্ত্র
spread, rate বিস্তারের মাত্রা
springing line খিলান শুরু হবার তল
spreader concete কংক্রীট বিস্তারক
spreadery brox বিচ্ছুরণ বাক্স
spur স্পার
stabilization সুস্থিতিকরণ, স্থায়ীকরণ
—, bituminous বিটুমেণ স্থায়ীকরণ
—, calcium chloride ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড স্থায়ীকরণ
—, cement সিমেন্ট স্থায়ীকরণ
—, lignin লিগনিন স্থায়ীকরণ
—, lime চুণ স্থায়ীকরণ
—, lime cement চুণ সিমেন্ট মিশ্রণ স্থায়ীকরণ
—, mechanical যান্ত্রিক স্থায়ীকরণ
—, with molasses গুড় দ্বারা স্থায়ীকরণ
—, portland cement পোর্টল্যাণ্ড সিমেন্ট স্থায়ীকরণ
—, lime pozzolana চুণ পাজোলানিক স্থায়ীকরণ
—, resin রজন স্থায়ীকরণ
—, sodium silicate সোডিয়াম সিলিকেট স্থায়ীকরণ
—, soil মৃত্তিকা স্থায়ীসরণ, দৃঢ়করণ
—, thermal তাপীয় স্থায়ীকরণ

ক্রমশঃ

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নিয়োজিত সেন কমিটির নিকট বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রদত্ত স্মারকলিপি

[১৯৫৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকদের সমতুল বেতন ও পদমর্যাদার সম্পর্কিত গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি সারা ভারতের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রবর্তন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার আর্থিক সাহায্যদানে স্বীকৃত হন। কিন্তু ১৯৭৪ সালেও পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে এধরণের বেতনক্রম প্রবর্তিত হয়নি। এ বিষয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত আন্দোলনের ফলে তদানীন্তন যুক্তফ্রন্ট সরকার এব আর্থিক দায়দায়িত্ব গ্রহণে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। পরবর্তী সরকারও এর থেকে সরে আসেন নি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পশ্চাদপট মনোভাব আজও গ্রন্থাগার শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বীয় ভূমিকা পালনে সাহায্য করে নি শুধু তাই নয় গ্রন্থাগার কর্মীদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত রেখেছে। এই অবস্থায় ১৯৭৩ সালে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উন্নততর বেতনক্রম প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ সেনের একটি কমিটি গঠিত হয়। আশা করা গিয়েছিল এই কমিটি গ্রন্থাগার কর্মীদের ও শারীর শিক্ষকদের বেতন ও পদমর্যাদা সম্পর্কে পূর্ব সিদ্ধান্তের ধারা অব্যাহত রেখে নতুন বেতনের সুপারিশ করবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই কমিটি গ্রন্থাগার কর্মীদের বঞ্চিত করে এক তরফাভাবে শিক্ষকদের নয়া বেতনক্রমের সুপারিশ করেন। কিন্তু গ্রন্থাগার কর্মী ও শিক্ষকদের সামগ্রিক প্রতিবাদে পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় সরকার গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রেও শ্রীসেনের সভাপতিত্বে আর একটি কমিটি গঠন করেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এ ব্যাপারে অগ্রণী হয়ে এই কমিটির কাছে যে স্মারকলিপি পেশ করেন তা নীচে মুদ্রিত হ'লো।]

— সম্পাদক

Memorandum submitted to the UGC Committee appointed to revise the Pay-Scales & library staff Working in Colleges and Universitics

By BENGAL LIBRARY ASSOCIATION

P-134, C. I. T. Scheme L II

Calcutta-14.

Ref. No. 6869/73 74 — Dated 13th. Feb. 1974

To
The Secretary,
University Grants Commission,
Bahadur Shah Zafar Marg,
New Delhi : 1

Dear Sir,

Sub : Pay scales of library staff working in College and University Libraries.

0 We understand that the University Grants Commission has appointed a committee to consider the question of pay scales of library staff. All professional organisations including the Bengal Library Association are very much interested in the revison of pay and status of the staff working in the University and College Library. The Bengal Library Association

had placed its viewpoints to all concerned authorities on different occasions regarding implementation of the UGC pay scales during the 2nd, 3rd and 4th Plan Periods. As the UGC is going to reconsider the question of pay scales etc. of the library staff we should like to place certain points for sympathetic consideration.

I **Principle of equating pay scales of library staff with those of teachers should be continued :**

Since the last fifteen years the UGC has recommended certain pay scales for the library staff, which are equivalent to those of teachers. The main idea behind this recommendation was to improve the quality of library service and to attract qualified young people to this profession. During the Fourth Plan Period the Ministry of Education, Government of India relaxed certain conditions to accomodate those members of staff who were in position as on 1. 4. 1966. It will be not out of context if we make a review of the position of the library staff on the eve of 5th Plan Period. Firstly, at the end of the Fourth Plan Period we find, at least in our state, that a large number of the members of the library staff has been deprived of the benefit of these pay scales, For example, out of approximately 325 members of the library staff working in the three Universities in Calcutta proper, of which 45% are professionally qualified, only four persons are enjoying pay scales equivalent to those of teachers on the date of writing this letter. What a distressing condition it is ! Secondly, extremely chaotic, anomalous and distressing conditions exists with regard to pay scales, designations and status of the library staff working in different colleges and universities. Thirdly, only less than one-fourth of the Librarians working in different colleges, have been benefited by the revised pay scale. Fourthly, in spite of the latest clarification from the Ministry of Education, Government of India, Deputy and Asstt. Librarians of Colleges have not yet been benefited. Fifthly, the members of the library staff who have joined after 1 4. 1966 have been benefited by this scheme,

II **Reasons for existing condition**

We believe that the reasons for those chaotic coditions in the implementation of the UGC pay scales are as follows :

1 Defective and ambiguous circular giving scope for different interpretations by different authorities ;

2 Restrictions imposed by date and by designations ;

3 Conservative and unhelpful attitudes on some occasions on the part of some college and university authorities ;

4. Red-tapism on the part of the State Government

We, therefore, appeal to the UGC that the principle of equating pay scales of library staff with those of teachers which were adopted during different plan periods, should be continued during the Fifth Plan Period also, and steps should be taken to overcome the abovementioned difficulties so that the maximum number of staff is benefited.

2 **Suggestion for overcoming the difficulties**

In the following paragraphs we are suggesting some measures for overcoming these difficulties.

21 **Need for standardisation of designations qualifications, levels of professional service and pay scales**

For want of proper standardisation of designations and levels of professional service, the library staff have been deprived of the benefit of the UGC pay scales. For example, the UGC Circular has mentioned three levels of professional cadres, namely, Professional Sr (I) Professional Sr (ii) and Professional Junior. But unfortunately no such designations exists in University libraries. Though the intention of the UGC was as we have understood, to accomodate maximum number of the professional number of the library staff within the purview of the UGC circular, vet the authorities of some universities in this state want to recommend only for those members of the staff who have the designations of Librarian. Deputy Librarian, and Asstt Librarian But only a few people out of the entire professional staff in different libraries have the designations of Librarian, Deputy Librarian and Asstt. Librarian. For example, out of 208 members of the library staff working in the Calcutta Unievrsity library system, only 6 members of the staff have designations of 'Librarian' (1 Librarian—vacant, 1 Deputy Librarian and 4 Asstt. Librarians). Again, out of 95 members of the library staff working in the Jadavpore University library system there are only three persons having the deisgnations of 'Librarian' (1 Chief Librarian, 1 Librarian, 1 Asstt. Librarian). Same is the position in all universities. In all these Universities a large number of the members of the professional staff is performing professional duties, but they have been excluded from the purview of the UGC scheme as they do not possess the so called designations

22 **Scientific basis of deciding pay scales**

In deciding the pay scales of the library staff on scientific basis some fundamental points should be clinched. These are as follows :

1 Who are the members of the professional staff ?

2 What are the professional duties ?

3 What should be the recommendations for designations, qualifications, levels of service, pay scales and organisational structure of the library staff ?

221 **Who are members of the professional staff ?**

In our opinion, the entire staff having different levels of professional qualifications (namely, Master of Library Science/specialised training in documentation, conducted by the DRTC at Bangalore and the INSDOC at Delhi, Bachelor in Library Science/Diploma in Library Science and Certificate in Library Science and at the same time performing different levels of professional duties in libraries are Librarians by profession. It must be understood here that the modern library service is a professional service rendered not only by 2 or 3 persons having the designations of Librarian. Deputy Librarian or Asstt. Librarian, but by a

team of professional people. For example, University Professors, Readers and Lecturers but all of them are 'Teachers' as they are performing the professional duties of teaching. So also the member of the library staff may have different designations (some of which are not properly at present) but if they have professional qualifications and if they perform professional duties they are 'Librarians' by profession.

222 **What are the professoinal duties ?**

It has been stated in Section 221 that the persons having professional qualifications and performing professional duties are to be termed as 'Professionals'. For example, a person having Engineering education but doing the job of a school teachers cannot be termed as Engineer by profession. So it is to be decided here what are the professional duties in the context of the library service. In our opinion, the duties which require application of techniques and skill of library and Information Science, as taught in the Library Science schools and Documentation training centres, are to be termed as professional duties.

223 **Recommendations for designations, qualifications levels of service and pay scales and organisational structure of library staff :**

The UGC should not only recommend certain pay scale for library staff and assure financial assistance for implementation of those scales but the UGC should also take effective steps for standardisation of designations, and fixation of minimum qualifications for different levels of the professional staff. We are placing our viewpoints on these issues for cosideration of the UGC. The earlier scheme during the Fourth Plan period included certain relaxation of qualifications for the existing staff. As, most of the existing staff were not benefited by this provision, we have, therefore, retained certain relaxations for only the existing staff, having less qualifications on the date of introduction of this scheme. In all other cases we are in favour of strict adherence to the proposed minimum prescribed qualifications.

2231 **Designations, qualifications, levels of service and pay scales at the University level :**

SHOWN IN THE ENCLOSED TABLE "A"

2232 **Organisational structure of the staff at the University level :**

SHOWN IN THE ENCLOSED TABLE "B"

2233 **At the College Level**

Designations, qualifications, levels of service and pay scales :

SHOWN IN THE ENCLOSED TABLE "C"

3 **Restriction by date should be abolished**

There should not be any restriction by date regarding implementation of the revised pay scales for the library staff as it was in the 4th Plan period. The Forth Plan circular stated that only those members of the staff who were in position as on 1. 4. 1966 are eligible for UGC pay scales. As a result, a large number of incumbents who joined the library staff in colleges created after 1. 4. 1966 or those incumbents who have joined after 1. 4 1966 in posts created before 1. 4. 1966 or those incumbents who have acquired required qualifications at a later stage have been deprived of the benefit of the benefit of the UGC pay scale. We,

therefore, think that there should not be any restriction by date for implementation of the scheme. The members of the staff who will be on position on the date of introduction of the scheme as well as incumbents who will join at a later date should be able to avail themselves of the benefit of this scheme Provisions should also be there for placing the incumbents in appropriate positions as and when they qualify for that position.

4 **Certain other facilities**

We would also like to place a few more points for consideration of the UGC. These are as follows .

1 **D A** Though the University library staff are enjoying equivalent D A. as paid to University teaching staff, the same benefit has not been extended to the college library staff We firmly believe that there should not be any distinction in the matter of payment of D. A. to teaching and non teaching staff as rising prices of commodities affect all equally.

2 **Facilities for Study-leave**—Professional library staff should be given study-leave with pay for acquiring higher professional and specialised training in Library and Information Science as given to the teaching staff for higher studies and research.

3 **Facilities to attend professional seminars and conferences**

Facilities should be there to depute library staff (with full facilities of deputation, such as, leave, T. A., D. A etc.) to attend professional conferences and seminars. This will help the library staff to improve themselves professionally.

4 **Status**—To link up academic activities of Universities and colleges with library service, the Librarian at the University level should be a member of University Senate, Academic Council and different Faculties and the Librarian and the College level should be a member of College Teaching Council.

5 **Role of the implementation of the scheme**

The UGC should not be a mere recommending body. It should be pursue all the recommendations regarding designations, minimum qualifications, pay scales etc, till they are implemented The UGC should also review the position at intervals, and direct the authorities concerned to implement the scheme.

6 **Request for meeting out representatives**

In order to explain the viewpoints which we have placed above we request you to kindly allow the representatives of the Bengal Library Association to appear in person before the Committee,

Enclo : Table "A"
Table "B"
Table "C"

Yours faithfully,
Sd/- B. P. Mukerjee
Secretary

TABLE - A

2231 At University level

Designations, qualifications, levels of service, and pay scales at the U iversity level

Existing Designations	Proposed Designation	Proposed Minimum Qualification	Level of Service	Pay Scale equivalent to	Relaxation for existing staff who are in position as on the date of initiating the scheme	Remarks
Chief Librarian/ Librarian	Librarian 1	M Lib.Sc.+7 yrs exp. or Master Degree+ B.Lib.Sc./Dip.Lib. Sc.+7 yrs exp.	Professional level I (Supervisory) top position)	University Professor	Relaxation of prescribed qualifications for existing staff holding the top position	
Librarian (where it is second position)/Deputy Librarian	Librarian 2	M.Lib.Sc+5 yrs exp. or Master Degree+ B.Lib.Sc./Dip.Lib. Sc.+5 yrs exp.	Professional level 2 Supervisory-incharge of different Divisions)	University Reader	Relaxation of prescribed qualifications for existing staff holding second positions.	Provision should be there for placing incumbents in the next higher position as and when they qualify for that post.
Asst. Librarian/ Library Assistant (who will fulfil minimum qualifications)	Librarian 3	M.Lib.Sc. or Master Degree+ B.Lib.Sc./ Dip.Lib.Sc.	Professional level 3	University Lecturer	Relaxation for existing staff having Graduation +B.Lib.Sc/Dip.Lib.Sc.	
Library Assistant	Librarian 4	Graduation+ B.Lib.Sc./ Dip.Lib Sc.	Professional level 4	College Lecturer	Relaxating for existing staff having Graduation +Certificate in Library Science.	
Library Asstt.	Librarian 5	Graduation+ Certificate in Library Science	Professional level 5	Graduate trained teacher of Secondary Schools	Relaxation for existing staff having qualification of Undergraduation + Certificate in Library Science.	

TABLE—B

2232 Organisational structure of staff at the University level

UNIVERSITY LIBRARY

Administration Division	Acquisition Division	Technical/ Processing Division	Readers' Service Division	Reference Division	Documentation Division	Serial Division

Levels of Cadres

Librarian 1. —Topmost position—incharge of the library

Librarian 2. —Second in position—incharge of different Divisions.

Librarian 3.
Librarian 4.
Librarian 5.
} Attached to different divisions and Units under different Divisions and performing different levels of professional service. Librarian-in-charge of Departmental Library should be placed in the cadre of Librarian 3.

TABLE—C

2233 At College Level

Designation, Qualifications, levels of service and pay-scales at the College level

Existing Designation	Proposed Designation	Proposed Qualification	Levels of Service	Pay Scale equivalent to	Relaxation for existing staff who are in position on the date of introduction of the scheme	Remarks
Librarian	Librarian 1	M.Lib.Sc. or M.A.+B.Lib. Sc./Dip.Lib.Sc.	Professional Level 1	Head of a teaching Department	Relaxation for existing staff holding the top position	M.Lib.Sc. or M.A.+B.Lib. Sc./Dip. Lib.Sc.
Deputy Librarian/ Asstt. Librarian	Librarian 2	—do—	Professional Level 2	College Lecturer	Relaxation for existing staff holding the positions of Deputy Librarian and Asstt. Librarian	Provision should be there for placing incumbents in the next position as and when they qualify
Library Assistant	Librarian 3	Graduation & B.Lib.Sc./ Dip.Lib.Sc.	Professional Level 3	Graduate trained Teacher of Secondary School	Relaxation for existing staff having Graduation & Certificate in Library Science	
Library Assistant	Librarian 4	Certificate in-Library Science	Professional Level 4	Pay scales of School Teachers commensurate with qualifica tions.		

গ্রন্থাগার সংবাদ

বর্দ্ধমান

কাশীরাম দাস পাঠাগার, সিঙ্গি

গত ২রা থেকে ৪ঠা বৈশাখ, ১৩৮১, এই পাঠাগারের উদ্যোগে কাশীরাম দাসের জন্মস্থান সিঙ্গি গ্রামে মহাকবির স্মরণোৎসব পালিত হয় এই উপলক্ষে প্রভাতফেরী, মহাভারত পাঠ, আঞ্চলিক আবৃত্তি ও প্রতিযোগিতা ও যাত্রা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী, মানকর

গত ২৮শে এপ্রিল ১৯৭৪এ মানকর পল্লীমঙ্গল গ্রন্থাগারের সপ্তবিংশ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন দুর্গাপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শম্ভুনাথ নন্দী মহাশয় এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন গলসী ১নং উন্নয়ন সংস্থার সমাজ শিক্ষা সম্প্রসারণ আধিকারক শ্রীবিমল চক্রবর্ত্তী। এই সভায় সম্পাদকের মুদ্রিত বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন লাইব্রেরীর যুগ্ম সম্পাদক শ্রীঅনিলবরণ পাল এবং শ্রীরাধারমণ দত্ত। এই বিবরণে জানা যায় গত বৎসর লাইব্রেরীতে বই এর সংখ্যা ছিল ৫৭৩৬; ১১৬০০টি বই পাঠকদের মধ্যে পড়ার জন্য দেওয়া হয়েছিল। এই লাইব্রেরীর সভ্য সংখ্যা ছিল ৩০৯ জন। লাইব্রেরী পরিচালিত বালিকা বিদ্যালয়, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, মহিলা ও কিশোর বিভাগ সঙ্গীত শিক্ষা বিভাগ, ব্যায়াম ক্রীড়া বিভাগ বই এর ভ্রাম্যমান বিভাগ ও 'পল্লী বেতার গোষ্ঠী' বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে তাদের নিজ বিভাগের কার্য সম্পাদন করেছে। এই বার্ষিক সভায় বিভিন্ন বক্তা লাইব্রেরী কার্যাবলী ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। শ্রীযুক্ত নন্দীর সহধর্মিনী শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী নন্দী বিভিন্ন প্রতিযোগীর মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। সভাপতি ও প্রধান অতিথি মহোদয় গ্রন্থাগারের কার্যের প্রভূত প্রশংসা করেন।

গত ২৫শে বৈশাখ এই গ্রন্থাগারে রবীন্দ্র-জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। আবৃত্তি ও সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন সর্ব্বশ্রী দেবাশিষ দত্ত বণিক, অজয় মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি, রবীন্দ্র জীবন নিয়ে আলোচনা করেন শ্রীবাসুদেব দত্ত প্রমুখ বক্তাগণ। এইদিনে লাইব্রেরীর দেওয়াল পত্রিকা **'পল্লী সেবকে'**'র উদ্বোধন করা হয়।

বীরভূম

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন টাউন হল

গত ২৫শে বৈশাখ সন্ধ্যায় বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরহিত্য করে ডঃ শিবনাথ এবং উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগারের সম্পাদক।

নদীয়া

পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতি নদীয়া জেলা শাখা।

গত ১৪. ১২. ৭৩ তাং ৯২৫৯ এফ, নং F-3P-199/73 সরকারী নির্দেশ নামায় রাজ্যের স্পনসর্ড কলেজ, পলিটেকনিক, ডে-ষ্টুডেন্টস হোম এবং ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান কর্মীদের জন্য সরকারী হারে বেতন হার ঘোষিত হয়। সেজন্য মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, ডি. পি. আই, এ. কে. ব্যানার্জী জয়েন্ট সেক্রেটারী ফিনান্স এ. কে. চক্রবর্ত্তী ডেপুটি সেক্রেটারী, এডুকেশন, ডি. গুহ এডুঃ সেক্রেঃ এবং ডঃ এ. কে. সেন ডেপুটি ডি. পি. আই (সোশ্যাল এডুঃ) কে বেতন হারের বৈষম্য দূরীকরণের জন্য স্মারকলিপি দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রীর কাছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চিঠি দিয়েছেন। বেতন কাঠামোর সঙ্গে বেতন-হার বৈষম্য দূরীকরণে সরকারের যত বাড়তি খরচ পড়বে তাও করে দেওয়া হয়েছে। মোট কর্মীর সংখ্যা দেড় হাজার মতো।

হাওড়া

সংস্কৃতি, হাওড়া।

এই সংস্থার বার্ষিক উৎসব গত ২০শে এপ্রিল সারা রাত্রি ব্যাপী এক বিচিত্রানুষ্ঠান ও মঞ্চাভিনয়ের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। মহকুমা তথ্য ও জনসংযোগ অধিকর্তা শ্রীমদনমোহন দাস অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং কবি কিরণ শঙ্কর সেনগুপ্ত ও কবি সাহিত্যিক শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি-রূপে উপস্থিত ছিলেন। সদস্যগণ কবি নিমাই মান্নার নির্দেশনায় রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণকুন্তী সংবাদ' ও রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়ের ১৮৩১ খৃ: প্রকাশিত 'The Persecuted' নাটকের বাংলা ভাষান্তর 'উৎপীড়িত' মঞ্চস্থ করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য ১৮৩১ সালে নাটকের প্রকাশের পর বইটি কোথাও অভিনীত হয়নি। এইটিই প্রথম অভিনয়।

সংস্থার রবীন্দ্রজন্মোৎসব ১২ই মে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে পালিত হয়। অন্ধ শিল্পী মহাদেব পাত্রের উদ্বোধন সঙ্গীতের পর কবি-প্রশস্তি পাঠ করেন কবি নিমাই মান্না। প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রীগুণধর মাজী রবীন্দ্রনাথের সংগ্রামী চেতনার কথা বলেন এবং সভাপতির ভাষণে কবি নিমাই মান্না রবীন্দ্রপ্রতিভার নতুন করে মূল্যায়ণ করেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

॥ ৩১ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ॥

আনন্দের সঙ্গে জানান যাচ্ছে যে আগামী ২৮, ২৯ ও ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ (শনি, রবি ও সোমবার), কার্শিয়াং-এ ব্রুমফিল্ড সাবডিভিশনাল লাইব্রেরীর ব্যবস্থাপনায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের ৩১ তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে।

বিস্তারিত সংবাদাদির জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন :

শ্রী টি, পি, লামা, সভাপতি বা
শ্রী দিলীপ সেনগুপ্ত. সম্পাদক বা
শ্রী বিনয় সেন, আহ্বায়ক, অভ্যর্থনা সমিতি
C/O ব্রুমফিল্ড সাবডিভিশনাল লাইব্রেরী
পোঃ কার্শিয়াং, জেলা : দার্জিলিং

কর্মসচিব,
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি-১৩৪, সি. আই. টি স্কীম ৫২
কলিকাতা-১৪
ফোন : ৪৪-৮৫৬৬

বার্তা বিচিত্রা

রাশিয়ায় বইয়ের সমাদর

সম্প্রতি প্রকাশিত ইউনেস্কোর এক পরিসংখ্যানে জানা যায় গোটা পৃথিবীতে যত বই ছাপা হয় তার ছয় ভাগের এক ভাগ প্রকাশিত হয় সোভিয়েত রাশিয়াতে। কেবল মৌল প্রথম হিসাবেই নয়, অনুবাদের দিক থেকেও রাশিয়া এককভাবে প্রথম স্থানের অধিকারী। রাশিয়ার প্রতি তিনজন শ্রমিক বা কর্মীর মধ্যে অন্ততঃ দুজন উচ্চতর কিংবা মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত। এদের পড়বার উৎসাহ পৃথিবীর যে-কোনও দেশের সাধারণ মানুষ অপেক্ষা বেশী। যে-সব বিদেশী লেখক অনুবাদের মাধ্যমে আজকের রাশিয়ায় সর্বাধিক জনপ্রিয় তাঁরা হলেন, ডিকেন্স, বালজাক, রবীন্দ্রনাথ, হুগো, মার্ক টোয়েন, শেকস্পিয়ার ও হাইনে। 'দি লাইব্রেরী অব ওয়ার্লন্ড লিটারেচার' নামে ২০০ খণ্ডে পরিকল্পিত রুশ ভাষায় একখানা রেফারেন্স বই আছে। এর ১০০ খণ্ড ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে যার প্রতি খণ্ডের মুদ্রণ সংখ্যা তিনলক্ষ। ত্রিশ খণ্ডে সম্পূর্ণ 'সোভিয়েট এনসাইক্লোপিডিয়ার' জনপ্রিয়তাও ক্রমশ বাড়ছে। এর প্রথম সংস্করণ ছাপা হয়েছিল দেড় লক্ষ এবং দ্বিতীয় সংস্করণ দু লক্ষ। বর্তমানে এই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ ছাপা হচ্ছে—প্রতি খণ্ডের মুদ্রণ সংখ্যা ছয় লক্ষ করে।

'ওঁরাও' ভাষার জন্য সরকারী স্বীকৃতি দাবী

রাজ্য বিধানসভায় তফশিলী ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের ছ'জন সদস্য সাঁওতালী (ওঁরাও) ভাষায় বক্তৃতার মাধ্যমে তাঁদের ভাষার জন্য সরকারী স্বীকৃতির দাবী জানান। তাঁরা আরো বলেন, এই অবহেলিত ও নিপীড়িত সম্প্রদায়ের অর্থ নৈতিক উন্নয়নে সরকার যে-সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন প্রয়োজনের তুলনায় তা অতি সামান্য। কিন্তু এ বিষয়ে সরকারের বক্তব্য আদৌ স্পষ্ট নয়। এ-রাজ্যের লোকগীতি ও সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট ধারার ধারক ও বাহক হিসাবে আমরা ওঁরাও ভাষার সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি। কেবল সরকারী স্বীকৃতি কোন ভাষার প্রকৃত মর্যাদায় আসন দিতে পারে না। তারজন্য সেই ভাষার সৃষ্টিধর্মিতা ও গতি প্রয়োজন। সাহিত্য ও জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা দিকে এবিষয়ে নিত্য নূতন গ্রন্থ রচিত হবে—আমরা এ আশা করি।

ভারতে বইয়ের বর্তমান ভবিষ্যৎ

বোম্বাইয়ের ইনষ্টিটিউট অব ন্যাশনাল কালচার সম্প্রতি বই সম্পর্কে যে পরিসংখ্যান প্রকল্প করেছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুদ্রিত ও প্রকাশিত বই সম্পর্কে এই হিসাবে দেখা যায় যে, বিভিন্ন রাজ্যে ইংরাজীর বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত সমগ্র ভারতে ইংরাজী ভাষাই শীর্ষ স্থান অধিকার করে আছে। ৭২-৭৩ সালে গোটা দেশে প্রায় ৪ হাজার ৩ শত ইংরাজী বই ছাপা হয়েছে, এর একটিও পাঠ্য পুস্তক নয়। রাষ্ট্র ভাষা হিন্দী পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত বইয়ের সংখ্যা ৩ হাজার ১ শত। তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে তামিল প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ২ হাজার ২ শত। এই সময়ে পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত প্রকাশিত বাংলা বই মাত্র ১২ শত। মারাঠী ভাষা পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে—বইয়ের সংখ্যা হাজার। গুজরাটী, তেলেগু, উর্দু, অসমীয়া ও উড়িয়া বইয়ের সংখ্যা যথাক্রমে ৮৬০, ৬০৫, ৩০০, ২৮০ এবং ২৫০। বর্তমানে এদেশে বিদ্যুৎ সংকট, কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা এবং মুদ্রণ সমস্যার জন্য যে কঠিন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তার ফলে একথা অনুমান করা হয়ত কঠিন হবেনা যে ৭৩-৭৪ বা ৭৪-৭৫ সালে যে পরিসংখ্যান প্রকাশিত হবে দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির শোচনীয় চিত্রই উদ্ঘাটিত করবে। সমগ্রভাবে প্রকাশন শিল্প বিপন্ন

হবে, শিক্ষা ও সংস্কৃতিধর্মী মানুষের জ্ঞান তথা রসপিপাসাও ব্যহত হবে।

ষষ্ঠ জাতীয় গ্রন্থমেলা

কেন্দ্রীয় সরকারের স্বয়ংশাসিত সংস্থা ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্টের উদ্যোগে যে গ্রন্থমেলার অনুষ্ঠিত হয় এবার সেটি হয়েছে বোম্বেতে। এই মেলায় দেশের প্রতিটি রাজ্যের থেকে প্রতি ভাষায় মুদ্রিত প্রায় তিন লাখ গ্রন্থের এক বিরাট প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। দেশের সমস্ত অঞ্চলের ছোটবড় শত শত প্রকাশন সংস্থার সহযোগিতায় এই গ্রন্থমেলা বোম্বাই নগরীর কৃষ্টিধর্মী নাগরিকগণকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। পাণ্ডুলিপি নির্বাচন পদ্ধতি, পাঠক সমাজের সদা-পরিবর্তনশীল রুচি, নির্বাচিত পাণ্ডুলিপির মুদ্রণ পরিপাটা এবং মুদ্রিত গ্রন্থের বিপণন সমস্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ে সরকারী তথা বেসরকারী তরফে বিদগ্ধ ব্যক্তিগণ এই আলোচনায় তাঁদের বক্তব্য রাখেন।

হিন্দী ভাষায় 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'

স্বর্গত কথা সাহিত্যিক সতীনাথ ভাদুড়ীর বিখ্যাত ও জনপ্রিয় বাংলা উপন্যাস 'ঢোঁড়াই চরিত মানস সম্প্রতি হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। অন্যতম অনুবাদক বর্তমান হিন্দী ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখক মধুকর গঙ্গাধর।

ঢাকায় বাংলাভাষা ও সাহিত্যের জাতীয় সম্মেলন

বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সমুন্নতি বিধানের জন্য দেশবিদেশের বাংলা সাহিত্যের লেখক, অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষকদের সম্মেলনের ব্যাপক আয়োজন করা হয়েছিল ঢাকাতে। এই সম্মেলনে সাহিত্যপাঠ্য, সাহিত্য আলোচনা, ভাষা আলোচনা, সাংস্কৃতির সম্মেলন প্রভৃতিও অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের বাংলাভাষা ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিকেই এই সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

কন্‌কানি ভাষার জন্য মুখ্য ভাতার মর্যাদা দাবী

গত ৯.১০ জা: পানাজিতে অল ইণ্ডিয়া কনকানি সাহিত্য পরিষদ-এর দশম অধিবেশন সুসম্পন্ন হয়েছে। উদ্বোধনীভাষণে সাহিত্য একাডেমীর সভাপতি ভাষাচার্য ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন যে ১৯৭১ সালের আদম সুমারীতে সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী কন্‌কানি ভাষা আজ দেশের অন্যতম মুখ্য ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি পাবার যোগ্য। ভাষাচার্যের এই মন্তব্যের পর আশা করা যায় সরকাব এ-সম্পর্কে যথোচিত ব্যবস্থা নেবেন।

শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের কনভেনশন

আগামী ১৪ই জুলাই, ১৯৭৪ সাল, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে বিকাল ৩ টায় পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের এক সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আহ্বান করছে।

সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য পঞ্চাশ পয়সা প্রতিনিধি ফি ধার্য্য করা হয়েছে।

—সম্পাদক

ABSTRACTS

Vol. 24 No. 1 **April-May '74**

Library and the procrastinated reader by PROBODH BHATTACHARYYA

The paper talks about one of the peculiar problems of the libraries all over the world, i.e., the habit of the procrastinated readers, who do not return the library documents on time. It states that opinion on the solution of this vexed problem differs.

[P 3]

Another aspect of library movement at Delhi by RAMKRISHNA SAHA

The Author states about the perspective and present situation of library workers' movement for emancipation of pay and status. Although UGC has appointed a Committee under the chairmanship of Dr. S. N. Sen, VC of CU to revise pay scales, but there is much apprehension about the lowering down the pay and status of the library workers deviating from the earlier recommendations and custom as followed by the UGC, Central as well as State Govts.

The pay scales of Professional Assistants were neglected in the 4th plan although they are properly qualified as prescribed by the UGC. This dismal condition of the Library Workers leads to from 'All India Federation of University and College Library Organisation' and as preparatry Joint Action Committee has been formed. On 3rd, 5th and 7th April there was a demonstration before UGC. On 18th April University Library workers in Delhi took Mass casual leave. A large Demonstration of thousand librarians was held before the UGC.

[p 5]

The role of the library in the development of the villages by SANAT KUMAR PRAMANIK

The development of the villages is a desideratum. The paper points out the different important aspects of the rural life where the libraries can play effective role towards its development if the Government consciously attempts to achieve that objective through its agencies.

[p 8]

Convention on National wage policy

Report of the convention on National Wage Policy of library workers held at Delhi Public Library, Delhi under the the auspices of the Indian Library Association and other library associations of India participating. The general consensus of the convention was that library being essentially an educational institution the status and pay scales of library workers should be equated with the corresponding posts of the teaching profession, A long term programme would be launched for the achievement of this goal. The recommendations of the Third Pay Commission regarding the pay of library workers were resented in a resolution.

[p 11]

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত কয়েকটি বই

West Bengal Library Directory

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সর্বাধিক সংবাদ প্রাপ্তির একমাত্র গ্রন্থ। মূল্য ২০ টাকা

Library Service in India To-day

মার্কিন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনাচক্রের বিবরণ। মূল্য ৩ টাকা

Library Personality & Library Bill for West Bengal

S. R. Ranganathan প্রণীত

পশ্চিমবঙ্গের সুসংগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে একটি গ্রন্থাগার আইনের খসড়া করেছিলেন বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানী ডঃ রঙ্গনাথন। মূল্য ২ টাকা

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা

আড়াই হাজারের বেশী সুনির্বাচিত বাংলা বই ও তৎসহ অন্যান্য কয়েকটী জ্ঞাতব্য বিষয়ের তালিকা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরলোকগত রামতনু লাহিড়ী, অধ্যাপক ৺শশিভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত। পুস্তক নির্বাচনের প্রকৃত সহায়ক গ্রন্থ। মূল্য ৫ টাকা

রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ডঃ বিমলকুমার দত্ত রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের এই বিশেষ দিকটি সম্পর্কে আলোকপাত করেন এই গ্রন্থে। গ্রন্থটি ডঃ নীহাররঞ্জন রায় কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত। মূল্য ২ টাকা

গ্রন্থবিদ্যা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ডঃ আদিত্যকুমার ওহদেদার কর্তৃক রচিত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ। বাংলাভাষায় রচিত এই বিষয়ের একমাত্র পুস্তক। মূল্য ৪ টাকা

বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী

জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মী শ্রীমতী বাণী বসু সঙ্কলিত। ১৮৯১ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় ৫,৫০০ গ্রন্থ ও ১৫০ সাময়িক পত্রিকার প্রামাণ্য তালিকা। মূল্য ৭ টাকা

সবগুলি বইয়েই ২০% কমিশন দেওয়া হবে

Annual Price Rs. 10·00
Single issue Re. 1·00

Licensed to post without prepayment
LICENCE No. 24, Calcutta.
Regd No. WB/CC—145/73

Volume 24 : Number : 1

April-May '74

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to :
The Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University
Calcutta-12

All correspondence and papers for publication should be addressed to :
The Editor Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta-14
Phone : 44-8566

Published by · Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal-12

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Mudranee 131B, Bipin Behari Ganguly Street, Calcutta-12

Edited by : Ramkrishna Saha.

Associate Editor Subir Ghosh

গ্রন্থাগার
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

২৪ বর্ষ, নবম সংখ্যা ; পৌষ, ১৩৮১

সূচী

বার্ষিক মূল্য—১০'০০ প্রতি সংখ্যা ১'০০

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—রামকৃষ্ণ সাহা | সহযোগী সম্পাদক—সুবীর ঘোষ

বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৯ | ১৩৮১, পৌষ

গ্রন্থাগার কর্মীদের সর্বভারতীয় বেতনক্রম প্রসঙ্গে

গত বছর এপ্রিল মাসে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ থেকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে একটি চিঠি আসে যার বিষয় বস্তু ছিল দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরীতে জাতীয় বেতন কাঠামো নিয়ে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে; উদ্যোক্তা ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, আমরা সে সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলাম; এবং দাবী করেছিলাম পরবর্তী সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার ব্যবস্থা করা হোক কারণ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, জটিল এবং এর ফলাফল সুদূর প্রসারী। আমাদের এই দাবী ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রহণ করে এবং স্থির হয় ভুবনেশ্বর সম্মেলনে এটি একটি অন্যতম আলোচ্য বিষয় হিসাবে পরিগণিত হবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও কার্শিয়াং সম্মেলনে বিষয়টি উপস্থাপন করে এবং বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ সৃষ্টিও সেখানে ছিল। কিন্তু বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে সমাধান করবার মত অবস্থা নয় আরও বেশী আলোচনার প্রয়োজন বলে সে সম্মেলনে অনুভূত হয়েছিল।

১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাস। শ্রমিক-কর্মচারীদের আন্দোলনের ক্ষেত্রে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটতে চলেছে। ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স ধর্মঘট হয়েছে, রেলওয়ে ধর্মঘটের প্রস্তুতি চলেছে ভারত যজ্ঞের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। এই সময়েই জাতীয় বেতন নীতি সম্পর্কে প্রশ্ন ক্রমশ জনসাধারণের মনে জাগতে থাকে। লক্ষণীয়—ভারত সরকারের অধীন সংস্থাগুলির মধ্যে বেতনবৈষম্য বর্তমান। যেমন রিজার্ভ ব্যাংক, রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস, লাইফ ইনসিওর্যান্স প্রভৃতি সংস্থার বেতন কাঠামো, সর্বোচ্চবেতন ও সর্বনিম্ন বেতন প্রভৃতির অনুপাত পোষ্ট অফিস, রেলওয়েজ এবং প্রশাসনিক কর্মচারীদের সঙ্গে মেলে না। শুধু তাই নয়, ষ্টিল, মাইনস, পোর্ট ও ডক প্রভৃতি কর্মচারীদের মধ্যকার বেতন পার্থক্যও উল্লেখ যোগ্য।

রাজ্য সরকারগুলির অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে একই ধরণের পদের জন্য নির্ধারিত বেতনের পরিমানের পার্থক্য অনেকখানি। শুধু তাই নয় একই সরকারের শাসনাধীন বিভিন্ন পদগুলির বেতনক্রমের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব বর্তমান। উল্লেখযোগ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন সেক্রেটারিয়েট ও ডাইরেকটরেট এর কর্মচারীদের বেতন বৈষম্য। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের বেতনের পার্থক্য থাকা নীতির দিক থেকে বাঞ্ছনীয় নয়, কিন্তু রাজনৈতিক কারণে এই বৈষম্য সৃষ্টি যে হয়েছে এ সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

প্রাইভেট সেক্টরের মধ্যে বেতন সামঞ্জস্য খুঁজতে যাওয়া বাতুলের কাজে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা।

শিক্ষা ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে এক অদ্ভুত ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। সরকারী প্রতিষ্ঠান, বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের মাঝখানে আছে আধা সরকারী ব্যবস্থা যে ব্যাপারে সরকার আর্থিক দায় দায়িত্ব বহন করেন কিন্তু প্রশাসনিক দায়িত্ব অস্বীকার করেন। বে-সরকারীক্ষেত্রে সরকার আর্থিক অনুদান দেন কিন্তু কোন নীতি সৃষ্টিতে পরাঙ্মুখ।

১৯৬৯ সালে বেতনক্রম সংশোধনের জন্য একটি কমিশন গঠিত হয়েছিল, এবং তার রিপোর্টও বেরিয়েছিল কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনীহা দেখা দিল। শেষ পর্যন্ত রোয় কমিটির আবির্ভাবে ছয় টাকা বৃদ্ধি ঘটেছিল সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে; কিন্তু প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষকদের বেতন আজ পাঁচ বছর হতে চলল

সংশোধিত হল না। আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আবার সেই হস্তই কৃপণতর হয়ে গেল।

স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও বেতন বৈষম্য বিদ্যমান। শিক্ষকদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বেতনের চেহারা দেখা গেলেও অশিক্ষক কর্মচারীদের ক্ষেত্রে কোন Uniformity নেই। পঃ বঙ্গে সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের মধ্যেও কোন মিল নেই। অধ্যাপকদের ক্ষেত্রে ইউ জি, সির অনুদানে একটা সুষ্ঠু জায়গায় আনার প্রচেষ্টা থাকলেও গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে অন্তত ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত কোন পজিটিভ জায়গায় আসে নি। শুধু টালবাহানাই দেখেছি শুধু সরকারী তরফেই নয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রেও।

কলেজ গ্রন্থাগারিকদের কথা বিবেচনা করলে দেখা যায় যে চার ধরনের গ্রন্থাগারিক (উপ-গ্রন্থাগারিক ও সহ-গ্রন্থাগারিক সহ) বর্তমান। প্রথম—যাঁরা ইউ. জি. সি. আওতাভুক্ত হয়েছেন এবং এ্যাড-হক টাকা পেয়েছেন; এঁরা '১. ৪. ১৯৬৬ সালের আগে কাজে যোগদান করেছেন, দ্বিতীয়: ইউ. জি. সি প্রবর্তিত শিক্ষাগত মান সম্পন্ন যাঁরা ১. ৪. ৬৬ পরে যোগদান করেছেন এবং ঐ বেতনক্রমের আওতায় আসেন নি, তৃতীয়: ঐ তারিখের পরে যোগদান করেছেন অথচ ইউ. জি. সি প্রবর্তিত শিক্ষাগত মান নেই। চতুর্থ: গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির সাথে অন্য কোন বৃত্তির সংযোজন যেমন লাইব্রেরিয়ান কাম ক্লার্ক প্রকৃতি পদনাম ধারীরা যাঁরা ইউ. জি সি বেতনক্রমের আওতা থেকে ঐ কারণেই বঞ্চিত। বর্তমানে আবার সরকার পরিচালিত কলেজগুলির গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম স্পনসর্ড কলেজের গ্রন্থাগারিকদের অপেক্ষা কম, আবেদন, নিবেদনে কোন ফল হয় নি বা সু-বিবেচনার আশ্বাস পাওয়া যায় নি। সরকার, কলেজের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকদের সমতুল বেতন নীতি স্বীকার করলেও মহার্ঘভাতার ক্ষেত্রে আবার ঐ একই নীতি থেকে বিচ্যুত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষেরা সহকারী গ্রন্থাগারিক পর্যন্ত ইউ. জি. সি বেতনক্রমের সুপারিশ মানলেও অন্যান্য সম যোগ্যতা সম্পন্ন, গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে কোন সুষ্ঠু বেতন নির্ধারণে অনীহা প্রকাশ করেছেন।

সাধারণ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে ১৯৫৪-৫৫ সালেও জেলা গ্রন্থাগারিকদের বেতন ছিল ২৫০ টাকা যখন কলেজ অধ্যাপকদের বেতন ছিল ১৫০ টাকা। অধ্যাপকদের আন্দোলনের ফলে ১৯৫৮-৬০ সাল নাগাদ তাদের বেতনে একটা সুষ্ঠু রূপের প্রয়াস দেখা গেলেও, মুষ্টিমেয় জেলা গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগার কর্মীর আন্দোলনহীনতায় শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দিক থেকেই বঞ্চিত হলেন না বর্তমানে জেলা গ্রন্থাগারিকদের স্কুল শিক্ষকদের সমস্তরের পদমর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে তাও অনেক টালবাহানার পর।

যে অবমাননার বোঝা চাপানোর প্রচেষ্টা তখন থেকেই সুরু হয়েছিল সে প্রচেষ্টা থেকে কর্তৃপক্ষ বিরত নন; যার উদাহরণ মেলে সাম্প্রতিক ইউ. জি. সি'র বেতনক্রম সংক্রান্ত সুপারিশ দেখে। এর ফলশ্রুতি হিসাবে একটি ঘটনাই সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে যে শিক্ষা কর্মীদের মধ্যে বিভিন্ন বেতনক্রম প্রয়োগের মাধ্যমে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নকরণের প্রয়াস বিদ্যমান।

কিন্তু বেতন ব্যবস্থায় বৈষম্য কি অনিবার্য ছিল? সুষ্ঠু বেতন নীতির প্রথম পরিচয় আমরা পাই ১৯৫৭ সালে; ত্রি-পক্ষীয় শ্রম সম্মেলনে, যেখানে মালিক-সরকার-শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের সম্মেলনে সভাপতিত্বে ছিলেন শ্রীগুলজারি লাল নন্দা। সে সম্মেলনে সর্বসম্মতক্রমে গৃহীত হয়েছিল প্রয়োজন ভিত্তিক ন্যূনতম বেতন নীতি। যুক্তিগ্রাহ্য পরিবারের সংজ্ঞা, আয়তন ন্যূনতম দৈনন্দিন খাদ্যের ও বস্ত্রের পরিমান, বাসস্থান প্রভৃতি নির্নিত হয়েছিল। ১৯৫৭ সালে তার মূল্য ছিল ১২৫ টাকা। আজকের বাজারে যার দাম ৬২৫ টাকার মত। সে নীতি প্রয়াসে অনীহা দেখা গেল মালিক তরফে; সরকার তুষ্ণীভাব অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার যার আদর্শ নিয়োগকর্তা হওয়া উচিত; তার মধ্যেও ঐ বেতন নীতি গ্রহণে ও প্রয়োগে শৈথিল্য বিরাজমান। যার প্রমাণ মেলে তৃতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশগুলিতে. যেখানে পঞ্চদশ শ্রম সম্মেলনের ভিত্তিতেই আঘাত করেছে আপাতমধুর কথার আড়ালে।

সুতরাং গ্রন্থাগার কর্মীদের সর্বভারতীয় সুষ্ঠু বেতনক্রম সম্পর্কে আলোচনা যে গত বৎসর শুরু হয়েছিল সর্বভারতীয় ভিত্তিতেই গ্রন্থাগার কর্মীদের এ সম্পর্কে আলোচনা করা এখনই প্রকৃষ্ট সময়। তবে বিষয়টি আলোচনা করার জন্য আলোচনা এ দৃষ্টিভঙ্গীতে গ্রহণ করলে মারাত্মক ভুল করা হবে, প্রয়োগের ব্যাপারেও এগিয়ে আসতে হবে, তার জন্য চাই সমস্ত স্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন যার ফলে অবস্থা পরিবর্তিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

* সুশীল চন্দ্র ঘোষ স্মারক বক্তৃতা

বিংশ শতকে বাংলা দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার আন্দোলনে বাঙ্গালী

প্রমীল চন্দ্র বসু

বসুনগর, মধ্যমগ্রাম, ২৪ পরগণা

প্রথমার্দ্ধ : পটভূমি ও পূর্বাভাস

সংস্কৃতি ও গ্রন্থাগার

সংস্কৃতি কথাটি আজকাল শিক্ষিত সমাজে বেশ সুপ্রচলিত। কথাটা ব'লতে ও শুনতে যত সহজ এক-কথায় এর পূর্ণ পরিচয় দেওয়া অথবা এর সমগ্ররূপ প্রকাশ করা ততো সহজ নয়। শব্দটির আভিধানিক অর্থের সাথে জনমনে ধৃত ভাবার্থ মিলিয়ে বলা যায় যে সংস্কৃতি; হ'চ্ছে সভ্যসমাজে মানস-চর্চা ও কর্ম-সাধনের দ্বারা লব্ধ জনগণের দেহ-মন-আত্মার উৎকর্ষ এবং মানসিক বিকাশের সমষ্টিগত রূপ। কোন সমাজ বা জাতির পূর্ণ সত্তার পরিচয় মেলে তার সংস্কৃতির মাধ্যমে। যে সকল উপাদান সংস্কৃতি সৃজনে সহায়ক আর যে সকল বস্তুকে অবলম্বন ক'রে সংস্কৃতি আত্মপ্রকাশ করে সভ্য সমাজের গ্রন্থাগার এতদুভয়েরই অন্যতম। অর্থাৎ গ্রন্থাগার একাধারে সংস্কৃতির উপাদান ধারক ও বাহক। দেশ ও সমাজের নানা অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতে সংস্কৃতি, তার উপাদান এবং তার আধার বিবর্তিত ও পরিবর্তিত হয়। কাজেই এই ঘাত-প্রতিঘাতের প্রভাবে কালের অগ্রগতির সাথে গ্রন্থাগারও এই বিবর্তন ও পরিবর্তনের পথ ধরে এগিয়ে চ'লে। তাই কোন দেশের অথবা কোন সময়ের গ্রন্থাগার আন্দোলন অন্যনিরপেক্ষ এক আকস্মিক ঘটনা বা আন্দোলন হ'তে পারেনা। সে আন্দোলনের সাথে এবং তার পশ্চাতে তার পূর্ব ইতিহাস ও কার্য কারণ জড়িত থাকে। এই ইতিহাস ও কার্যকারণ সব সময়ে সুস্পষ্টভাবে স্বয়ং প্রকাশিত না হ'লেও আন্দোলনের উৎস ও গতিপথ সন্ধানে যথাযথভাবে অগ্রসর হ'লে তার হিসাব নিকাশ পাওয়া সম্ভব। বিংশ শতকে বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনেরও হঠাৎ আবির্ভাব হয়নি। এই আন্দোলনের ও নিশ্চয় কার্য-কারণ ছিল। এই শতকের গ্রন্থাগার আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি নির্ণয়ের পূর্বে সেই কার্য-কারণের সন্ধান নেবার চেষ্টা করা যাক।

পাবলিক লাইব্রেরী অর্থাৎ সর্বজনীন গ্রন্থাগার ব'লতে আজ যে ধরণের প্রতিষ্ঠান বুঝায় পূর্বে আমাদের দেশে তার অস্তিত্ব ছিলনা। সুলভে এবং সহজে পাওয়া যায় এমন মুদ্রিত গ্রন্থের অভাবে এবং শিক্ষায় অনগ্রসরতার জন্যে সর্বজনীন গ্রন্থাগারের উৎপত্তি যখন এখানে হয়নি তখন যাত্রা কথকত, রামায়ন গান ইত্যাদি সমাজে আনন্দ দান ও জ্ঞান প্রচারের কাজে গ্রন্থাগারের অভাব অনেকটা পূরণ ক'রতো। ইয়োরোপে মুদ্রা যন্ত্রের আবির্ভাব হয় পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে। ভারতে মুদ্রণ শিল্পের জন্ম হয় তার অনেক পরে; এবং আরও পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর অষ্টম দশকের শেষভাগে ১৭৭৮ সালে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম বাংলা অক্ষর মুদ্রিত হয়। কাজেই সে যুগে বিদেশে মুদ্রিত গ্রন্থ এদেশে কিছু থাকলেও এদেশে মুদ্রিত গ্রন্থের অস্তিত্ব ছিল না। ইয়োরোপীয়রা পঞ্চদশ শতকের একেবারে শেষ প্রান্তে অথবা কার্যতঃ ষষ্ঠদশ শতকে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভারতে আসতে থাকায়, অতঃপর ইয়োরোপে

মুদ্রিত কিছু কিছু গ্রন্থ নানা সূত্রে এখানে আসতে আরম্ভ করে। ক্রমে আগ্রহী ব্যক্তিদের উৎসাহ ও উদ্যোগে কিছুসংখ্যক মুদ্রিত।বদেশী গ্রন্থের সংগ্রহ নিয়ে বিদেশী-দের ছোট ছোট গ্রন্থাগারের সৃষ্টি হ'তে থাকে।

গ্রন্থাগার আন্দোলনে পাশ্চাত্যদেশের প্রভাব

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজের (ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মাধ্যক্ষ জব চার্ণক এর উদ্যোগে ক'লকাতা শহরের পত্তন হয়। তৎপরে এদেশে ক্রমে ক্রমে দৃঢ়ভিত্তিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা শহরেরও ধীরে ধীরে শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে এবং অনতিকাল মধ্যে কলকাতা শহর সারা বাংলাদেশের প্রাণ-কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ইতিপূর্বে বাঙালীর কাজকর্ম ও জীবন স্পন্দন প্রধানত: নিজ নিজ গ্রামের সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। কৃষি ও কুটির শিল্প নির্ভর গ্রামগুলি তখন মোটা-মুটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ছিল। সংসারের প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহের জন্যে অথবা জীবিকা অর্জনের তাগিদে লোকের গ্রামের বাইরে যাবার প্রয়োজন বড় একটা ছিল না অথবা শহরের দিকে সেজন্যে তাকিয়ে থাকতে হ'তনা অতঃপর এদেশে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজনে এবং বাণিজ্যগত সুবিধার জন্যে জেলা শহর, মহকুমাশহর এবং অন্যান্য শহরের উৎপত্তি হ'তে থাকলে এই সকল শহরের রাজ-নৈতিক এবং অন্যবিধ গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। অন্যদিকে ইয়োরোপীয়দের স্বার্থে, সংস্পর্শে এবং সহায়তায় পাশ্চাত্য-দেশের শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিল্প বাণিজ্যের তরঙ্গ এদেশে প্রবাহিত হ'তে আরম্ভ ক'রলো। সেই তরঙ্গের প্লাবনে এদেশের গ্রামীন জীবন ধারা বিবর্তিত হয়ে তা' শহরমুখী হ'য়ে উঠতে লাগলো এবং নবগঠিত কলকাতা শহর এই পরিবর্তনের কেন্দ্র ও ভিত্তিভূমি হ'য়ে দাঁড়াল। নতুন নতুন ভাবধারা ও কর্মচাঞ্চল্য কলকাতা শহরে উদ্ভূত হয়ে মফঃস্বলের শহরে শহরে এবং দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলেও বিস্তারিত হতে লাগলো। মফঃস্বলের এবং গ্রামের লোক কলকাতার জীবন যাত্রার অনুসরণ ও অনুকরণ প্রিয় হয়ে উঠলো। পাশ্চাত্যের প্রভাবে সৃষ্ট এই সকল আন্দোলনের সাথে সাথে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্যোগ ও আয়োজনও দেখা দিল।

সে যুগে গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রাথমিক পর্যায়ে খ্রীষ্টধর্ম প্রসার প্রয়াসী এদেশে অবস্থিত বিদেশী যাজক সম্প্রদা-য়ের অবদান অকিঞ্চিৎকর ছিল না। ধর্ম ও আনুসঙ্গিক বিষয়ের অন্যান্য বিদেশী গ্রন্থ সংগ্রহ করে তাঁদের নিজে-দের এবং অন্যান্যের ব্যবহারের জন্যে তাঁরা নিজেদের তত্ত্বাবধানে গ্রন্থাগার সৃষ্টি ও পরিচালনা আরম্ভ করেন। এছাড়া বিদেশীদের কেহ কেহ এদেশে অবসর কালে পাঠের এবং চিত্ত বিনোদনের জন্য নিজ দেশ থেকে কিছু কিছু মুদ্রিত গ্রন্থ সঙ্গে নিয়ে আসতেন। এই সকল বিদেশীদের ব্যক্তিগত রুচি, শিক্ষা, দীক্ষা ও প্রয়োজনে ছোট ছোট ব্যক্তিগত গ্রন্থ সংগ্রহ গ'ড়ে উঠতে থাকে। ক্রমে কোন কোন উৎসাহী লোকের ব্যবহারের জন্য ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চাঁদা মূলক গ্রন্থাগার স্থাপন করতে আরম্ভ করেন। এইভাবে প্রধানতঃ বিদেশীদের প্রয়োজনে ও প্রয়াসে এদেশে একধরণের সাধারণ গ্রন্থাগারের সৃষ্টি হয়।

১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে বিদেশী পণ্ডিত ও জ্ঞানানুরাগী প্রবাসীদের উদ্যোগে কলকাতায় জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার উদ্দেশ্যে এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হয়। এই গবেষণা-মূলক প্রতিষ্ঠানের উপযোগী এক গ্রন্থাগারও এখানে সংগঠিত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণ ও গ্রন্থাগার

উনবিংশ শতাব্দীকে বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে নব জাগরণের যুগ হিসাবে ইতিহাসে চিহ্নিত করা হয়। দীর্ঘ সুষুপ্তির পর জাগ্রত মানুষ নবীন উদ্যোগ ও উৎসাহে নানা কর্মদ্যোগে প্রবৃত্ত হন। বাঙালী জাতিরও দীর্ঘ-কালের নিদ্রাভঙ্গের পর উনবিংশ শতকে নবজাগরণ হয় এবং সুপ্তোত্থিত জাতির জীবনের সর্বক্ষেত্রে কর্মোন্মাদনা ব্যাপ্ত হয়। কর্ম প্রেরণার সাথে সাথে ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি এক কথায় সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রগতিমূলক নতুন নতুন ভাবধারার প্লাবন আসে এবং শিক্ষিত সম্প্রদায় সর্বক্ষেত্রে সচেতন ও সক্রিয়ভাবে কর্ম-তৎপর হয়ে ওঠেন। জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রও ওই সর্ব-ব্যাপী কর্মতৎপরতার বাইরে ছিল না। ইতিপূর্বে জ্ঞান

আহরণ ও বিতরণের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে গ্রন্থাগার সভ্যজগতে নিজ আসন প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বাংলা দেশে উনবিংশ শতকের নবজাগরণের ফলে নতুন নতুন গ্রন্থাগার সৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। বাংলাদেশে সকল আন্দোলন ও অগ্রগতির কেন্দ্রস্থল কলকাতা শহরে এবং সেখান থেকে ক্রমে অন্যান্য শহরে এমন কি দূরবর্তী অঞ্চলেও এদেশে এবং বিদেশে মুদ্রিত গ্রন্থের সমাবেশে আনুষ্ঠানিক গ্রন্থাগার গ'ড়ে উঠলো। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরী, ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুর পাবলিক লাইব্রেরী, ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে হুগলী পাবলিক লাইব্রেরী, ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরী, ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে উত্তর পাড়া পাবলিক লাইব্রেরী প্রভৃতি দেশের নানাদিকে বহু লাইব্রেরীর সৃষ্টি হল। কাজেই বিংশ শতাব্দীর পূর্বেই বাংলাদেশে কতকটা ব্যাপকভাবে আধুনিক গ্রন্থাগারের আবির্ভাব হয়। বিংশ শতকের পূর্বে বাংলাদেশের নানাদিকে যে গ্রন্থাগারের সৃষ্টি হয়েছিল তার অন্য প্রমাণও পাওয়া যায়।

রাজনৈতিক কারণে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে অখণ্ড বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত হয় এবং অখণ্ড বঙ্গদেশের পশ্চিমাঞ্চলের নাম পশ্চিম বঙ্গ এবং পূর্বাংশের নাম পূর্ব পাকিস্তান হয়। দ্বিখণ্ডিত হবার পূর্বে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বঙ্গের হিসাব নিকাশ এক সূত্রে গাঁথা ছিল। ১৯৪২ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক সমগ্র বাংলা দেশের গ্রন্থাগারের এক নির্দেশিকা বা তালিকা প্রস্তুত প্রকাশিত হয়! এই পুস্তক প্রকাশ কালে পুস্তকে উল্লেখিত গ্রন্থাগারগুলির অস্তিত্ব ছিল। পুস্তকে উল্লেখিত নেই অথচ সে সময়ে অস্তিত্ব ছিল এরকম কিছু গ্রন্থাগার হয়তো তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তা' ছাড়া পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে পরে এই গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বেই বিলুপ্ত হ'য়েছে এরকম গ্রন্থাগার ও অনেক ছিল। শেষোক্ত দুই শ্রেণীর গ্রন্থাগারের কথা বাদ দিলে দেখা যায় এই তালিকায় ৮৭৬টি সাধারণ গ্রন্থাগারের নাম আছে। এদের মধ্যে ১৭৩টি গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাকালের উল্লেখ নেই। অবশিষ্ট ৭০৩টি গ্রন্থাগারের মধ্যে বিংশ শতকের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারের সংখ্যা ৫৮। যে ১৭৩টি গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা কালের উল্লেখ নেই তার মধ্যে কিছু সংখ্যক গ্রন্থাগার বিংশ শতাব্দীর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল একথা অনুমান করা অসঙ্গত হবে না। কাজেই এই তালিকা পুস্তক দৃষ্টে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে বিংশ শতকের পূর্বেই বাংলাদেশে সাধারণ গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব ছিল।

পূর্ব বর্ণিত 'গ্রন্থাগার নির্দেশিকা' পুস্তকে উল্লেখিত গ্রন্থাগার গুলির তালিকা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে বিংশ শতকের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত যে ৫৮টি গ্রন্থাগারের সুস্পষ্ট সন্ধান পাওয়া যায় তার মধ্যে ক'লকাতায় প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারের সংখ্যা ২০ এবং অবশিষ্ট ৩৮টি গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব ছিল ছিল বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। এই ৩৮টি গ্রন্থাগার ক'লকাতার সন্নিহিত ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, খুলনা, যশোহর, নদীয়া প্রভৃতি জেলা ছাড়াও দূরবর্তী নোয়াখালি, বাখরগঞ্জ, ময়মনসিং, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, রাজসাহী, রংপুর, ত্রিপুরা প্রভৃতি নানা জেলায় অবস্থিত ছিল। কাজেই এবিষয়ে সন্দেহের কারণ নেই যে বিংশ শতকের পূর্বেই বাংলাদেশে সাধারণ গ্রন্থাগারের আবির্ভাব হ'য়েছিল শুধু তাই নয় তার প্রতিষ্ঠা শহর ক'লকাতার সীমা ছেড়ে দূরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত প্রসারিত হ'য়েছিল। বিংশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলাদেশে গ্রন্থাগারের সৃষ্টি হ'লেও দেখা যায় বিংশ শতকে গ্রন্থাগার আন্দোলন বিশেষভাবে প্রসার লাভ ক'রেছে। আন্দোলনের এই প্রসারতার কারণ কি তথা এই আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি কিরকমের এবার সে সম্বন্ধে আলোচনায় আসা যাক।

পূর্বে বলা হ'য়েছে উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলদেশের নবজাগরণ হয়। কোন শক্তির গতিবেগ স্বাভাবিক নিয়মে শক্তির উদ্ভবের পরেও অন্ততঃ কিছুকাল কার্যকরী থাকে। বাংলার নবজাগরণের ফলে বাংলাদেশে সৃষ্ট নানা ভাবধারা ও প্রগতিশীল আন্দোলনের শক্তি বা তরঙ্গাঘাত উনবিংশ শতাব্দীকে অতিক্রম ক'রে বিংশ শতকের প্রারম্ভেও জনচিত্তকে আলোড়িত ও কর্মে উদ্বুদ্ধ করেছিল; এবং বিংশ শতকের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্ম ও আন্দোলনকে ব্যাপকতর ও অধিকতর জোরদার করার পক্ষে সহায়ক

হ'য়েছিল। ঊনবিংশ শতকের এই শক্তির সাথে বিংশ শতাব্দীর নিজস্ব ঐতিহাসিক ঘটনার অন্তর্নিহিত শক্তি মিলিত হওয়ায় দেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতি মূলক কার্যের উত্তরোত্তর প্রসার ও গতিবেগ বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। লোক চক্ষুর অন্তরালে নানাদিক থেকে শক্তি আহরণ ক'রে বিংশ শতকের প্রারম্ভে গ্রন্থাগার আন্দোলনও পুষ্ট ও বিস্তৃত হ'তে থাকে। এবং এই শতকের প্রথমদিককার অবস্থা পরিবেশ ও ইতিহাস গ্রন্থাগার আন্দোলনকে দৃঢ়তর ও ব্যাপকতর আন্দোলনে পরিণত ক'রে তার গতিকে দ্রুততর ও শক্তিশালী ক'রে তোলে।

বিংশ শতকে গ্রন্থাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি

বিংশ শতকে গ্রন্থাগারের উত্তরোত্তর বিস্তার সাধনের গতি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রকাশিত 'গ্রন্থাগার নির্দেশিকা' দৃষ্টে সহজেই লক্ষ্য করা যায়। এই পুস্তকে প্রদত্ত তথ্য বিশ্লেষণে একথা পরিষ্কার ভাবে দেখা যায় যে এই শতাব্দীর প্রথম দশকে অন্ততঃ ৫৪টি নতুন গ্রন্থাগার স্থাপিত হয় এবং অন্ততঃ গ্রন্থটির প্রকাশ কাল পর্যন্ত তাদের অস্তিত্ব ছিল। ইহা ছাড়া আরও অনেক গ্রন্থাগারেরর ঐ সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পুস্তক প্রকাশের কালের পূর্বে লুপ্ত হয়ে থাকার সম্ভাবনাকে অগ্রাহ্য করা যায় না। পরবর্তী দশকে (১৯১১ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত স্থাপিত গ্রন্থাগারের সংখ্যা ছিল ১১৯। তৃতীয় দশকে (১৯২১-৩০) ঐ সংখ্যা ছিল ১৬৩ এবং চতুর্থ দশকের (১৯৩১-৪০) সংখ্যা ছিল ৩০৯। অতঃপর ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হ'য়ে পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে যায়। ১৯০১ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত এই চার দশকের প্রত্যেক দশকে ক'লকাতা এবং বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত নতুন গ্রন্থাগারের হিসাব এই রকম :—

	ক'লকাতা শহরে প্রতিষ্ঠিত নতুন গ্রন্থাগারের সংখ্যা	বাংলা দেশের অন্যত্র প্রতিষ্ঠিত নতুন গ্রন্থাগারের সংখ্যা	সমগ্র বাংলা দেশে প্রতিষ্ঠিত নতুন গ্রন্থাগারের মোট সংখ্যা
প্রথম দশক (১৯০১-১০)	১৬	৩৮	৫৪
দ্বিতীয় দশক (১৯১১-২০)	৩০	৮৯	১১৯
তৃতীয় দশক (১৯২১-৩০)	৭২	৯১	১৬৩
চতুর্থ দশক (১৯৩১-৪০)	৫৮	২৪১	৩০৯

পরিসংখ্যানের উপরোক্ত চিত্র থেকে দু'টো জিনিষ পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায়। প্রথমতঃ বাংলাদেশে নতুন গ্রন্থাগার সৃষ্টির সংখ্যা উত্তরোত্তর বর্ধিত হ'চ্ছিল। দ্বিতীয়তঃ এই সময়ে গ্রন্থাগার আন্দোলন শুধু ক'লকাতায় সীমাবদ্ধ ছিল না। রাজধানীর গণ্ডী অতিক্রম করে সারা বাংলাদেশে ছ'ড়িয়ে পড়ছিল। এই নির্দেশিকায় আর একটা বিষয়ও লক্ষণীয়। সেটি হ'চ্ছে বিংশ শতকের প্রথম তিন দশকের মধ্যে বাংলাদেশের কোন কোন জেলায় গ্রন্থাগারের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু চতুর্থ দশকে (১৯৩১-৪০) বাংলাদেশের এমন কোন জেলা ছিল না যেখানে গ্রন্থাগারের অস্তিত্বের অভাব দেখা যায়। অর্থাৎ চল্লিশ বছরের মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন ছড়িয়ে প'ড়েছিল। অতঃপর ১৯৬৩ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ পূর্বপাকিস্তানকে বাদ দিয়ে শুধু পশ্চিমবঙ্গের এক 'গ্রন্থাগার নির্দেশিকা' (Library Directory) প্রকাশিত হয়। এই নির্দেশিকা দৃষ্টে জানা যায় যে এই সময়ে শুধু পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা ছিল ৩৬২০।

বিংশ শতকে গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রসারের কারণ

গ্রন্থাগারের সংখ্যা ক্রমবৃদ্ধির এই হিসাব নিকাশ দেখে মনে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে বিংশ শতকে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগারের এত প্রসারের কারণ কি? অন্যান্য কারণ ব্যতীত পূর্বে উল্লেখিত দু'টি প্রধান কারণের কথা মনে আসে। প্রথম কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের প্রভাবে বাংলাদেশের এবং বাঙালীদের নানাদিক কর্মচাঞ্চল্যের যে সাড়া পড়ে যায় তা' থেকে শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থাগার বাদ পড়ে নি। গত শতাব্দীতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের এইভাবে যে গতিবেগ সৃষ্টি হয় তা' পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে বিংশ শতকে পৌঁছেও সক্রিয় থাকে এবং এই শতকের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে পুষ্ট ও প্রসারিত ক'রতে সাহায্য করে। দ্বিতীয় কারণ বিংশ শতাব্দীর নিজস্ব ঐতিহাসিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতি মূলক এবং অন্যবিধ ঘটনাবলীর সংঘটন এবং তাদের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া। প্রথম কারণের ঘটনার কালে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত কালের বহির্ভূত। কাজেই সে বিষয়ে এখানে আলোচনার অবসর নেই। অতঃপর দ্বিতীয় কারণ বিশ্লেষণে যে সকল ঘটনা ও উপলক্ষ্য দৃষ্টিগোচর হয় তৎসহ বিংশ শতকে গ্রন্থাগার আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কালানুক্রমিক আলোচনা করা যাক।

(ক্রমশঃ)

গ্রন্থাগারের আন্তর্জাতিকতা

বীরেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

উপগ্রন্থাগারিক, বিশ্বভারতী, গ্রন্থাগার, বোলপুর, বীরভূম

মানুষের চিন্তা ও জ্ঞানের বিকাশ ঘটেছে কবে কোন যুগে কতকাল আগে তা আমাদের ধারণায় ধরা পড়েনি এখনো। কোন আদিকাল থেকে মানুষের চিন্তার ফল জ্ঞানের সাধনা সঞ্চিত হয়েছে বিচিত্র মাধ্যমে। সে সম্পদ দেশে বা কালে সীমাবদ্ধ থেকেছে স্বজনদের মধ্যে ; বুঝি বা হারিয়ে গিয়েছে, বা কোন অন্ধকারে আছে আত্মগোপন ক'রে। মানুষের বদল হয়েছে, যাযাবর জাতি নানান পার্থিব অপার্থিব কারণে করেছে স্থান পরিবর্তন, মৃত্যুও অনেক প্রকাশ-প্রকল্পকে স্তব্ধ করে দিয়েছে, স্তব্ধ করেছে দৈব দুর্যোগ। তার পরে একদিন আরেক যুগের মানুষ এসে অকস্মাৎ আবিষ্কার করেছে অতীত কালের গুপ্ত সম্পদ। এমনি করে আমরা পেয়েছি কলদীয়দের উর সভ্যতার পরিচয়, নিনেভের অপূর্ব গ্রন্থ সম্ভার, মিশরের পিরামিডে প্রাচীন ঐতিহ্যের নিদর্শন। তুন হুয়াং গুহার অতুলনীয় নীতির সন্ধান, অজন্তার শিল্পৈশ্বর্য। সিন্ধু সভ্যতার গৌরবময় অতীতের উদ্ঘাটন। কিছু তার পাঠোদ্ধার হয়েছে কিছু এখনো হয়নি। রসেটা শিলালেখ যেমন আকস্মিক ভাবে লিখিত সামগ্রীর পাঠোদ্ধারে সহায়তা করেছে, অশোকের লিপিস্তম্ভ যেমন দিয়েছে লৈপিক বিবর্তনের নির্দেশ। তেমনি হয়তো একদিন সিন্ধুলিপিও থাকবেনা রহস্যের আড়ালে। অতীত এসে ধরা দেবে বর্তমানে।

একথা তাই সর্বতোভাবে সত্য, গ্রন্থ সম্পদ দেশ কাল বা জাতির গণ্ডি পার হয়ে যায়। সেকালের সামগ্রী হয়তো একালেও অনেকাংশে অধিকতর মূল্যবান হয়ে ওঠে। গ্রন্থাগারের কাছে তাই মৃত বলে কিছু নেই। মানুষ মরে, জ্ঞান মরে না। সে সঞ্চারিত হয় নিত্য নতুনভাবে নতুন যুগে নব নব জীবনে। নালন্দা ধ্বংস হলেও তার যে সম্পদ সঞ্চিত রইল তিব্বতে চীনে তা আজকের পণ্ডিতদের গবেষণার দিগন্ত প্রসারিত করে দিল। একথা আজকের জগতে আরো বেশি করে সত্য। হনলুলু বা কাম্স্কাটকায়, কিম্বা লণ্ডনে অথবা শিকাগোতে হয়ত একটি আপাত-নগণ্য পুস্তিকা প্রচারিত হল', কিন্তু সেটিই হয়ত খুলে দিতে পারে নতুন চিন্তার দিগন্ত। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার এক গ্রন্থাগার সম্মেলনে ইতালির গীদো বিয়াগী যে মন্তব্য করেছিলেন তা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। "আন্তর্জাতিকতা এবং পারস্পরিক সহযোগ ভবিষ্যৎ গ্রন্থাগারকে কেবলমাত্র স্মৃতির বা উজ্জীবনের ওষধিমাত্র হবার দুঃস্বপ্ন থেকে রক্ষা করবে যা'তে গ্রন্থাগারিক শুধু যেন শববাহকের সগোত্র হয়ে না ওঠেন।"

সে যুগের পুঁথিপত্তর গ্রন্থসম্পদ সঞ্চিত থাকত মঠে মন্দিরে, টোলে-আশ্রমে। বৌদ্ধ যুগে, ন্যায়াদি চর্চার কালে ও শিক্ষায়তনে বা পণ্ডিতদের বিদ্যালয়ে জমা থাকত পুঁথি। শিক্ষার্থীরা এসে বিদ্যা অর্জন করতেন। পুথি পত্তরের চলাচল ছিল না বলে, এবং বিদ্যাস্থানের বিস্তৃত কোনো ব্যবস্থা না থাকায় অনেকাংশেই স্মৃতির উপরে নির্ভরশীল অথবা জ্ঞানৌষধি প্রয়োগ উজ্জীবনের সামিল ছিল না একথা বলা যায় না। বিশেষ ক'রে একালের পরিপ্রেক্ষিতে সেকালের অনেক কিছুই যেন মৃত বা মুমূর্ষু। একালে বই চলচল ব্যাপ্ত হয়েছে সারা বিশ্বে। নগণ্য কোনো স্থান থেকেও ভূপৃষ্ঠের অপর প্রান্তে চলে যাচ্ছে বই। শুধু বই এর মধ্যেও আবদ্ধ নেই জ্ঞানসামগ্রী। অনেক রকম মাধ্যম। কিন্তু এই চলাচল যদি সুষ্ঠু ধারায়

সম্পন্ন না হয় তাহলে জ্ঞান বা গবেষণার কোনো এক পর্যায়ে ঘাটতি থেকে যেতে পারে অবশ্যই। অথচ গ্রন্থাগারের গ্রন্থসম্পদ আবশ্যিক ভাবেই সর্বাগ্রে সেবা করবে নিজ নিজ অঞ্চলের, নিজের দেশের এবং নিজের জাতির। কিন্তু জাতিগত পর্যায়ে যদি সেবাক্রম আবদ্ধ হয়ে থাকে, অন্যান্য জাতির মধ্যে বিস্তার না পায় তাহলে স্বভাবতই স্মৃতির সম্পদ বা উজ্জীবনের ওষধিমাত্র হয়ে থাকবে গ্রন্থাগার। সে ভয় এড়ানো কঠিন। এড়িয়ে চলবার একমাত্র উপায় গ্রন্থাগারের আন্তর্জাতিকীকরণ।

এই প্রয়োজনের কথা পশ্চিম ভূখণ্ডের বিদ্যাবিদ ও গ্রন্থবিদদের মনে হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীতেই; এবং দেশে দেশে যোগাযোগ স্থাপন ও গ্রন্থাগার সম্মেলন ইত্যাদির মাধ্যমে, দেশভিত্তিক—এমন কি আন্তর্জাতিক গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়নের প্রচেষ্টায় তাঁরা দিয়েছিলেন এর রূপায়নের গুরুত্ব। যেমন আমরা দেখতে পাই ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে আহূত আন্তর্জাতিক গ্রন্থসূচীকরণ সম্মেলন, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকান লাইব্রেরী এসোসিয়েশন গঠিত এক আন্তর্জাতিক পারস্পরিক সংযোগ সমিতি, অথবা ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার সেস্ট লুইস শহরে আহূত আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার সম্মেলন। ছাপাখানার প্রবর্তনের পর থেকেই সারা বিশ্বে যেভাবে গ্রন্থসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে তার ফলে কোনো বিশেষ দেশের মধ্যে যেমন তেমনি নানান দেশের মধ্যেও এই বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবার প্রয়োজন তীব্র হয়ে উঠল। গ্রন্থাগার স্থাপন এবং গ্রন্থাগারগুলির ব্যবস্থাপনায় গ্রন্থতালিকা, গ্রন্থপঞ্জী প্রভৃতি প্রণয়নের পরিকল্পনা প্রস্তুত করার কাজ শুরু হ'ল। দেশে দেশে যাতায়াতের পথও সুগম হতে লাগল, দ্রুততর হ'ল। গ'ড়ে উঠতে লাগল আন্তর্জাতিক ঐক্যবোধ। দেখা দিল বিভিন্ন সংস্কৃতির পরিচয় পাবার আকাঙ্খা। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানবচেতনা, সাংস্কৃতিক সাযুজ্যবোধ, জনগণের মর্যাদার প্রসঙ্গ কি ভাবে সূক্ষ্ম চেতনা-প্রবণ মনে ধরা দিয়েছে তার অন্যতম উজ্জ্বল উদাহরণ ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে স্পেন দেশে নিয়মতান্ত্রিক শাসন প্রণালীর প্রবর্তনের সংবাদে রামমোহন রায় কর্তৃক কলকাতার টাউন হলে সানন্দ উল্লাসে প্রদত্ত এক ভোজসভা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দেশভেদ শ্রেণীভেদের মূলে আঘাত করেছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তা যেন হয়ে গিয়েছে ছিন্ন-ভিন্ন। সারা দুনিয়ার জীবনযাত্রা এমনই এক সূতোয় বাঁধা যে আরবে ইস্রায়েলে যুদ্ধ বাঁধলে বাঁকুড়ার কেঞ্জাকুড়া গ্রামে তার প্রতিক্রিয়া হয়—মুড়ির দাম বেড়ে যায়। দুই মহাযুদ্ধের ফলশ্রুতি হিসেবে দেশ-বিদেশের অর্থ-নীতিক সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য প্রায় বিলুপ্ত। গ্রন্থাগাব সাংস্কৃতির ধারক ও বাহক, তাই বিশ্ব সংস্কৃতি-চেতনা থেকে বিমুক্ত থাকতে পারেনা। সংস্কৃতির বাহন হিসাবে গ্রন্থাদি জ্ঞানসামগ্রীর খোঁজ খবর রাখতে হয়, সেগুলি সংগ্রহ করতে হয়, সাজাতে গুছাতে এবং বিলি বন্দোবস্ত করতে হয়। তাই নানাবিধ সমস্যার সমাধান ক'রে সরলীকৃত সূত্রে একাজ করবার জন্য ভাবতে হয়। গ্রন্থ সংক্রান্ত বাধা বিপত্তি পড়ুয়ারা কিভাবে এড়াতে পারেন, বিদ্যা ব্যক্তিগত বা জাতিকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে কিনা,—গেলে তা দূর করবার কী উপায়, গ্রন্থপঞ্জীর সরল সূত্র এবং আন্তর্জাতিক উপস্থাপনের পথ কী, ইত্যাদি প্রশ্ন আজকের গ্রন্থাগারিককে পীড়িত করে।

যে কোনো দেশেরই গ্রন্থাগার দেশ বিদেশের বইপত্র নিজ সংগ্রহভুক্ত করা মাত্রই স্বীয় দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্দেশিক ভাবের লেন দেনের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে ভৌগোলিক দূরত্ব আজকের দিনের দ্রুত যানবাহনের কল্যাণে ক'মে গিয়েছে। ফলে দেশে দেশে শিক্ষালাভ ও গবেষণার ব্যাপারে এবং সম্মেলনাদিতে যোগদানের ব্যাপারে সুবিধা বেড়েছে বেড়েছে মানুষে মানুষে সমঝোতা। জ্ঞানের সীমানা শুধু আদর্শগত ভাবেই নয়, ব্যবহার গত ভাবেও বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু তবু তো ব্যক্তিক যোগা-যোগই প্রধান নির্ভর হয় না, হওয়া সম্ভবও না। তাই জ্ঞানসামগ্রীর আদান-প্রদান স্বভাবতই প্রথম স্থান নিয়ে আছে। এজন্য ব্যক্তির ভূমিকার চেয়েও গ্রন্থাগারের ভূমিকা কেবলমাত্র অধিক গুরুত্বপূর্ণই নয়, প্রধানতম নির্ভর। গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography) প্রণয়ন, সার

সংকলন (Abstract) এবং নথি নিবেশের (Documenfation) মধ্য দিয়ে গ্রন্থাগার শিক্ষার্থী ও গবেষকদের সাহায্য করে।

মানুষ চালে-চলনে, পারস্পরিক সৌহার্দে সমমর্মতায় সার্বজনীনতা আনতে পারেনি। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আনতে পেরেছে সার্ব্বজনীন বোধ। খুবই সুখের কথা রাজনীতিতে বা সামাজিক জীবনে মানুষ পরস্পরকে সন্দেহ অবিশ্বাস করলেও, পরস্পরের মধ্যে ভেদাভেদের ভাব রাখলেও জ্ঞান বিজ্ঞানের জগতে সে ভাবের আমদানি করেনি। রেষারেষি থাকলেও ভেদ-বিভেদ নেই। মানুষ বোঝেনি তারা একই শ্রেণী থেকে উদ্ভুত, একই তাদের ধারা, বিভিন্ন ধর্মের মোহে বা বিভিন্ন জাতিত্বের গর্বে একে অন্যকে অবহেলা করেছে,—নস্যাৎ করেছে। কিন্তু জ্ঞানের মধ্যে যে শ্রেণীভেদ নেই এই সত্য তার কাছে ধরা পড়েছে; তবু ও নিজ নিজ স্বার্থে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ফলটুকু কাজে লাগাবার ব্যাপারে মানুষ রেষারেষির মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করছে গোপনতার। তবে সেটা স্বতন্ত্র অধ্যায়।

বিজ্ঞান সাধনার প্রথম যুগে আমরা লক্ষ্য করেছি কোনো দেশের বৈজ্ঞানিক সাধনা লব্ধ ফল তিনি প্রকাশ ক'রে দিয়েছেন বিশ্বের বৈজ্ঞানিক সমাজের কাছে। অন্য কোনো দেশের বৈজ্ঞানিক তারই ভিত্তিতে গবেষণাকে আরো এগিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সাম্প্রতিক চিত্র কিছুটা স্বতন্ত্র। নানা কারণে বৈজ্ঞানিক সূত্রাবলীর সঙ্গে সর্বজনের পরিচয়ে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। এসব বাধা দুর করবার উপায় বার করা উচিত। তাছাড়া, বৈজ্ঞানিক সামগ্রীরও ত্বরিত বৃদ্ধি হচ্ছে। প্রতি পনেরো বছরে দ্বিগুণিত হয়ে যাচ্ছে বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রকাশন। ভবিষ্যতে এই বৃদ্ধি হয়ত ঘটবে চক্রবৃদ্ধি হারে। এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে আন্তর্জাতিক এমন কোনো সংস্থা থাকা দরকার, এবং ঐ সঙ্গে বিভিন্ন দেশে এমন ব্যবস্থা থাকা দরকার যাতে দেশ বিদেশের গবেষকগণ প্রয়োজন হলেই সংশ্লিষ্ট সংবাদ পান। সমস্যা সৃষ্টি করে অবশ্য আর্থিক সামর্থ। উপযুক্ত কর্মী মেলাও দুস্কর। আমাদের দেশে তো এ দুটি সমস্যাই প্রবল। সমাধানের কথা ভাবতেও এখনো কতকাল লাগবে তার স্থিরতা নেই। গ্রন্থপ্রকাশের সংখ্যাবৃদ্ধি সমস্যা বটে, তবে ভাষা সমস্যা তার চেয়ে বেশি ছাড়া কম নয়। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ অগ্রসরমান দেশগুলির নিজ নিজ ভাষায় প্রকাশিত হয়

এককালে ভাষার সংখ্যা তবু সীমিত ছিল ইংরেজি, জার্মাণ, ফরাসী প্রভৃতি কয়েকটির মধ্যে। কেননা আধুনিক যুগে অগ্রগতির রাজত্বটা ছিল পশ্চিম গোলার্ধেরই প্রায় একচেটিয়া। এখন সেখানে এসে আপন ক'রে নিয়েছে রুশ, জাপানী, চীনা প্রভৃতি ভাষাও। সে সব দেশও আজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আর পিছিয়ে নেই, অনেকাংশে এগিয়েও আছে। এবং আশাও এখন আর নিশ্চয়ই অলীক নয় যে ভারত প্রভৃতি দেশও এবিষয়ে জগৎ সভায় আসন ক'রে নেবে।

এই থেকেই তাই এসে পড়ে অনুবাদের প্রসঙ্গ। এক দেশের গবেষণা আরেক দেশে প্রচারের জন্য, জ্ঞানের সমতার সূত্রে বিবিধ পাঠ্য পুস্তকাদির থেকে বিদ্যালাভের জন্য এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় বই পত্রের অনুবাদের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এ কাজের একটা অসুবিধা দেখা দেয় দেশ ভেদে পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগের ব্যাপারে। অনেক শব্দ বা নাম আছে যার অনুবাদ হয়না, বা হলেও অর্থ সহজবোধ্য হয় না। তাছাড়া চীনা প্রভৃতি ভাবভিত্তিক ভাষায় অনুবাদ করা প্রায় অসম্ভবও হয়ে পড়ে, অথবা ঐ সকল ভাষা থেকে ভাষান্তরের কাজও হয়ে পড়ে যায় অসম্ভবের কোঠায়। আমাদের ভাষায় যেমন দেখা যায় বহু বিদেশী শব্দ সামিল হয়ে গিয়েছে, তেমনি অন্যান্য ভাষাতেও হয়েছে। আন্তর্জাতিক যোগসূত্রের কথা ভেবে বৈজ্ঞানিক বা আনুষঙ্গিক শব্দাবলী কিছু পরিমাণে অবিকৃত রাখার চেষ্টা করা যায়। অনেক সময়ে মাতৃভাষার অভিমানও শব্দ সংগ্রহে অনীহার সৃষ্টি করে। আবার একথাও ঠিক মাতৃভাষায় বিবিক্ত না হলে অনেক অংশই গভীর ভাবে বুঝবার অন্তরায় হবে। ভারতীয় রাষ্ট্রভাষা মাতৃভাষার অতিরিক্ত

উৎসাহীদের প্রচেষ্টায় যে ভাবে পারিভাষিক শব্দ সৃষ্টি হচ্ছে তার ফলে কেবলমাত্র শব্দ শিক্ষার জন্তই বুঝিবা স্বতন্ত্র পাঠক্রমের ব্যবস্থা করতে হবে এরকম মনে করা বিচিত্র নয় বলেই এ প্রসঙ্গের অবতারণা। সম্ভবত অন্তান্ত দেশও এসমস্তার সম্মুখীন হয়েছে বা হবে। তার আগেই যদি কোনো আন্তর্জাতিক সূত্র বেরিয়ে যেত তাহলে জ্ঞানমার্গে বিচরণের ক্ষমতা বিধান হয়ত হতে পারে সহজতর। আন্তর্জাতিক ভাষা—সে এসপারান্টোই হোক—গৃহীত হয়নি। গৃহীত হয়নি ওয়েনডেল উইলকি বা পূর্ব সূরী কারো One world or এক-বিশ্ব প্রকল্প। তবে সাম্প্রতকালের পারস্পরিক হানাহানির মধ্যেও যেভাবে সমঝোতা ও ঐক্যবিধানের প্রয়াস চলছে, বিপরীত প্রকৃতির বেষ্টনের মধ্যেও লীগ অফ নেশন্সের পরে ইউনাইটেড নেশন্স্ কর্মধারায় যতটা অগ্রগতি এনেছে, তা'তে এমন আশা কেনই বা রাখবনা যে এমন দিন আসবে যখন বুঝি বা বিশ্ব এক বৃহৎ সংযুক্ত রাষ্ট্র পরিণত হবে।

রাষ্ট্রগত ভাবে যাই হোক বা না হোক, ঐক্য ও স্বাধীনতার সন্ধানে আরো টুকরো দেশের সৃষ্টি হতে থাকুক বা না থাকুক, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সে ঐক্যবোধ অনেক দূরে এগিয়েছে তার প্রমাণ আমরা আজকের দুনিয়ায় নানাভাবে পাচ্ছি। এই সূত্রে জাতি সঙ্ঘের অন্ততম সংস্থা জাতি সঙ্ঘ শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিভাগের—অর্থাৎ ইউনেসকোর নাম করা যায়। এর নীতি বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও পারস্পরিক সমঝোতার বিষয়ে সহায়তা, জনশিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারে উদ্যোগ, শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্যবোধ নিয়ে আসা এবং সারা বিশ্বের পুস্তকাদি সম্ভারের সংরক্ষণাদি প্রকল্প নিশ্চিত করা, সার্বদেশিক ভিত্তিতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত সামগ্রীর ব্যবহারে সকল জাতি ও শ্রেণীকে সুযোগ করে দেওয়া। যে কোনো দেশের গ্রন্থাগার আপন পরিবেশের অনুকূলেই কাজ করবে সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। এক দেশের গ্রন্থাগারের সঙ্গে অপর দেশের গ্রন্থাগারের পার্থক্য থাকবেই। সুতরাং সরলীকৃত কোনো ইউনেসকো সূত্র এব্যাপারে কাজ করবে এমনটা ভাবা যায় না। তাই একটা বিশেষ ধারা ধরে নানাবিধ কার্যকরী প্রকল্প নানান দেশের গ্রন্থাগারে চালু করা যায়, গবেষণা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপন করা যায় যাতে গ্রন্থাগারগুলি স্থানীয় অবস্থা ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে কার্যক্রম স্থির করতে পারে। স্থানিক উন্নতিই আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে; দূর দূরান্তরে বহন করে নিয়ে যায় চিন্তাধারা। জন গ্রন্থাগারগুলিকে কেবল মাত্র সাধারণ বা জনপ্রিয় শিক্ষা সংস্কৃতির সংস্থা হিসেবে না ভেবে উচ্চতর শিক্ষা বা গবেষণার সাহায্যে প্রবৃত্ত করা সম্ভব, সম্ভব গ্রন্থপঞ্জী ও নথিকরণের কাজে লাগানো। পঞ্জীকরণের কাজ আন্তর্জাতিক লেনদেনে অবদান রাখে সেকথা বলা বাহুল্য মাত্র। দেশগত ভাবে গ্রন্থপঞ্জী এবং সার সংকলনাদির কাজ আন্তর্জাতিক জ্ঞান পরিমণ্ডলের উপকরণের কাজ করে। এককালে আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে পঞ্জীকরণের প্রয়াস হচ্ছিল। তার নিদর্শন Union list of serials, Worid List of Scientific Periodicals, Index bibliographicus প্রভৃতি প্রয়াসে। উচ্চমানের প্রয়াস নিঃসন্দেহ। কিন্তু জাতিক ভিত্তিতে গ্রন্থপঞ্জী প্রস্তুত না হলে আন্তর্জাতিক গ্রন্থপঞ্জী হয়ে পড়ে মূল্যহীন, অন্তত মূল্যহানি হয় তার। পুরানো সার্বদেশিক সাধারণ গ্রন্থপঞ্জীর প্রচেষ্টা পাল্টে আজকাল জাতিক উদ্যোগে সমবায় গ্রন্থপঞ্জীর কাজই বাঞ্ছনীয় মনে হয়েছে। এর মধ্যে অসুবিধার দিক অবশ্য আছে। একেক দেশের অবস্থা একেক রকম। সুইডেনে যেমন দেড় শতক ধরেই খুটিনাটি রকমের পঞ্জী তৈরী হয়ে আসছে, কিন্তু চীন, ভারত প্রভৃতি দেশে তা নেই। অথবা যেমন ফরাসী সাহিত্য কর্মের সঙ্গে অনেকেরই তুলনা হয় না। ফ্রান্সে একই সঙ্গে দুটো জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী প্রণীত হয়ে চলেছে। অনেক দেশে একটিও নেই। সুতরাং সার্বদেশিক ভিত্তিতে প্রস্তুতির কাজে ভারসাম্য রক্ষার দায় থেকে গুরুতর।

জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী দেশ বিশেষে সীমাবদ্ধ হয়েও বহু ভাষার বই অন্তর্ভুক্ত করতে পারে, ভাষাবিশেষে সীমাবদ্ধ হয়েও বিভিন্ন দেশ ভিত্তিক হতে পারে, দেশ বিশেষে প্রকাশিত হয়েও অন্য দেশে লিখিত ও প্রকাশিত উক্ত দেশ সংক্রান্ত বই অথবা দেশান্তর্গত লেখক কর্তৃক লিখিত বিদেশে প্রকাশিত বই তালিকাভুক্ত করতে পারে। আবার উন্নত দেশ এবং অনুন্নত বা উন্নতিকামী দেশের গ্রন্থপঞ্জী এবং পশ্চাৎ-প্রকাশিত গ্রন্থপঞ্জী বা পত্রিকা পঞ্জী অনেক ধরণের সমস্যার সৃষ্টি করে।

সমবায় পদ্ধতিতে গ্রন্থসংগ্রহ এবং গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়নের কাজ গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে যেসব যেমন পারস্পরিক সহায়তা ও পরিপূরকের কাজ করতে পারে তেমনি দেশ-বিদেশের বিস্তৃত ক্ষেত্রেও ঐ একই সহায়তার কাজ করতে পারে। রকমারি সমস্যা এবং রকমারি বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও দুনিয়ার গ্রন্থাগারগুলির কিছু অভিন্ন করণীয় প্রকল্প থাকে: কতকগুলি সমস্যা এবং কিছু প্রকল্প দেশে দেশে মিল রেখে চলে। গ্রন্থাগারগুলির উপরে প্রায়শই নানাবিধ বইয়ের চাপ এসে পড়ে, পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজে বাধা আসে, এমনকি অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়ে বা। স্থানীয় বা প্রতিবেশী গ্রন্থাগারসমূহ যদি জোটবদ্ধ ভাবে কাজ ক'রে যায় তাহলে সমস্যা সমূহের যেমন যৌথ সুরাহা করা চলে তেমনি কাজের ধারাতেও সামঞ্জস্য রেখে চলা যায়। গ্রন্থাদি সামগ্রী এযুগে এমন ব্যাপকতা লাভ করেছে যে জোটবদ্ধতাও দেশবিশেষে সীমাবদ্ধ ক'রে রাখলে চলছে না। আর্থিক সমস্যা, কর্মী-সমস্যা, দৈনন্দিন কাজের দ্রুতিকরণ, গ্রন্থ ও আনুষঙ্গিক সম্ভারের সজ্জা, তালিকা ও পঞ্জীকরণ, প্রসঙ্গনির্ণয় ও সূত্র সন্ধান প্রভৃতি সমস্যাগুলি সারা দুনিয়ার গ্রন্থাগারে অভিন্ন ধরণের। তাছাড়া যুগটা এখন বিশেষজ্ঞতার। বিশেষজ্ঞতা-ভিত্তিক প্রকল্প স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণের ব্যবহারিক অসুবিধা থাকে। সেজন্য গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে কাজ ভাগাভাগি ক'রে নিলে দায়িত্ব পালনের কৃতিত্ব বাড়ে। গ্রন্থাগারিকদের জগতে অভিন্নতা আছে জ্ঞান ও কুশলতার ক্ষেত্রে, উদ্দেশ্যে এবং কর্তব্য সাধনে, পারিপার্শ্বিক সমাজের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে, এবং স্বার্থ-সাযুজ্যে। এই সকল ক্রিয়া পর্বে পারস্পরিক সহযোগ ও ঐক্যসূত্র বজায় রাখা চলে। সেযুগের সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা পুরোপুরি ঘুচে গিয়েছে, এযুগে তা ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের এ প্রান্তে ও প্রান্তে। সেই সংস্কৃতি-বিকিরণ ও সমন্বয়ের প্রতিফলন গ্রন্থাগারে। গ্রন্থাগারিক সেই আন্তর্জাতিক ধারা অনুসরণ ক'রে চলেন; গ্রন্থাগার হয়ে ওঠে আন্তর্জাতিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের তীর্থক্ষেত্র। কাজে কর্মে নানা কারণে যে সকল বাধা ও সীমাবদ্ধতা দেখা দেয় তা বিদূরিত হ'তে পারে পারস্পরিক সহযোগে, পারস্পরিক সমস্যা বিনিময়ে ও সমাধান প্রচেষ্টায়।

সমবায় ভিত্তিতে গ্রন্থাগারগুলিকে গড়ে তুললে এক অঞ্চলের বা এক দেশের গ্রন্থাগারিক হয়ত বিশেষ কোনো বিষয়ের গ্রন্থাদি সংগ্রহ করলেন, নিলেন তারই পঞ্জী ও সার সংকলনের প্রকল্প, তেমনি অপর অঞ্চলের বা অপর দেশের গ্রন্থাগারিক ভার নিলেন অন্য একটি বিষয়ের। এই ব্যবস্থায় কাজের চাপ বিভক্ত হয়ে যায়, অর্থ ও কর্মী সংগ্রহের অসুবিধা দূর হয়, কর্ম সম্পাদন নিপুণ হয়। বিভিন্ন গ্রন্থাগারে পুস্তক-ঋণ, প্রতিলিপি, চিত্রানুলিপি, অনুচিত্রলিপি প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য করবার ভার থাকে সংগ্রাহক গ্রন্থাগারের উপরে। এই জাতীয় দু'টি প্রয়াসের উল্লেখ করা যায়—যেগুলির ভিত্তি আন্তর্জাতিক না হলেও বিশ্বজোড়া প্রশংসা অর্জন করতে পারে। একটি Farmington Plan, অপরটি Scandia Plan, ফার্মিংটন পরিকল্পনার জন্মস্থল আমেরিকার কানেকটিকাট রাষ্ট্রের ফার্মিংটন নামক স্থানে, যেখানে গ্রন্থাগারিকবর্গ ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে মিলিতভাবে স্থির করেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থাদি সামগ্রী তাঁরা যৌথভাবে সংগ্রহ করবেন,—যাতে সংগ্রহে পরিপূর্ণতা আসে। কেননা বিচ্ছিন্নভাবে প্রত্যেক গ্রন্থাগারের পক্ষে প্রতিটি প্রকাশিত সামগ্রীর সন্ধান রাখা বা সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। ফার্মিংটন প্রকল্পটি কার্নেগী কর্পোরেশনের বদান্যতায় চালু হয় ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে। প্রারম্ভে ষাটটি গ্রন্থাগার

স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে স্থির করে তারা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত যাবতীয় বই যৌথ পদ্ধতিতে সংগ্রহ করবে। এজন্য বিশেষ পুস্তকব্যবসায়ীর উপরে ভার থাকবে সরবরাহের। কোনো কোনো গ্রন্থাগার সমগ্রভাবে বিশেষ বিষয় সংক্রান্ত বই সংগ্রহ করবে, কোনোটি করবে দেশভিত্তিক ভাবে সংগ্রহ। এবং আন্তঃগ্রন্থাগার ঋণ-প্রকল্প চালু থাকবে এদের মধ্যে, যাতে প্রয়োজনমতো বই, প্রতিলিপি, চিত্রানুলিপি ইত্যাদি পেতে পারে অন্য গ্রন্থাগারগুলি। এভাবে বিশেষ গ্রন্থাগার বিশেষ সম্ভারের ভার পেয়ে সেগুলি চূড়ান্তভাবে সংগ্রহ ক'রে যায়, দেশের কোনো সামগ্রীই অজানিত ভাবে থেকে যায় না বা লুপ্ত হয়ে যায় না। এবং গ্রন্থপঞ্জী ইত্যাদি প্রণয়নের মাধ্যমে গ্রন্থের অবস্থান বা সন্ধান ও কোনো গ্রন্থাগারেরই অজানা থাকে না। সংগ্রহ কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই সীমাবদ্ধ হ'লেও নীতিগত ভাবে অন্তত এক প্রস্থ বিদেশে প্রকাশিত বইও তারা সংগ্রহে রাখে এবং অনতিবিলম্বে তা অন্তর্ভুক্ত হয় জাতীয় সংযুক্ত পুস্তকসূচীতে; গবেষকরা পান এর সন্ধান এবং সদ্ব্যবহারের সুযোগ।

স্কানডিয়া পরিকল্পনা ও অনুরূপ একটি প্রকল্প স্কান্ডি-নেভীয় দেশ নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক ও ফিনল্যাণ্ডকে নিয়ে। সূত্রপাত ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে স্কানডিনেভীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে। সমবায় ভিত্তিতে যেসব গ্রন্থাগার প্রকল্পটির সভ্য তারা প্রকাশিত ও সংগৃহীত যাবতীয় বিষয়ের সহায়তা পায়, গবেষকরা এই সব দেশের যে কোনোটিতে প্রকাশিত পুস্তকাদি পেতে পারেন তাঁদের কাজের জন্য। প্রকল্পটি বিষয়-ভিত্তিক পদ্ধতির। গ্রন্থাগার বিশেষের উপরে ভার থাকে বিশেষ বিষয় সংক্রান্ত যাবতীয় সংগ্রহের। বিষয়ের গুরুত্ব বা বিস্তৃতি বিচারে একাধিক গ্রন্থাগারও বিশেষ একটি বিষয়ের ভার নিতে পারে। এভাবে প্রায় একশো বিষয়ের ভার বিভক্ত হয়েছে সমবায়ী গ্রন্থাগারগুলিতে। সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার যাবতীয় পুস্তক সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির সন্ধানকেন্দ্র হিসেবেও কাজ করে, গ্রন্থপঞ্জী ও তৈরি করে। আন্তঃগ্রন্থাগার ঋণ প্রকল্পও মেনে চলে নিজেদের মধ্যে।

ইউনেসকোর সহায়তায় এজাতীয় কিছু কাজের গোড়াপত্তন হয়েছে। এবং আরো অনেক কিছু করা ও অসম্ভব ব্যাপার নয়। সংস্থাটির উদ্দেশ্যও যে এই প্রকার তার উল্লেখ ইতিপূর্বে করেছি। আধুনিক রাষ্ট্রভাগ্যে যেসব দেশকে অনগ্রসর বা অগ্রসরমান বলা হয়, বিশেষ করে সেসব দেশে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে ইউনেসকো। যেসব নূতন রাষ্ট্র জন্ম নিয়েছে বা নিচ্ছে তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে নানান উপচার নিয়ে। আন্তর্জাতিক জ্ঞানক্ষেত্রে উপকরণ হিসেবে আজ কাল প্রয়োজন বই, নথি (documents), দলিল (archives), আলোকচিত্র অণুচিত্র (microfilm) ইত্যাদি, এবং সন্ধান (information)। এগুলির বিস্তারে এবং সংরক্ষণে ইউনেসকো সব দেশকেই সাহায্য করে। বইপত্র সংগ্রহার্থে অনুদান দিয়ে। চলাচল শুল্ক-ছুট ক'রে দিয়ে, এমন কি বিনামূল্যে দিয়েও করছে সহায়তা। বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের অসুবিধা দূর করতে প্রবর্তন করেছে ইউনেসকো পুস্তক কুপনের। এই কুপনের জন্য বিদেশী বই কেনা অনেক সহজ হয়েছে।

নথি আজকাল দ্রুত অগ্রসরমান বিজ্ঞাক্ষেত্রে, বিশেষ ক'রে বৈজ্ঞানিক গবেষণা সূত্রে আবশ্যিক। পত্রিকা, পুস্তিকা, ইত্যাদি তো আছেই, ছোটখাট এক পাতার সামগ্রীও আছে এর মধ্যে। যেমন মানচিত্র, আলোক-চিত্র, নক্সা, পত্রিকার কর্তিত অংশ, ইত্যাদি। এজন্য প্রাত দেশে নথিনিবেশ কেন্দ্র (Documentation centre) স্থাপন এবং আন্তর্জাতিক চলাচলে সাহায্যতা করে ইউনে-সকো। প্রয়োজন হলে এই সংস্থা বিশেষজ্ঞ পাঠিয়ে প্রকল্প রূপায়িত করে। দলিলপত্র বা পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি যাতে সংরক্ষিত ও প্রচারিত হয়, সুষ্ঠু পদ্ধতিতে যাতে একাজ সম্পন্ন হয় সেদিকেও নিবদ্ধলক্ষ্য ইউনেসকো। তাছাড়া, অনেক ক্ষেত্রেই গবেষক ঠিক পুরো দলিল বা নথি চাননা, নিজের কাজের জন্য যেটুকু অংশ দরকার তাই পেতে চান। সেজন্য সন্ধানসূত্রের পন্থা নিরূপণের

ব্যাপারেও ইউনেসকোর বিশেষজ্ঞদের কৃতিত্ব স্বীকার্য। এসব কারণে বিভিন্ন দেশের গুণীদের সমাবেশ ঘটিয়ে পারস্পরিক মত বিনিময় ও আদান-প্রদানের ব্যবস্থাও ক'রে থাকে।

ইউনেসকো থেকে গ্রন্থাগারের কাজ-কর্মে আন্তর্জাতিক ঐক্যসূত্র স্থাপনের জন্য মাঝে মাঝে সর্বদেশীয় সমাবেশ আহূত হয়। এই সংস্থা প্রতি দেশে জাতীয় গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার উপরে জোর দেয়, এবং এজন্য আইনের সহায়তায় গ্রন্থসংগ্রহ প্রকল্পের সমর্থন করে। আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে নানাবিধ গ্রন্থও প্রকাশ করে। যেমন, Bibiliogiaplic Services throughout the world (R L- Collison), Bibliography of inter-lingual scientific and technical dictionaries, Directory of international scientific organisations, ইত্যাদি ইত্যাদি। একটি পত্রিকাও নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে,—UNESCO bulletin for libraries ইউনেসকোর কর্মক্ষেত্র অফ্রিকা, ইয়োরোপ, লাতিন আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া প্রভৃতি সকল দেশে পরিব্যাপ্ত। এইসব অঞ্চলে বইপত্র উপহার দিয়ে গ্রন্থগৃহ পরিকল্পনায় সহায়তা করে, জনগ্রন্থাগার স্থাপনে অংশ নিয়ে, নথি ও অনুচিত্রাদির ব্যবস্থা করে, এবং সর্ববিষয়েই পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করে চলেছে ইউনেসকো।

আমরা জানি যে জগৎ জুড়ে এখন বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। যেমন, International Monetary Fund (I M F Washington, 1945), Universal Postal Union (UPU, Berne, 1874), World Bank (Washington, 1945.) World Meteorological Organization (WMO, Geneva, 1947), International Labour Organiastion (ILO, Geneva, 1919), Food and Agricultural Organization (FAO, Rome, 1945), ইত্যাদি ইত্যাদি। এছাড়া ইউনাইটেড নেশনসের অঙ্গ হিসেবে অনেক বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠান তো আছেই। এদের সবগুলিতেই আধুনিকতম গ্রন্থাগার আছে এবং সেগুলির ধরণ এবং গড়ন আন্তর্জাতিক। এদের বিশেষ কার্যক্ষেত্রের অনুকূল গ্রন্থসম্পদ এবং অন্যান্য সেবাক্রম গ্রন্থাগারের সীমানাকে সারা দুনিয়ায় প্রসারিত করছে। গবেষণাদির ফল প্রচারিত হচ্ছে দেশে দেশান্তরে।

গ্রন্থাগারের আন্তর্জাতিক প্রভাব এবং জনসংখাত প্রশ্নাতীত। পরিমণ্ডলের ব্যাপ্তি স্বভাবতই ঘটেছে একালের পরিপ্রেক্ষিতে। এজন্য গ্রন্থাগারেরও আন্তর্জাতিক সংস্থা গ'ড়ে উঠবে স্বাভাবিক ভাবেই। এজাতীয় সংস্থার অন্যতম International Federation of Library Associations প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে। এটির উদ্দেশ্য বা নীতি জগৎ জোড়া গ্রন্থাগারের পারস্পরিক সহযোগ বৃদ্ধি, গ্রন্থাগার সমূহের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সূত্র ও পথ তৈরি করা, গ্রন্থপঞ্জী ইত্যাদি প্রকরণের প্রসারণে সহায়তা। এই সংস্থা থেকে Libri নামের একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। ভারতের IASLIC এটির সদস্য।

অনুরূপ আরেকটি সংস্থা International Federation of Documentation, ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত। এই সংস্থা থেকেই UDC বা সার্বদশমিক বর্গীকরণ প্রকল্প চালু করা হয়। সংস্থাটির কাজ আন্তর্জাতিক কমিটি গঠন ও সভা-সমাবেশ এবং প্রকাশনের মাধ্যমে নথিকরণের আন্তর্জাতিক প্রকল্প স্থির করা। Index Bibliographicus প্রকাশ করে এরাই। ভারতের IASLIC এই সংস্থার সংযুক্ত সদস্য।

আন্তর্জাতিক প্রসার প্রকল্প না নিলেও দেশ-বিদেশের কিছু সংস্থা আছে যারা গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের প্রচারে ও বিস্তারে সাহায্য করে। যেমন United States Information Service, British Council, রুশ বিদেশী সাহিত্য প্রকাশন, ইত্যাদি। মূলত এদের কাজ নিজ নিজ দেশের বিবিধ বিষয় প্রচার। তবু এই সূত্রে তারা যে সব মানবিক কাজ করে, শিক্ষার প্রসারে এগিয়ে আসে

তা উপেক্ষনীয় নয়। আমেরিকার মতো বৃহৎ ও শক্তিশালী দেশ প্রচারের আশ্রয় কেন নেয় সেটা রহস্যজনক মনে হতে পারে। সম্ভবত বিদেশে এদের প্রতি, এদের উদ্দেশ্যের সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা আছে বা ভুল বোঝাবুঝি আছে ব'লে এরা মনে করে। তাছাড়া যেখানে রাশিয়া বিনামূল্যে বা স্বল্পতম মূল্যে প্রচুর প্রচার সামগ্রী ছড়িয়ে দিচ্ছে নানা দেশে, চীনও যার সামিল হয়েছে, আমেরিকাও বেছে নিয়েছে সেই ব্যাপক পথই। রাষ্ট্রগত উপনিবেশ স্থাপনের যুগ এখন আর নেই, তবু অর্থনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় মতবাদ নিয়ে ঔপনিবেশিকতার প্রচেষ্টায় নেই ক্লান্তি। তবে একথা অনস্বীকার্য, USIS এর ক্রিয়াকলাপ, তার গ্রন্থাগার স্থাপন এবং বিভিন্ন গ্রন্থাগারে পুস্তকাদি সামগ্রী দিয়ে সাহায্য করা, নানারকম কৌতূহলোদ্দীপক প্রদর্শনীর আয়োজন করা এবং বিশেষ বিষয় সংক্রান্ত আলোচনা সভার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কাজ-কর্মের মধ্য দিয়ে গ্রন্থাগারের সমীকরণ এবং জ্ঞানসামগ্রীর প্রচার-প্রসারের কাজ হচ্ছে। বৃটিশ কাউন্সিল ও বহুল পরিমাণে অনুরূপ কাজ করছে। এই ধরণের কাজকেও অবশ্যই গ্রন্থাগারের আন্তর্জাতিকীকরণের সম্পূরক ক্রিয়া বলা চলে।

সমাজ ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করেই গ্রন্থাগার গ'ড়ে উঠেছে, সভ্যতার ইতিহাসে রেখে চলেছে স্বাক্ষর, জগৎ জোড়া আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে তার আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ। শিক্ষা ও সাক্ষরতার স্বাধীনতা এযুগের ব্যাপক স্বীকৃতি। কিন্তু বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ ব্যক্তি বড়জোর এখনো পর্যন্ত পেয়েছে সাক্ষরতার সুযোগ। এর মধ্যে জনগ্রন্থাগারের বৃদ্ধি বা শিক্ষাক্ষেত্রে অংশ গ্রহণের আশা এখনো স্বপ্নবৎই হয়ে রয়েছে বলা চলে। এমন কি প্রগতিশীল দেশেও এসব সুযোগ সকলে নিতে পারে না। বাধা অনেক। কোথাও নির্দিষ্ট আইনের অভাব, কোথাও সংস্কার বা রীতিগত বাধা। শ্রেণী-বৈষম্যও শিক্ষাপ্রসারে বাধার সৃষ্টি করছে। শুধু ভারতে বা প্রাচ্যেই নয়, প্রতীচ্যের দেশগুলিও এর থেকে মুক্ত নয়। বর্ণবিদ্বেষ আমেরিকার মানুষের অধিকারে বাধার প্রাচীর তুলেছে, আফ্রিকাকে ক'রে রেখেছে পশ্চাৎপদ, শ্রেণী-বৈষম্য আঘাত এনেছে ভারতে। সমাজ ও রাষ্ট্রের নানাবিধ নীতির পাল্লায় প'ড়ে গ্রন্থাগারও মুক্ত ভাবে কাজ করতে পারছে না। আছে অগ্রগতির ফললাভে বিভেদ। অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর মধ্যে সমতার অভাব এক দেশের সুফল থেকে আরেক দেশকে বঞ্চিত ক'রে রাখছে। অভিন্নতার আদর্শকে ক্ষুন্ন করছে। এর ফলে গ্রন্থাগারগুলি বিস্তৃত ক্ষেত্রে কাজ করতে পারছে না, সীমিত প্রকল্পে থাকছে আবদ্ধ।

এছাড়াও আছে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য-চেতনা,—যার ফলে অস্তিত্বে সাম্যবোধ আসেনি। দেশে দেশে শুধু রেষারেষিই নয়, হানাহানিরও শেষ হয়নি। এজন্য এক দেশের সঙ্গে আরেক দেশের সম্পর্ক বা যোগাযোগ সহজ থাকছে না। ভাষার বাধা, ব্যক্তিক বা গোষ্ঠীগত সম্মান চিন্তা, অর্থকৃচ্ছ্রতা প্রভৃতি সবই মুক্তির ক্ষেত্রকে সংকুচিত ক'রে দেয়, খর্ব করে জীবনের মূল্যবোধ। গ্রন্থাদির লেন-দেন রাজনৈতিক কারণেও ব্যাহত হয়। সোভিয়েত-রাশিয়া দেশ যাঁদের বলে তাঁদের অনেক বিষয়ই বাইরের জগৎ জানতে পারে না। বিচিত্র কারণে এক দেশের বইপত্রের অন্য দেশে নিষিদ্ধ প্রবেশ। নিষিদ্ধ চিন্তাধারা, নিষিদ্ধ মুক্তিপ্রয়াস। রাষ্ট্রীয় কারণে নানাভাবে গোপনতা অবলম্বন করা হয়। বিশেষত, ফলিত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোনো দেশের গবেষণার ধারা বা অগ্রগতির সূত্রাবলী গোপন রাখা হয়। শীর্ষবর্তী হবার রেষারেষি যেমন তেমনি থাকে দেশজয়ের আকাংখা। দেশজয় এখন আর ভৌগোলিক সীমানা-বিস্তারে আবদ্ধ নয়, জ্ঞান বিজ্ঞানে, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক দিকে প্রভাব বিস্তার করবার প্রয়াস চলেছে আনবিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই ব্যাপার আরো বেশি ক'রে পরিলক্ষিত হয়। মানুষ অনেক বন্ধন থেকেই মুক্তি লাভ করেছে, মুক্তির সোপান ধ'রে এগিয়ে চলেছে মহামানবতার দিকে, বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের দিকে; তবু আধিপত্যের লোভ ঘুচল না, আধিপত্যের ভয় গেল না। গোপনীয়তা ভয়ের জন্ম দেয়, ফাটল ধরায় পারস্পরিক বিশ্বাসে। সামগ্রিক অগ্রগতি রুদ্ধ হয়। ধাক্কা খায় আন্তর্জাতিকতার চিন্তা।

এই সকল ভেদাভেদ, লোভ, ভয়, ঈর্ষা, দ্বেষ দূর করবার জন্য শিক্ষার বিস্তার প্রয়োজন, সংস্কৃতির বিকাশ প্রয়োজন। সংস্কৃতি মানুষকে রুচিবান ক'রে তোলে, সুসভ্য ক'রে গ'ড়ে তোলে। শিক্ষা দূর করে মণ্ডূকত্ব, ঘুচিয়ে দেয় ভেদচিন্তা। গ্রন্থাগারের উদ্ভব এই প্রেরণা থেকেই। নিকট সমাজকে ব্যাপ্ততর করবার দায়িত্ব গ্রন্থাগারের। কেননা শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রকাশ পায় যে সব মাধ্যমে সেগুলিকে নিয়েই গ্রন্থাগার গঠিত। গ্রন্থাগারে আন্তর্জাতিকতা তাই মানুষেরই আন্তর্জাতিক ঐক্যসূত্রের প্রণেতা। আজকের দিনে মানুষের অস্তিত্ব কেবলমাত্র দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেই নিশ্চিন্ত বা সন্তুষ্ট হতে পারেনা, দেশান্তরেও আছে তার প্রাণ ভোমরা। গ্রন্থাগার সেই প্রাণকেই রাখে বাঁচিয়ে।

বৃত্তি-ভিত্তিক পদানাম ঃ কয়েকটি প্রস্তাব

অশোক বসু

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা ৭০০০৩২

[গ্রন্থাগারে নিযুক্ত বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের সামাজিক মর্যাদা ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য সচেতন ও সংগঠিতভাবে উদ্যোগী হতে হবে। এখনও পর্যন্ত এই উদ্যোগ দ্বিমুখী : গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের জন্য ও গ্রন্থাগারকর্মীদের আর্থিক সুবিধার জন্য। এরই পাশাপাশি অতি প্রয়োজন বৃত্তি-ভিত্তিক পদনাম (Profession-based designation) প্রচলনের জন্য সর্বতো প্রচেষ্টা। গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রথম থেকেই এদিকটি অবহেলিত।]

১ ভূমিকা

১১ অর্থনৈতিক আন্দোলনে গ্রন্থাগার কর্মীর ভূমিকা

সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মীদের অবস্থা সমাজের অন্যান্য যে কোন শ্রমজীবী মানুষের মতই চরম হতাশা ব্যঞ্জক। গ্রন্থাগারিকরা পেশায় শিক্ষা-কর্মীদের মধ্যে দ্বিতীয় সরিক। প্রথম সরিক অধ্যাপক-শিক্ষক ; তৃতীয় সরিক শিক্ষায়তনে নিযুক্ত অ-গ্রন্থাগারিক ও অ-শিক্ষক কর্মীবাহিনী। সংগঠিতভাবে নিজেদের মর্যাদা, আর্থিক ও সামাজিক ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথম সরিক যতখানি সচেতনভাবে গোষ্ঠীবদ্ধ এবং উদ্যোগী সে-তুলনায় অপর সরিক গ্রন্থাগার কর্মীরা সমাজে তাঁদের যোগ্যভূমিকা সম্বন্ধে আদৌ সচেতন নন। যেকোন সচেতন পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা অনন্য ও অপরিহার্য এবং গ্রন্থাগারকর্মীর ভূমিকা অবশ্যই অধ্যাপক-শিক্ষক-গবেষকের সহযোগী হিসেবে।

১২ গ্রন্থাগার কর্মীদের আন্দোলনে অনীহা

অধ্যাপক-শিক্ষকরা তাঁদের আর্থিক-সামাজিক উন্নতি ও অসাম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে আজ যে সাফল্যে এসেছেন, গ্রন্থাগারকর্মীরা তার থেকে অনেক পিছিয়ে। এর প্রধানতম কারণ তাঁরা নিজেরাই। তাঁরা সংগঠিত নন। আত্মপ্রতিষ্ঠায় বা সামাজিক ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠায় উৎসাহী ও উদ্যোগী নন বলেই আজও গ্রন্থাগারকর্মীরা সমাজে নিজেদের স্থান সুদৃঢ় করে নিতে পারেননি।

১৩ সামাজিক প্রতিষ্ঠা

আর্থিক উন্নতির জন্য যতখানি পরিশ্রম গ্রন্থাগারকর্মীরা করেছেন, নিজেদের সামাজিক আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য তার খুব সামান্যই করেছেন ; বিশেষকরে উপযুক্ত বিজ্ঞান-সম্মত পদনাম (designation) প্রবর্তনের জন্য বলা চলে প্রায় কিছুই করা হয়নি। উপযুক্ত সম্মানজনক পদ-নামের চেয়ে তাৎক্ষণিক অর্থ-প্রাপ্তি সম্ভাবনাকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

২ গ্রন্থাগারিক বৃত্তির সামাজিক স্বীকৃতি

গ্রন্থাগারিক বৃত্তি আজ অন্য যেকোন বৃত্তির মতই সমাজে প্রতিষ্ঠিত সত্য।

২১ বিবর্তন

সমাজের প্রতিটি স্তরেই নিয়ত বিবর্তনের মাধ্যমে সঠিক সামাজিক অগ্রগতির সাথেই পরিবর্তন দেখা যায় জীবন-বোধের। জীবন-সম্পর্কে এবং পারিপার্শিক চেতনায় তার প্রতিফলন ঘটে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগারবৃত্তি এই বিবর্তনের ব্যতিক্রম নয়।

২১১ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ক্ষেত্রে এই বিবর্তনধারা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। সামগ্রিকভাবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ

কেন্দ্রগুলির পাঠক্রমের দিকে তাকালেই এই বিবর্তনের ধারাটি পরিষ্কার হয়।

২১২ গ্রন্থাগারিক বৃত্তি

যে বৃত্তির শুরু শুধু সংগৃহীত বইগুলির রক্ষণাবেক্ষণও পরিমার্জনায় সত্তরদশকে এসে সে-বৃত্তি পরিশীলিত হয়ে পাঠকের পাঠ-নির্দেশ এবং গবেষকের সহযোগী গবেষক। অর্থাৎ পাঠক ও গবেষকের সহায়ক হিসেবেও গ্রন্থাগারিক বৃত্তির বিবর্তন হয়েছে বা হচ্চে।

৩ গ্রন্থাগারে বৃত্তিকুশলীর পদ-নামে বিবর্তন ধারায় অনুপস্থিতি

অথচ অচল অনড় 'মধ্যযুগীয়' একটি চিন্তাধারা কাজ করে চলেছে গ্রন্থাগারে কর্মরত গ্রন্থাগারিক বৃত্তিকুশলী-দের পদের শ্রেণী বিন্যাস ও পদের নামকরণের ক্ষেত্রে। এখানে বিবর্তন বা বিজ্ঞানভিত্তিক পদবিন্যাস ও পদের কোন প্রচেষ্টা নেই, যেমন

৩১ গ্রন্থাগারিক (Librarian)

'গ্রন্থাগারিক' বা সমার্থবাচক শুধু তিনিই হবেন যিনি গ্রন্থাগারের প্রধান বৃত্তিকুশলী কর্মী বা/এবং তাঁর দুই একজন সহযোগী। অর্থাৎ 'গ্রন্থাগারিক' তাঁরাই যাঁরা গ্রন্থাগারের প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের (level) বৃত্তিকুশলী কর্মী। যেমন, মুখ্য গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগারিক, সহযোগী গ্রন্থাগারিক, উপগ্রন্থাগারিক, সহকারী গ্রন্থাগারিক।

৩২ গ্রন্থাগার সহকারী (Library Assistant)

৩১ অংশে উল্লিখিত ছাড়া গ্রন্থাগারের পরবর্তী সমস্ত স্তরের বৃত্তিকুশলী কর্মীরাই পরিচিত 'গ্রন্থাগার সহকারী' (Library Assistant) হিসেবে।

৪ মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা

৪১ পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়

৩২ অংশে বর্ণিত পদগুলির নামকরণের আশু পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়।

৪২ চাহিদা বৃদ্ধি

শিক্ষা-চাহিদা ও উন্নতমানের জীবন-বোধ বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষণাগার ও উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারের সংখ্যাবৃদ্ধির ঝোঁক দেখা যায়। ফলে জীবিকার সন্ধানে ক্রমশ উন্নতমানের তরুণ-তরুণীরা গ্রন্থাগারিকবৃত্তি গ্রহণে এগিয়ে আসছেন।

৪৩ বিশ্লেষণী ও সচেতন মানসিকতা

ক্রমচয়িত ফল হিসেবে এইসব বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে এবং সাধারণ গ্রন্থাগারকর্মীদের মধ্যেও একটা প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে: গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত হয়ে এবং গ্রন্থাগারিক বৃত্তিতে নিযুক্ত হয়েও আমরা কেন বৃত্তির অনুরূপ পদনাম (designation) পাব না—যেখানে কোনরূপ আর্থিক দায়দায়িত্ব নেই।

৪৪ মানসিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব

এরই পাশাপাশি গ্রন্থাগারে নিযুক্ত বৃত্তিকুশলীদের মধ্যে নিজেদের 'গ্রন্থাগারিক' হিসেবে গণ্য হতে মানসিক-দ্বিধা দেখা যায়। তাঁদের ধারণায় 'গ্রন্থাগারিক' একমাত্র তিনিই হবেন যিনি—গ্রন্থাগারের 'পরিচালক'। অন্যান্য-স্তরে নিযুক্ত বৃত্তিকুশলী কর্মীরা 'গ্রন্থাগারিক' পদবাচ্য হতে পারেন না। এই মানসিক দুর্বলতা অবশ্যই কাটিয়ে উঠতে হবে।

৪৫ 'গ্রন্থাগারিক' ও 'পরিচালক' (Librarian and Executive/Management)

'গ্রন্থাগারিক' ও 'পরিচালক' শব্দদুটি এখনও 'মধ্য-যুগীয়' চিন্তার রেশ হিসেবে সমার্থক গণ্য করা হয়। 'গ্রন্থাগারিক' শব্দের সঙ্গে পরিচালনাগত ধারণার অবি-মিশ্রতা অবশ্যই পরিহার করা উচিত এবং সেটাই শ্রেয়।

৪৫১ 'গ্রন্থাগারিক' শব্দের অর্থ

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত এবং গ্রন্থাগারিক বৃত্তির যেকোন স্তরে নিযুক্ত ব্যক্তি মাত্রেই 'গ্রন্থাগারিক'। অর্থাৎ সামগ্রিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যেকোন পর্যায় ও স্তরের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত কর্মীই 'গ্রন্থাগারিক'।

অথবা, গ্রন্থাগারে গ্রন্থনির্বাচন, পরিগ্রহণ, সূচীকরণ, বর্গীকরণ, সংরক্ষণ, আদান প্রদান, অনুসন্ধান, তথ্যায়ন, পঞ্জীকরণ প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে শিক্ষিত কর্মী মাত্রেই 'গ্রন্থাগারিক'।

৪৫২ 'পরিচালক' শব্দের অর্থ

কোন কাজের, প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক, আংশিক, পর্যায়ক্রম পরিকল্পনা, বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত, প্রতিপাদন, উৎসাহসঞ্চার নেতৃত্ব প্রদান পরিবর্তন-পরিবর্দ্ধন ও নীতির মাধ্যমে যে-ব্যক্তি। সমষ্টি বাস্তবরূপ দেন তিনিই পরিচালক পরিচালক-গোষ্ঠী।

৪৫৩ গ্রন্থাগারে 'পরিচালক' শব্দের প্রয়োগ

গ্রন্থাগারে যে স্তরের গ্রন্থাগারিক সার্বিক দায়িত্বে থাকেন তিনি অবশ্যই 'পরিচালক-গ্রন্থাগারিক' (Executive librarian) অন্যার্থে গ্রন্থাগার-পরিচালক। তিনি প্রথমত ও প্রধানত গ্রন্থাগারিক, পরে পরিচালকদের দায়িত্বে বৃত্ত। তিনি তাঁর অন্যান্য সহযোগী/সহকারী গ্রন্থাগারিকদের সহযোগিতায় ও সহায়তায় গ্রন্থাগার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করবেন—এটাই স্বাভাবিক।

৪৫৪ পরিচালক-গ্রন্থাগারিকের স্তর ভেদ .

গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়িত্বে এক, একাধিক গ্রন্থাগারিক থাকতে পারেন। যেমন, মুখ্য গ্রন্থাগারিক (Chief Librarian,) গ্রন্থাগারিক (Librarian), সহযোগী গ্রন্থাগারিক (Associated Librarian), উপগ্রন্থাগারিক (Deputy Librarian), সহকারী গ্রন্থাগারিক (Assistant Librarian) ।

এই স্তরভেদ কতদূর প্রসারিত হবে তা নির্ভর করবে গ্রন্থাগার পরিকল্পনা ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে।

৪৬ গ্রন্থাগার সহকারী (Library Assistant)

গ্রন্থাগার সহকারী বা Library Assistant পদের প্রথম শব্দ 'গ্রন্থাগার' (Library) একান্ত ভাবেই 'স্থানবাচক' বা 'স্থাননির্দেশক' কোনভাবেই বৃত্তিনির্দেশক নয়। অর্থাৎ এমন একজন ব্যক্তি/সহকারী/কর্মী যিনি গ্রন্থাগার নামক স্থানে কাজ করেন তিনিই 'গ্রন্থাগার সহকারী'! তিনি বৃত্তিকুশলী নাও হতে পারেন। যেমন Store Assistant, Office Assistant, Works Assistant—যাঁদের কোন বৃত্তিকুশলী হবার প্রয়োজন হয় না। এখানে Store, Office শব্দগুলি নিতান্তই কর্মস্থান নির্দেশক—বৃত্তি নির্দেশক নয়। এখানেই আমি সবার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করতেচাই: **'গ্রন্থাগার' ও 'গ্রন্থাগারিক' সমার্থকশব্দ নয়—'গ্রন্থাগার' স্থাননির্দেশক, 'গ্রন্থাগারিক' বৃত্তিনির্দেশক ; যিনিই গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক বৃত্তিতে নিযুক্ত তিনিই 'গ্রন্থাগারিক'।**

৪৭ পদ-নামে বৈষম্য

৪৩ ও ৪৬ অংশে বর্ণিত কারণে তথাকথিত 'গ্রন্থাগার সহকারী' পদ-নাম করণের মধ্যে যে বৃত্তিগত বৈষম্য রয়েছে তা এই পদাধিকারী ব্যক্তিদের অত্যন্ত মানসিক পীড়াদায়ক। মানবতাবোধ ও সামাজিক ন্যায়নীতি ও গ্রন্থাগারিক বৃত্তির প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে এই সব পদের নামকরণে গ্রন্থাগারিক শব্দ অবশ্যই যুক্ত হওয়া উচিত।

৪৮ মানসিক প্রস্তুতি

যে পরিবর্তন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষায় ও গ্রন্থাগার কাজে এসেছে তার প্রভাব গ্রন্থাগারিক-পেশাতেও পড়তে শুরু করেছে। আপাতত এই প্রভাবে ও স্বীকৃতি দুটি স্তরে অনুভূত হচ্ছে

১ সামাজিক স্তরে ; এবং

২ গ্রন্থাগারিকদের (তথাকথিত গ্রন্থাগার সহকারীদের) মানসিক স্তরে।

এর পরবর্তী স্তর হল স্বীকৃত অনুভূতিকে বাস্তবে রূপদানের প্রচেষ্টা—উদ্যোগ, প্রচার, জনমত গঠন।

৪৮১ সামাজিক স্বীকৃতি

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সামাজিক পরিবেশে সাধারণ মানুষ ধরে নেন যিনিই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষান্তে গ্রন্থাগারে নিযুক্ত তিনিই গ্রন্থাগারিক। এটাই স্বাভাবিক ধর্ম। গ্রন্থাগারিকতা একটি পেশা—একটি বৃত্তি।

৪৮২ মানসিক স্বীকৃতি

৪৩ ৪৬ ও ৪৭ অংশের বক্তব্যের আলোকে বলা যায় তথাকথিত 'গ্রন্থাগার সহকারী' এবং কিছু কিছু পরিচালক-গ্রন্থাগারিক যুক্তি সঙ্গতভাবেই বিশ্বাস করেন পর্যায়/স্তর ভেদে গ্রন্থাগারে কর্মরত গ্রন্থাগার বৃত্তি কুশলী মাত্রেই পদের সঙ্গে 'গ্রন্থাগারিক' শব্দটি যুক্ত থাকা উচিত।

৪৮৩ উদ্যোগ, প্রচার, জনমত গঠন

এই প্রয়াসকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজন উদ্যোগ, উদ্যম ও সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টা হবে বহুমুখী।

১ আভ্যন্তরীণ প্রচেষ্টা

গ্রন্থাগারিক বৃত্তিকুশলীদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে স্থানীয়ভাবে সমস্ত মানসিক ও পারিপার্শ্বিক বাধাকে অতিক্রম করতে হবে যুক্তিগ্রাহ্য বক্তব্যের মাধ্যমে। কর্তৃপক্ষকে বুঝাতে হবে পদনাম পরিবর্তনে কর্তৃপক্ষের কোনরূপ আর্থিক দায়-দায়িত্ব নিতে হবে না কিংবা গ্রন্থাগারে প্রচলিত বর্তমান কর্মী-কাঠামোরও (Staff-Structure) কোন পরিবর্তন হবে না অর্থাৎ যে যেখানে যে-কাজে ও যে-বেতনে নিযুক্ত, পদ-নাম পরিবর্তনের পরও সেই কাজ ও বেতন পাবেন।

২ সাংগঠানিক স্তরে প্রচেষ্টা

বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে যেমন প্রতিষ্ঠানগত কর্মী-সংগঠন, সর্বস্তরের গ্রন্থাগারিকদের সংগঠনে—রাজ্য ও জাতীয়স্তরে, যেমন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পঃ বঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ইয়াসলিক—মাধ্যমে এই প্রচেষ্টা রূপায়নে ক্রমশ জোরাল যুক্তিগ্রাহ্য ও গ্রহণযোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

৫ ইউ জি সি-র উপহার ও গ্রন্থাগারকর্মীদের অভিজ্ঞতা

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউ জি সি) শিক্ষা-বিস্তারে গ্রন্থাগারিকের ভূমিকার কথা অনুধাবন করে গ্রন্থাগারিকদের জন্য বিভিন্ন সময়ে কয়েক দফা কতোয়ার মাধ্যমে উপযুক্ত (?) বেতন ও সামাজিক পদমর্যদা দেবার ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন। বেতন কাঠামোর প্রসঙ্গ না তুলেও বলা চলে সামাজিক মর্যাদা কিংবা উপযুক্ত পদ-নামকরণে তাঁরা কোনরূপ উদ্যোগ নেননি। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতক কর্মীদের জন্য স্তর নির্দেশিত হয়েছিল প্রফেশন্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে [মন্তব্য : শুধুমাত্র ৩য় পরিকল্পনায় ; ৪র্থ পরিকল্পনায় তা বন্ধ করে দেওয়া হয়], যা কোন প্রকারেই পদ-নাম (designation) হতে পারে না। বরং বলা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে এটা চতুর্থ স্তর। ইউ জি সি সম্পর্কে আমাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা বলে ওই সোনার পাথর বাটির প্রত্যাশা-মুক্ত হওয়াই ভাল।

৬ আশু কর্তব্য

৬১ ব্যাপক প্রচেষ্টা

সর্বভারতীয় স্তরে যেমন প্রয়োজন ভিত্তিক জাতীয় বেতন কাঠামো প্রবর্তনের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে হবে, পাশাপাশি তেমনি যুক্তিগ্রাহ্য বিজ্ঞান সম্মত পদ-নাম প্রচলনের জন্যও জোরাল দাবী তুলতে হবে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বিভিন্ন সময়ে স্মারকলিপিতে গ্রন্থাগারে বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকদের স্তরবিন্যাস ও পদ-নামের প্রস্তাব করেছেন।

৬২ বঙ্গীয় গ্রন্থাগারে সম্মেলন প্রস্তাব

৩১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে এবারই প্রথম এই দিকটি আলোচিত হয়। সম্মেলনে পদনামকরণ প্রস্তাবটি যথেষ্ট গুরুত্ব পায়। জাতীয় বেতন কাঠামো সম্পর্কিত প্রস্তাবে বলা হয়েছে : জাতীয় বেতন কাঠামো নির্ধারণের সময় যেসব প্রশ্ন বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন তার মধ্যে পদনাম করণের বিষয়টি অন্যতম।

৭ প্রস্তাব

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নীচের প্রস্তাব তিনটি ব্যাপক আলোচনার জন্য রাখা হলো।

কোন ব্যক্তি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত না হলে তাকে

কোন ভাবেই গ্রন্থাগারিকবৃত্তির কোন পর্যায়ে/স্তরেই নিয়োগ করা হবে না।

২ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত (অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় বা তার সমস্তরের সংস্থা (Cert Lib Sc, B Lib Sc, M Lib Sc, Associateship in Documentation এবং গ্রন্থাগার পরিষদগুলি দ্বারা প্রচলিত শিক্ষণব্যবস্থায় শিক্ষিত গ্রন্থাগারিক বৃত্তির যেকোন পর্যায় ও স্তরে নিযুক্ত ব্যক্তিকে 'গ্রন্থাগারিক'—এই পদ-নামে অভিহিত করতে হবে।

৩ গ্রন্থাগারিক বৃত্তির বিভিন্ন পর্যায়/স্তরে নিযুক্ত বৃত্তি-কুশলী কর্মীদের পদ-নাম যাই হোক না কেন তার অন্ত্যশব্দ অবশ্যই 'গ্রন্থাগারিক' হবে।

৮ উদাহরণ

৮১ প্রস্তাবিত পদ-নাম

স্তর	পদ-নাম	বিকল্প পদ-নাম	মন্তব্য
১	গ্রন্থাগারিক ১	মুখ্য গ্রন্থাগারিক	স্তর ১ থেকে
২	গ্রন্থাগারিক ২	গ্রন্থাগারিক	স্তর ৩ পযন্ত
৩	গ্রন্থাগারিক ৩	সহযোগী গ্রন্থাগারিক/ উপগ্রন্থাগারিক	পরিচালক গ্রন্থাগারিক
৪	গ্রন্থাগারিক ৪	সহকারী গ্রন্থাগারিক ১	
৫	গ্রন্থাগারিক ৫	সহকারী গ্রন্থাগারিক ২	
[প্রয়োজনে স্তর আরও হতে পাবে]		[সহকারী গ্রন্থাগারিক পদ-নামেরও বিভিন্ন স্তর বিন্যাস হতে পাবে]	

মন্তব্য : বিকল্প পদ-নাম আরও অনেকভাবে হতে পারে। কিন্তু অবশ্যই অন্ত্যশব্দ 'গ্রন্থাগারিক' হতে হবে।

৮২ প্রয়োগ

উদাহরণ হিসেবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে বেছে নিলে প্রস্তাবিত পদ-নামের স্তরবিন্যাস হবে এই ভাবে—

স্তর	বর্তমানপদ-নাম	প্রস্তাবিত পদ-নাম	বিকল্প পদ-নাম
১	মুখ্য গ্রন্থাগারিক	মুখ্য গ্রন্থাগারিক	মুখ্য গ্রন্থাগারিক
২	গ্রন্থাগারিক	গ্রন্থাগারিক ১	গ্রন্থাগারিক
৩	সহকারী গ্রন্থাগারিক	গ্রন্থাগারিক ২	সহযোগী গ্রন্থাগারিক
৪	গ্রন্থাগার সহকারী (সিনিয়র)	গ্রন্থাগারিক ৩	সহকারী গ্রন্থাগারিক ১
৫	গ্রন্থাগার সহকারী (জুনিয়ার)	গ্রন্থাগারিক ৪	সহকারী গ্রন্থাগারিক ২

মন্তব্য : এই পদ-নাম পরিবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন আর্থিক দায়-দায়িত্ব নেই এবং বর্তমান স্তরের বা কর্মী কাঠামোরও কোন পরিবর্তন হবে না।

৮৩ আভ্যন্তরীণ প্রচেষ্টা

৮৩১ প্রথম প্রচেষ্টা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মীরা দীর্ঘকাল ধরে বৃত্তি-ভিত্তিক পদ-নাম পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন করে আসছেন। প্রথম প্রচেষ্টায় কর্মীরা আংশিক সফল কাম হন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বৃত্তি-ভিত্তিক পদ-নাম নীতিগতভাবে মেনে নিয়ে একটি প্রস্তাবও গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু একটি স্তরে আর্থিক দায়িত্ব থাকায় প্রস্তাবটি কার্যকরী হয়নি।

৮৩২ দ্বিতীয় প্রচেষ্টা

প্রথম প্রচেষ্টায় আংশিক সফল হয়েও পদ-নাম পরিবর্তনে বার্থতা বৃত্তিকুশলী কর্মীদের মধ্যে সাময়িক অবসাদ আসে এবং দ্বিতীয় প্রচেষ্টার শুরুতেও অনেক বাধা আসে। পরিশেষে কর্মীরা সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেন : পদ-নামের আশু পরিবর্তন প্রয়োজন এবং সে পরিবর্তন হবে 'গ্রন্থাগারিক' এই অন্ত্যশব্দ সহযোগে। এই পদ-নাম পরিবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য গ্রন্থাগারিক ডঃ আদিত্য ওহদেদার সহযোগিতা করছেন। 'গ্রন্থাগার কমিটি'র কিছু সভ্যও মনে করেন, পদ-নামে 'গ্রন্থাগারিক' শব্দ যুক্ত হওয়া উচিত। আশা করা যেতে পারে, আগামী দিনে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে পদ-নামের পুন-বিন্যাস বাস্তবে রূপ নেবে।

৮৪ আবেদন

অর্থ নৈতিক আন্দোলন থেকে নিশ্চয়ই গ্রন্থাগারিকরা বিরত থাকবেন না কিন্তু আত্মমর্যাদা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন। বৃত্তিভিত্তিক পদ-নামের জন্য সঠিক প্রচেষ্টা হওয়া উচিত তারই প্রথম ধাপ। গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সবার কাছে এই নিবন্ধের মাধ্যমে আমার আবেদন রাখছি বৃত্তিভিত্তিক পদ-নাম প্রবর্তনের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করার জন্য।

সার্বদশমিক বর্গীকরণ (15)

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক ডকুমেন্টেশন সেণ্টার, দিল্লী-১২
বিমল কান্তি সেন

ইতিপূর্বে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত 14টি স্তবকে আমরা সার্বদশমিক বর্গীকরণের (সা· দ· ব,) বিভিন্ন চিহ্ন, সাধারণ সহায়িকা, বিশেষ সহায়িকা এবং চিহ্নসমূহের সজ্জাক্রম নিয়ে আলোচনা করেছি। এবার আমাদের আলোচনা সা· দ· ব'য়ের মূল তালিকাকে কেন্দ্র করে।

বর্গীকরণের পথপ্রদর্শক মেলভিল ডিউই জ্ঞানের সমুদ্রকে দশটি মুখ্য ভাগে ভাগ করে তার দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতির গোড়াপত্তন করেছিলেন। সা· দ. ব· ডিউই দশমিক বর্গীকরণ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে বলে এর মূল কাঠামো আজও অনেকাংশে ডিউই দশমিক বর্গীকরণের অনুরূপই রয়ে গেছে। 1964 সালের আগে পর্যন্ত সা· দ· ব'য়েরও মূল বিভাগ ছিল মোট দশটি। 1964 সালে 4 অর্থাৎ ভাষাবিদ্যা এবং ভাষার বিভাগটিকে স্থান দেওয়া হয় 8 য়ের বিভাগে। ফলে 4 য়ের বিভাগ খালি হয়ে গেছে এবং এখনও খালি রয়েছে। সা. দ. ব. তে বর্তমানে নয়টি মূল বিভাগ। সেই বিভাগগুলি হল :

0—সাধারণী (Generalia)

1—দর্শন

2—ধর্ম, ধর্মতত্ত্ব

3—সমাজবিদ্যা

5—গণিত ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান

6—ব্যবহারিক বিজ্ঞান। চিকিৎসাবিদ্যা। প্রযুক্তিবিদ্যা

7—কলাবিদ্যা। বিনোদন। খেলাধূলা ইত্যাদি

8—ভাষাবিদ্যা। ভাষা। সাহিত্য

9—ভূগোল। জীবনী। ইতিহাস

0 সাধারণী

0 বিভাগটি অন্যান্য বিভাগগুলোর তুলনায় বেশ একটু স্বতন্ত্র। এই বিভাগটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যায় সাধারণভাবে গোটা জ্ঞানসমুদ্রই স্থান পেয়েছে এতে। 001 তারই প্রতীক। এ ছাড়াও স্থান পেয়েছে (1) এমন বিষয় যার বিস্তার জ্ঞানসমুদ্রের এক এক বিশাল অংশ জুড়ে। যেমন 008—সভ্যতা, কৃষ্টি এবং প্রগতি; 009—মানবশাস্ত্র (Humanities) এবং কলাবিদ্যা; (2) সেইসব বিষয় যেগুলো বিষয় হিসাবে স্বতন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও অন্য কোন বিভাগের আওতায় পড়ে না। যেমন 002—ডকুমেন্টেশন; 02—গ্রন্থাগারবিদ্যা, 07—সাংবাদিকতা ইত্যাদি; (3) এমন প্রকাশন যাতে বিভিন্ন বিষয়ের প্রসঙ্গাদি স্থান পায়। যেমন 03—বিশ্বকোষ, 05—সাময়িকপত্র, 08—সংকলন ইত্যাদি; (4) পাণ্ডুলিপি, দুর্লভ বা বিশেষ ধরণের গ্রন্থ বা প্রকাশন এবং (5) সংস্থা, সমিতি বা সম্মেলন ইত্যাদির সাধারণ প্রকাশন

আলোচ্য বিভাগের মুখ্য উপবিভাগগুলো হল :

00—উপক্রমণিকা। জ্ঞান ও কৃষ্টির মৌলিক তত্ত্ব

001—জ্ঞান ও বিজ্ঞানাবলী [সাধারণভাবে]

002—ডকুমেন্টেশন [02 য়ের মত বিভাজ্য]

003—সেমিওটিক্স্; শব্দার্থবিদ্যা Semantics); বাক্যগঠনবিদ্যা (syntactics)। লিখন। লিপি। চিহ্ন। প্রতীক ইত্যাদি

005—সংগঠন সমীক্ষা (Organisation study)। পদ্ধতি (Methodology) : বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ এবং প্রণালীবদ্ধকরণ

007 সক্রিয়তা এবং সংগঠন (Activity and Organising)। তথ্য, যোগাযোগ এবং নিয়ন্ত্রণতত্ত্ব (সাধারণভাবে) (Cybernetics)

008—সভ্যতা। কৃষ্টি এবং প্রগতি (সাধারণভাবে)

009—মানবশাস্ত্র এবং কলাবিদ্যা (সাধারণভাবে)

01—বিবলিওগ্রাফী। প্রকাশনপঞ্জী এবং সূচী

02—গ্রন্থাগারবিদ্যা

03—বিশ্বকোষ। অভিধান। সন্দর্ভগ্রন্থ (Reference book)

04—ব্রোশ্যুর। ভাষণ। থিসিস। চিঠিপত্র। প্রবন্ধ। বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি (04)য়ের মত বিভাজ্য

05—সাময়িকপত্র (05)য়ের মত বিভাজ্য

06—সংস্থা। সমিতি। সংগ্রহশালা। কনভেনশন! ইত্যাদি

07—সংবাদপত্র। সাংবাদিকতা।

08—সংকলন। (08)য়ের মত বিভাজ্য

09—পাণ্ডুলিপি। দুষ্প্রাপ্য এবং বিশেষ ধরণের গ্রন্থ বা প্রকাশন

আলোচ্য বিভাগে বইপত্র বর্গীত করার সময় নানাপ্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তাই এই বিভাগটির বিশেষ বিশেষ অংশ নিয়ে এবার আমরা আলোচনা করবো।

002—ডকুমেন্টেশন।

এই উপবিভাগটিকে 02 অর্থাৎ গ্রন্থাগারবিদ্যার মত ভাগ করতে বলা হয়েছে। 025 যেমন গ্রন্থাগার পরিচালনা, অনুরূপে 002.5 ডকুমেন্টেশন কেন্দ্রের পরিচালনা। 026—বিশেষ ধরণের গ্রন্থাগার (special library), অনুরূপে 002.6- ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র ইত্যাদি।

01—বিব্‌লিওগ্রাফী

বিব্‌লিওগ্রাফী কথাটি সাধারণতঃ দুই ধরণের বইকে বুঝিয়ে থাকে। প্রথমতঃ প্রকাশনপঞ্জী, দ্বিতীয়তঃ লেখার, ছাপার এবং পুস্তক প্রকাশনের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে, এই ধরণের বই, যেমন Esdaileয়ের Manual of bibliography, ডঃ আদিত্য ওহ্‌দেদারের 'গ্রন্থবিদ্যা' ইত্যাদি। 01 এই বর্গসংখ্যাটিতে বর্গীত হয় 'গ্রন্থবিদ্যা', Manual of bibliography এই ধরণের বই। এ ছাড়াও বিভিন্ন প্রকাশনপঞ্জী বা সূচী প্রণয়নের কৌশল বর্ণিত হয়েছে এমন ধরণের বই বা প্রকাশন। আর 011 থেকে শুরু করে 016 পর্য্যন্ত বর্গসংখ্যায় বর্গীত হয় বিভিন্ন ধরণের প্রকাশনপঞ্জী। 017 থেকে 019য়ে বর্গীত হয় বিভিন্ন ধরণের সূচী বা ক্যাটালগ।

011—সার্বিক এবং সাধারণ প্রকাশপঞ্জী।

প্রয়োজনে সময় সহায়িকা ব্যবহার্য্য।

উদা: 011 "18" উনবিংশ শতাব্দীর বইয়ের তালিকা

012—নির্দ্দিষ্ট লেখকের, সংস্থার এবং প্রকাশন সম্বন্ধিত প্রকাশনপঞ্জী।

বর্গসংখ্যার সাথে লেখকের সংস্থার এবং যে প্রকাশন-সম্বন্ধিত প্রকাশনপঞ্জী তার নাম ব্যবহার্য্য।

012 Tagore—রবীন্দ্র রচনাপঞ্জী।

012 CU—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনপঞ্জী।

ব্যক্তি এবং সংস্থা বিশেষের রচনার যেমন পঞ্জী হতে পারে, ঠিক তেমনি পঞ্জী হতে কোন একটি বইয়ের ব্যাপারেও। 'গীতাঞ্জলি'র কথাই ধরা যাক। এ বইটির কতগুলো সংস্করণ বেরিয়েছে, সমালোচনা বেরিয়েছে, অনুবাদ বেরিয়েছে, এ নিয়েও তো একটি পঞ্জী হতে পারে। এ ধরণের একটি পঞ্জীও বর্গীত হবে এখানে এবং তার বর্গসংখ্যা হবে 012 Tagore Gitanjali.

এখানে একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে যে লেখকের নিজস্ব রচনার পঞ্জী বর্গীত হবে এখানে। আর লেখকের উপর প্রকাশিত রচনাবলীর তালিকা বর্গীত হবে 016য়ে। যেমন 016: 92 Gandhi—গান্ধীর উপরে প্রকাশিত রচনাবলীর তালিকা (উদা: Gandhiana)

013—নির্দ্দিষ্ট লেখকগোষ্ঠী বা লেখক সম্প্রদায়ের প্রকাশন-পঞ্জী

উপরের শিরোনাম এই বর্গসংখ্যাটির ব্যাপ্তি (scope) সম্বন্ধে হয়ত পুরোপুরি নির্দেশ দেয় না। তাই এ বর্গসংখ্যাটির ব্যাপ্তি নিয়ে একটু আলোচনা প্রয়োজন। লেখক সম্প্রদায়কে ভাগ করা চলে স্থান, কাল, ভাষা, পেশা ইত্যাদি নানা দৃষ্টিকোণ থেকে। ফলে লেখক-সম্প্রদায়ের প্রকাশনপঞ্জীও হতে পারে নানাবিধ। বিভিন্ন ধরণের লেখকসম্প্রদায়ের প্রকাশনপঞ্জীর বর্গী-করণের বন্দোবস্ত রয়েছে এখানেই।

013(1/9)—নির্দিষ্ট দেশ, অঞ্চল বা জাতির লেখকদের প্রকাশনপঞ্জী

উদা : 013 (540)—ভারতের লেখকদের প্রকাশনপঞ্জী

013 (23)—পাহাড়ী অঞ্চলের লেখকদের প্রকাশনপঞ্জী

013 (1-77)—উন্নতিশীল দেশের লেখকদের প্রকাশনপঞ্জী

013 (44)—ফরাসী লেখকদের প্রকাশনপঞ্জী

013 = নির্দিষ্ট ভাষায় প্রকাশিত রচনাবলীর পঞ্জী

উদা : 013 = 82 রুশ ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা

013 " " নির্দিষ্ট যুগ বা সময়ের লেখকদের প্রকাশনপঞ্জী

উদা : 013 "16" সপ্তদশ শতাব্দীর লেখকদের প্রকাশন-

013 : নির্দিষ্ট পেশার লেখকদের, সংস্থার সভ্যবৃন্দের প্রকাশনপঞ্জী

উদা :—013 : 5—বিজ্ঞানীদের প্রকাশনপঞ্জী

013 : 78 সংগীতাজ্ঞদের প্রকাশপঞ্জী

013:—027.54 (540)—ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মীদের প্রকাশনপঞ্জী

014—ছদ্মনামী এবং অনামী লেখকদের প্রকাশনপঞ্জী। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রচনার তালিকা। নির্দিষ্ট বইয়ের সূচী। ইত্যাদি

015—আঞ্চলিক প্রকাশনপঞ্জী। জাতীয় প্রকাশনপঞ্জী

উদা :—015 (540)—Indian National Bibliography। 015 (541) "195" পঞ্চাশের দশকে পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশিত প্রকাশনের তালিকা

016—বৈষয়িক প্রকাশনপঞ্জীর প্রকাশনপঞ্জীর প্রকাশনপঞ্জী

উদা :—016:016 প্রকাশনপঞ্জী

016:5 বৈজ্ঞানিক বইপত্রের প্রকাশনপঞ্জী

বিভিন্ন ধরণের প্রকাশনপঞ্জী বর্গীকরণের নিয়ম এখানে বর্ণিত হল। আর একটি উদাহরণ দিয়ে এর আলোচনা শেষ করবো। নিম্নোক্ত ধরণের চারখানি প্রকাশনপঞ্জীর কথাই ধরা যাক।

(i) ফরাসী লেখকদের রচনাবলীর পঞ্জী

(ii) ফরাসীদেশে প্রকাশিত রচনাবলীর পঞ্জী

(iii) ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত রচনাবলীর পঞ্জী

(iv) ফরাসীদেশের উপর প্রকাশিত রচনাবলীর পঞ্জী

এই চারটে প্রকাশনপঞ্জীকে কীভাবে বর্গীত করা যেতে পারে, এবারে তাই দেখা যাক। ফরাসী লেখকদের রচনাবলীর পঞ্জী—এটি একই জাতির লেখকদের রচনার পঞ্জী। তাই এটি বর্গীত হবে 013য়ে। পূর্ণ বর্গসংখ্যাটি হবে 013 (44)। ফরাসীদেশে প্রকাশিত রচনাবলীর পঞ্জী নিঃসন্দেহে 015 য়ের আওতায় পড়ে। তাই এর বর্গসংখ্যা হবে 015 (44)। ফরাসীভাষায় প্রকাশিত রচনাবলীর পঞ্জীও বর্গীত হবে 013তে। পূর্ণ বর্গসংখ্যাটি হবে 013 = 40

017—বৈষয়িক এবং শ্রেণীবদ্ধ (Systematic) ক্যাটালগ। প্রকাশকদের ক্যাটালগ।

017.4—প্রকাশক, মুদ্রাকর এবং পুস্তক বিক্রেতার ক্যাটালগ

018 —লেখক ক্যাটালগ (author catalogue)

019—আভিধানিক ক্যাটালগ (dictionary catalogue)

02—গ্রন্থাগারবিদ্যা

025—গ্রন্থাগার পরিচালনা, পদ্ধতি ও রুটিন

025.3—সূচীকরণ ও নির্ঘণ্টীকরণ (indexing)

025.4—বর্গীকরণ

026—বৈষয়িক গ্রন্থাগার

নির্দিষ্ট বিষয়ের বর্গসংখ্যা : [কোলন] সহযোগে গঠিতব্য।

উদা :—026 : 63 কৃষি গ্রন্থাগার

027—সাধারণ গ্রন্থাগার

03—বিশ্বকোষ। অভিধান। সন্দর্ভগ্রন্থ

030.1—সাধারণ বিশ্বকোষ। ভাষা অনুযায়ী বিভাজ্য

সাধারণ বিশ্বকোষ এখানে, আর বৈষয়িক বিশ্বকোষ আপন বিষয়ের ঘরে (03) সহযোগে বর্গীত হবে।

উদা :—5/6 (03)—McGraw Hill encyclopedia on science and technology এমন অনেক বিশ্বকোষ আছে যার বিষয়বস্তু কোনও একটি দেশকে কেন্দ্র করে। যেমন McGraw-Hill encyclopedia of the Soviet Union। এসব ক্ষেত্রে বিশ্বকোষের বর্গসংখ্যার সংগে ঐ দেশেরও সহায়িকা জুড়ে দিতে হবে। কাজেই উপ-

রোক্ত বইটির বর্গসংখ্যা হবে 030.1 (47+57)।
030.1—বিশ্বকোষ, (47+57)—সোভিয়েত দেশ।
030.8—অভিধান

আলোচ্য পদ্ধতিতে অভিধান বহুভাবে বর্গীত করার বন্দোবস্ত রয়েছে। যা নিয়ে আগে বিস্তৃতভাবে আলোচনা হয়েছে (দ্রঃ গ্রন্থাগার 1377, 20 (8), 21 1(5) তাই এখানে আর তার পুনরালোচনা হচ্ছে না।

দেখা যাচ্ছে বিশ্বকোষ এবং অভিধান ছাড়াও সন্দর্ভ-গ্রন্থ আলোচ্য বর্গসংখ্যার আওতায় পড়ে। এখানে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক সন্দর্ভগ্রন্থ বলতে তো হাতবই (handbook), সারগ্রন্থ, (manuals) বিভিন্ন ধরণের প্রকাশনপঞ্জী, ভূচিত্রাবলী গেজেটিয়ার ইত্যাদি অনেক কিছু বোঝায়। তার সবই কি এখানে বর্গীত হবে। না, সেগুলোর জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট বর্গসংখ্যা এবং রূপবিভাগ (form division)। কাজেই সেগুলো বর্গীত হবে তাদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায়। 'জ্ঞান বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড', 'ছোটদের বুক অফ নলেজ' ইত্যাদি সাধারণ জ্ঞানের বই, যেগুলো বিশ্বকোষ বা অভিধান না হলেও এক ধরণের সন্দর্ভ গ্রন্থ, সেগুলো বর্গীত হবে এখানে।

04—ব্রোশ্যুর। ভাষণ। থিসিস। চিঠিপত্র। প্রবন্ধ। বিজ্ঞপ্তি। বিজ্ঞাপন ইত্যাদি

(04) এবং ভাষা অনুযায়ী বিভাজ্য।

উদা:—042 = 20 ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত ভাষণ,
044 = 40 ফরাসী ভাষায় লেখা চিঠি

05—সাময়িকপত্র

স্থান, সময়, ভাষা সহায়িকা এবং অক্ষর বা শব্দ ব্যবহার্য্য বৈষয়িক সাময়িকপত্র বিষয়ের ঘরে বর্গীত হবে (05) সহযোগে

050—ব্যবসায়িক এবং সম্পাদকীয় ব্যবস্থাপনা (management) 070য়ের মত বিভাজ্য

উদা :—050.3—ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপনা (business managment)
050.4—সম্পাদকীয় ব্যবস্থাপনা (editorial management)

058—'বর্ষপঞ্জী' ডাইরেক্টরী ইত্যাদি
058.7—ডাইরেক্টরী
059—পঞ্জিকা (almanac)। ক্যালেণ্ডার
06 প্রতিষ্ঠান (organisation) পরিষদ (association), সম্মেলন। প্রদর্শনী। সংগ্রহশালা। ইত্যাদি।

সাধারণ সংস্থার বর্গসংখ্যা গড়ার জন্য স্থান সহায়িকার সংগে শব্দ বা অক্ষর ব্যবহার্য্য। বৈষয়িক সংস্থা নির্দিষ্ট বিষয়ের ঘরে বর্গীত হয়: 06 বা এর উপবিভাগ সহযোগে।

উদা :—53:061.6(540) জাতীয় ভৌত গবেষণাগার,
06.02—সভ্য, নিয়ন্ত্রণ, প্রকার (category), অধিকার এবং .03 কর্তব্য
.04—ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনা: অফিস, ইত্যাদি
.05—কাজকর্ম, কার্যসূচী, মিটিং, প্রকাশন

উপরোক্ত .0 সহায়িকাগুলো 06য়ের উপবিভাগেই ব্যবহার্য্য।

061—সংস্থা (institution)। পরিষদ। সমিতি (society)। সম্মেলন। ইত্যাদি
061.1—সরকারী সংস্থা। অ্যাক্যাডেমী [উদা: সাহিত্য অ্যাকাডেমী]
061.2—অর্ধ-সরকারী বা বেসরকারী সংস্থা। সমিতি। ইত্যাদি
061.3—কনভেনশন। কংগ্রেস। সম্মেলন। ইত্যাদি।
061.4—প্রদর্শনী [স্থায়ী প্রদর্শনী 069য়ে বর্গীত হবে]
06.15—ব্যবসায়িকা সংস্থা, কোম্পানী ইত্যাদি
061.6—বিজ্ঞান-সংস্থা [উদা : 061.6:5 (54)
069—সংগ্রহশালা। (museum)

স্থান এবং সময় সহায়িকা ব্যবহার্য্য। কোলন বৈষয়িক সংগ্রহশালাও এখানে বর্গীত হবে। সহযোগে বিষয়ের সংখ্যা বসিয়ে।

উদা :—069 : 5/6 বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যা-বিষয়ক সংগ্রহশালা

07—সংবাদপত্র। সাংবাদিকতা

স্থান, সময়, ভাষাসহায়িকা এবং অক্ষর বা শব্দ ব্যবহার্য্য

070.1—উপযোগিতা, মান, প্রভাব, সেন্সরশিপ ইত্যাদি

.2 মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণ, সিণ্ডিকেট

.3 ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপনা

.4 সম্পাদকীয় ব্যবস্থাপনা

80—সংকলন। (08) য়ের মত বিভাজ্য

081—একজন লেখকের। বর্গসংখ্যার সংগে লেখকের নাম বা পদবী ব্যবহার্য্য। সংকলন বহুবিষয়ক রচনার হলে এখানে, আর কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের হলে সেই বিষয়ে (081) সহযোগে বর্গীত হবে।

উদা: 081 Gandhi – গান্ধী রচনাবলী

52/53 (081) Saha – Collected works of Meghnad Saha

082—একাধিক লেখকের।

সংকলন বহুবিষয়ক রচনার হলে এখানে, কোন এক বিষয়ের হল নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে, (082) সহযোগে বর্গীত হবে।

087.5 শিশুদের বই

087.7 সরকারী প্রকাশন

088 বিবিধ

088.5 ধাঁধা

09 পাণ্ডুলিপি। দুষ্প্রাপ্য এবং উল্লেখযোগ্য বই এবং প্রকাশন

091—পাণ্ডুলিপি

ভাষা ও বিষয় অনুসারে বিভাজ্য। পাণ্ডুলিপি যে বিষয়ের তার বর্গসংখ্যা 091য়ের পরে কোন সহযোগ বসবে।

উদা: 51 : 091 গণিতের উপর পাণ্ডুলিপি

092—কাষ্ঠখোদিত গ্রন্থ (Xylographic book)

সময় সহায়িকা ব্যবহার্য্য

093—ইনকিউনাবুলা (incunabula)

সময় সহায়িকা ব্যবহার্য

গ্রাহকদের প্রতি

আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে বিগত দুই বছর যাবত কাগজ, মুদ্রণ ব্যয় প্রভৃতি এমন হারে বেড়েছে যে সমস্ত কিছুই ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। এসত্বেও গত বছর আমরা অর্থ নৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হলেও 'গ্রন্থাগারের' চাঁদার হার বাড়াই নি। কিন্তু এ বছরে হয়ত স্থিতাবস্থা বজায় রাখা সম্ভব হবে না। এজন্য সমস্ত গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ, আগামী দিনে 'গ্রন্থাগারের' যে মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে সে বিষয়ে যেন তাঁরা সহযোগিতা করেন।

সম্পাদক

পরিষদের সদস্যদের প্রতি

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যদের প্রতি আবেদন এই যে, বহু সংখ্যক প্রতিষ্ঠান সদস্য এবং ব্যক্তিগত সদস্যের বার্ষিক চাঁদা বাকী পড়েছে। অথচ দৈনন্দিন ব্যয় এমন হারে বেড়েছে যে পরিচালনগত অসুবিধাও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে। এজন্য সমস্ত শ্রেণীর সদস্যদের প্রতি আবেদন এই যে তাঁরা যেন অবিলম্বে বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করে সহযোগিতা করেন।

কর্মসচিব

গ্রন্থাগার সংবাদ

চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগার ॥ কলিকাতা ॥

বিগত ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগারে গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য সম্বলিত প্রাচীর পত্র প্রদর্শিত হয় ও সপ্তাহব্যাপী শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক এক প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মাননীয় বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র। প্রদর্শনীতে বঙ্গ সাহিত্যে ব্যঙ্গ রচনা সম্পর্কে শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ হতে বর্তমানের নীরদ চৌধুরী পর্যন্ত সাহিত্যিকদের অর্থবহ উদ্ধৃতিসহ প্রাচীরপত্র এবং বহু পুরাতন ব্যঙ্গ-চিত্রের সমাবেশ, শরৎচন্দ্রের লেখার সম্পূর্ণ তালিকা উল্লেখযোগ্য। প্রতিদিন প্রদর্শনীতে বিচিত্রানুষ্ঠান, আবৃত্তি সম্পর্কে আলোচ্য ও আবৃত্তি, ভারত সরকারের উদ্যোগে তরজাগান, সঙ্গীতালেখ্য প্রভৃতি অনুষ্ঠান দর্শকদের মনোরঞ্জন করে।

সংস্কৃতি ॥ হাওড়া ॥

চাকপোতার প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান সংস্কৃতির উদ্যোগে ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে এক সভার আয়োজন করা হয়েছিল ঐ সঙ্গে সংস্থার পত্রিকা 'দেওয়াল লিখনের' বিশেষ গ্রন্থাগার দিবস সংখ্যা প্রকাশ করেন। আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী '৭৫ বেলা ১টায় আবৃত্তি প্রতিযোগিতা; বৈকাল ৪টায় পত্রিকা প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মকাভিনয় অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

বনগ্রাম সাধুজন পাঠাগার ॥ ২৪ পরগনা ॥

বিগত ২৮শে আশ্বিন, মহালয়ার অপরাহ্নে সাধুজন পাঠাগারের ৪০তম বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীবৈদ্যনাথ ব্যানার্জী চৌধুরী উদ্‌বোধন ভাষণ দেন। শ্রীজগদীশচন্দ্র দাশ প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। দেশ-বিদেশের শুভেচ্ছা পাঠ করেন শ্রীগোপাল চন্দ্র সাধু। পাঠাগারের বার্ষিক বিবরণীতে জানা যায় যে পাঠাগারের পুস্তক সংখ্যা ১১৫৩৬, সভ্য সংখ্যা ১৫৬, পুস্তক বিলি ৭৫৬০, বিভিন্ন সূত্রে আয় ৯৬৭৫·৭৪ টাকা। পাঠাগারটির বৈশিষ্ট্য যে এটি একটি বিনা চাঁদার গ্রন্থাগার।

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার ॥ বর্ধমান ॥

বিগত ২২শে ডিসেম্বর জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারের কর্মীবৃন্দের উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয়। গ্রন্থাগারিক শ্রীবাসুদেব চট্টোপাধ্যায় সভায় সভাপতিত্ব করেন; সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রস্তাবগুলি আলোচিত হয় এবং সমর্থিত হয়। সমাজ জীবনে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও আলোচনা হয়। সভায় গৃহীত নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। যে অবিলম্বে সারা পশ্চিমবঙ্গে নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার স্থাপনের জন্য গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করা হোক।

বিদ্যাসুন্দর সাহিত্য মন্দির : গড়জয়পুর ; পুরুলিয়া

গত ২৫শে ও ২৬শে নভেম্বর বিদ্যাসুন্দর সাহিত্য মন্দিরের ২৮তম বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীগুরুচরণ আচার্য, গ্রন্থাগারের রিডিং রুম সম্প্রসারণের কথা বার্ষিক বিবরণীতে বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। সভায় সাহিত্যে অশ্লীলতার প্রসংগ আলোচিত হয়। ২৬শে বিচিত্রানুষ্ঠান অনেক স্থানীয় শিল্পীর সমাবেশ ঘটেছিল।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী স্পনসর্ড লাইব্রেরী এমপ্লয়ীজ এ্যাসোসিয়েশন, পুরুলিয়া জেলা শাখা

গ্রন্থাগার আন্দোলনের ব্যাপক প্রসারের জন্য প্রতি বৎসর ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস হিসাবে পালিত

হয়ে আসছে। এই দিনে এবার পুরুলিয়া জেলা শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৩৬টি গ্রামীন গ্রন্থাগারের থেকে অর্ধশতাধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সভায় বর্তমান বছরের কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়। সভাপতি—শ্রীমহাদেব মুখোপাধ্যায়; কার্যকরী সভাপতি—শ্রীসুশান্ত হাজরা, সম্পাদক—বিশ্বনাথ কোলে ও কোষাধ্যক্ষ—বদন ভাণ্ডারী নির্বাচিত হন। সভায় সমাজ শিক্ষা অধিকারিক শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য বর্ণনা করেন। সভায় বিভিন্ন প্রদেশে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হলেও পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশিত হয়।

কেন্দ্রীয় সমিতির পক্ষ থেকে শ্রীঅনঙ্গ ভট্টাচার্য সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার

॥ ত্রিবেণী ; হুগলী ॥

বিগত ২০শে ডিসেম্বর পাঠাগারে গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীসুনীল কুমার মোদক। পাঠাগারের সাধারণ সম্পাদক শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে সরকারী পর্যায়ে গ্রন্থাগারগুলির স্বীকৃতি না থাকাতে গ্রন্থাগারগুলি নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সাধারণ শিক্ষাক্রমে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা ও সামাজিক দায় দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম হচ্ছে না। অর্থাভাবে গ্রন্থাগারগুলি পঙ্গুত্ব প্রাপ্ত হচ্ছে। ইহার কারণ গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হয় নাই।

সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়:—

(১) এই সভা দেশে অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের দাবী জানাইতেছে।

(২) এই সভা দেশের সমগ্র গ্রন্থাগারগুলির সুপরিচালন ও উন্নতি সাধনে প্রয়োজনীয় সরকারী সাহায্য প্রদানের দাবী জানাইতেছে।

(৩) দেশের শিক্ষা বাজেটে গ্রন্থাগারগুলির জন্য অন্তত শতকরা ২'৫ ভাগ ব্যয় করিবার দাবী জানাইতেছে।

English Abstracts

Volume—9 **Dec '74-Jan '75**

On national wage policy (**Editorial**)

Bengal Library Association highlighted the concept in the 31st Bengal Library conferance, held at Kurseong, 1974. This question came into surface during all India Railway strike and other democratic movement.

It is felt that there are differences in wages among the staff working under Central Govt. organisation and Central Govt. undertakings. There are anomalies in wages, when the wages of State Govt. employees are compared with those of Central Govt. employees. There is no principle in private sector.

In West Bengal anomalies exist in wages of teachers of all categories. Teachers & employees of sponsored organisations, Govt. sectors and private sectors are continuing their services with anomalous pay scales.

Library workers of different categories, employed in different organisations are going on with different kinds of wages. This process that pursued by the govt is not a recent one.

Thus it is high time to raise the question of uniform pay policy of the libeary workers and to resolve it through for united struggle right now.

Twentieth Century Library movement in Bengal and role Bengalees- **by Pramil chandra Bose.**

—In continuation of the first part the author stresses on the fact that library is the constituent, preserver and carrier of culture in a country. The concept of public library germinated in this soil as a result of direct European influence, particularly of the Missionaries. Important libraries like, Midnapore Public Library (1852), Calcutta Public Library (1836), Hooghly Public Library (1854), Konnagar Public Library (1858), Uttarpara Public Library (1859) were established in the midst of 19th cent renaissance.

In the directory published by BLA (1942) found that in united Bengal there were 876 public libraries among them at least 58 were established in the past century.

During first decade of 20th cent 54 libraries, 2nd decade 119, 3rd decade 113 and in the 4th decade 309 libraries were esteblished.

The author described the growth of libraries as a consequence of past century cultural movement, which was still effective in the present century.

Internationalism of library **by Birendra Chandra Bandopadhyay**

—The author states that the document itself is independent of time, space and nation, so the library which is essentially storehouse of documents becomes international in nature. Beside this library co-operation in international level began in 1896. Dissemination of information through abstracts, bibliographies and documention is common. But barriers are also there. Attempts for making Union List of Serials, World List of Scientific Periodicals, Index Bibliographicus were praised. National bibliopaphies, co-operative book collection are helpful methods for bibliographical control. According to these principle Farmington Plans in US Aand Scandia Plan in Scandinavian Countries were implemented. Role of UNESCO in the development of libraries in various countries admired. Other international bodies like IMF, UBU, World Bank, WMO., ILO, FAO etc help to extend library services.

In spite of these progress, illiteracy, class-difference, imperialism, chauvinism are the chief barrier of progress.

Author concludes, proper education and culture make a man civilised, library a vital organisation should be organised to help eradicate such barrier.

Profession-based designation : A few Proposals **Asok Basu**

The question of Profession-based designation is a long felt desire of the library Professionals. The library Professionals acquire professional know-how through the professional training programme conducted by the Universities/Institutions/Associations. By virtue of their professional expertise and the nature of services they render—they belong to the profession of Librarianship. The term 'Librarian' does not indicate only the managerial aspect of library services—rather it is a comprehensive term for both Exceutive Librarian and Non-Exceutive Librarian. Those who are entrusted with policy making, decision marking, etc are Executive Librarians. All the other library professionals are Non-Executive librarians. Existing socalbd designations, e g Library Assistant, Professional Assistant, Technical Assistant, etc should be redesignated with the term 'Librarian'. It means, in a library, there will be different levels of Librarians with different levels of scales of pay for different levels of jobs. If it is implemented there will be no structural disturbances as well as there will be no financial implications. This will be just renaming of existing cadres to reflect their professional skill through designations, just like other professions, eg Engineer, Teacher, etc.

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত কয়েকটি বই

West Bengal Library Directory

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সর্বাধিক সংবাদ প্রাপ্তির একমাত্র গ্রন্থ। মূল্য ২০ টাকা

Library Service in India To-day

মার্কিন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনাচক্রের বিবরণ। মূল্য ৩ টাকা

Library Personality & Library Bill for West Bengal

S. R. Ranganathan প্রণীত

পশ্চিমবঙ্গের সুসংগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে একটি গ্রন্থাগার আইনের খসড়া করেছিলেন বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানী ডঃ রঙ্গনাথন। মূল্য ২ টাকা

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা

আড়াই হাজারের বেশী সুনির্বাচিত বাংলা বই ও তৎসহ অন্যান্য কয়েকটী জ্ঞাতব্য বিষয়ের তালিকা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরলোকগত রামতনু লাহিড়ী, অধ্যাপক ৺শশিভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত। পুস্তক নির্বাচনের প্রকৃত সহায়ক গ্রন্থ। মূল্য ৫ টাকা

রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ডঃ বিমলকুমার দত্ত রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের এই বিশেষ দিকটি সম্পর্কে আলোকপাত করেন এই গ্রন্থে। গ্রন্থটি ডঃ নীহাররঞ্জন রায় কর্তৃক উচ্চ-প্রশংসিত। মূল্য ২ টাকা

গ্রন্থবিদ্যা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ডঃ আদিত্যকুমার ওহদেদার কর্তৃক রচিত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ। বাংলাভাষায় রচিত এই বিষয়ের একমাত্র পুস্তক। মূল্য ৪ টাকা

বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী

জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মী স্বর্গতা বাণী বসু সঙ্কলিত। ১৮৯১ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় ৫,৫০০ গ্রন্থ ও ১৫০ সাময়িক পত্রিকার প্রামাণ্য তালিকা। মূল্য ৭ টাকা

সবগুলি বইয়েই ৫০% কমিশন দেওয়া হবে।

Annual Price Rs. 10.00
Single issue Re. 1.00

Licensed to post without prepayment
LICENCE No. WB/CC-CL-2
Regd No. WB/CC—145

Volume 24 : No. : [illegible]

Dec. '74-Jan. '75

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to :
The Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University
Calcutta-12

All correspondence and papers for publication should be addressed to :
The Editor. Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta-14
Phone : 44-8566

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal-12

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Mudranee 131B, Bipin Behari Ganguly Street, Calcutta-12

Edited by : Ramkrishna Saha.

Associate : Editor : Subir Ghosh

If undelivered please return to :
Bengal Library Association
P-134, C. I. T. Scheme 52
Calcutta-13.

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

২৪ বর্ষ, দশম সংখ্যা ; মাঘ, ১৩৮১

সূচী

বার্ষিক মূল্য—১০'০০ প্রতি সংখ্যা ১ ০০

॥ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ॥

॥ ৩২তম অধিবেশন ॥

ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর

১২—১৪ এপ্রিল, ১৯৭৫

সবিনয় নিবেদন,

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে এবং আলাপানী মহকুমা গ্রন্থাগার, ঝাড়গ্রাম এর ব্যবস্থাপনায় আগামী ১২—১৪ এপ্রিল, ১৯৭৫ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের ৩২তম অধিবেশন মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামের আলাপানী পাঠাগারে অনুষ্ঠিত হইবে। সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী এ. এল. ডায়াস এবং সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র।

সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় :—

(১) গ্রন্থাগার ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা।

(২) পরিবর্তিত নূতন শিক্ষা ক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ।

দ্বিতীয় বিষয়টির জন্ত গ্রন্থাগার কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীদের নিকট হইতে প্রবন্ধাদি আহ্বান করা হইয়েছে। এই বিষয়ে প্রবন্ধ পরিষদ কর্মসচিবের নিকট আগামী ৭ই এপ্রিল, ১৯৭৫ র মধ্যে জমা দিতে হইবে।

সম্মেলনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য, শুভানুধ্যায়ী এবং জনসাধারণকে যোগদানের জন্ত অনুরোধ করা হইতেছে। যাঁহারা সম্মেলনের সাধারণ অধিবেশনে কোনও প্রস্তাব উত্থাপন করতে ইচ্ছুক তাঁহাদের সেই প্রস্তাব ৭ই এপ্রিল, ১৯৭৫ তারিখের মধ্যে পরিষদ কার্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে। অন্যান্ত সংবাদের জন্ত অভ্যর্থনা সমিতি অথবা পরিষদ কার্যালয়ে যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে সম্মেলন সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয় পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। সম্মেলনের বিস্তারিত অনুষ্ঠানলিপি পরে জানানো হইবে।

সম্মেলনে আপনাদের উপস্থিতি কামনা করি। নমস্কারান্তে—

এস, পি, লক্ষী, সভাপতি

এ, কে, দাস, সম্পাদক
অভ্যর্থনা সমিতি

চঞ্চল কুমার সেন
কর্মসচিব

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, ৩২তম অধিবেশন।
C/o, আলাপনী মহকুমা গ্রন্থাগার
পোঃ—ঝাড়গ্রাম, জেলা—মেদিনীপুর।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি-১৩৪ সি, আই, টি, স্কীম-৫২
কলিকাতা-১৪
(ফোন—৪৪-৮৫৬৬)

॥ জ্ঞাতব্য বিষয় ॥

১। সম্মেলন ১২—১৪ এপ্রিল, ১৯৭৫ শনিবার, রবিবার ও সোমবার অনুষ্ঠিত হইবে। ১২ এপ্রিল, ৫টায় সম্মেলনের উদ্বোধন হইবে এবং ১৪ এপ্রিল, সোমবার মধ্যাহ্ন ১২-০০ টায় সম্মেলন সমাপ্ত হইবে।

২। প্রতিনিধিদের তালিকাভুক্তিকরণের কাজ ১২ এপ্রিল, সকাল ৯-০০ টায় শুরু হইবে।

৩। যে কোন ব্যক্তি সম্মেলনে যোগদান করিতে পারেন। পরিষদের সদস্যদের (ব্যক্তিগত/প্রতিষ্ঠানগত) কোন প্রতিনিধি ফি লাগিবে না। যাঁহারা সদস্য নন তাঁহাদের চার টাকা প্রতিনিধি/দর্শক ফি লাগিবে। সদস্য প্রতিষ্ঠান-সমূহ দুইজন করিয়া প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিবেন। সম্মেলনে যোগদান করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ১০ এপ্রিল তারিখের মধ্যে অভ্যর্থনা সমিতিকে জানাইতে হইবে এবং প্রয়োজনীয় অর্থ অভ্যর্থনা সমিতির ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে।

৪। প্রতিনিধি দর্শকের নিজস্ব বিছানা ও মশারী আনিতে হইবে। ১২ তারিখ অপরাহ্ন হইতে ১৪ তারিখ মধ্যাহ্ন পর্যন্ত অবস্থান ও আহারাদির জন্য জনপ্রতি মোট ১৫·০০ টাকা করিয়া লাগিবে। যাঁহারা সম্মেলনের নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে ও পরে অবস্থান ও আহারাদি করিবেন, তাঁহাদের অভ্যর্থনা সমিতিকে পূর্বেই জানাইতে হইবে এবং এইজন্য অতিরিক্ত অর্থ দিতে হইবে।

৫। কলিকাতা হইতে ঝাড়গ্রাম যাইবার সুবিধাজনক পথ :

ট্রেনপথ : (ক) হাওড়া হইতে ঝাড়গ্রাম—বোম্বে বা স্টীল এক্সপ্রেস যোগে। দূরত্ব কিলোমিটার।

বোম্বে এক্সপ্রেস	ছাড়িবে	১১-৫৫মিঃ	পৌঁছাইবে	১৫-৬মিঃ
স্টীল এক্সপ্রেস	ছাড়িবে	২১টাঃ	পৌঁছাইবে	২৩-৩৫মিঃ

ভাড়া প্রথম শ্রেণী ৬৬·০৫। দ্বিতীয় শ্রেণী ৮·৫০।

(খ) হাওড়া হইতে লোকাল ট্রেনে খড়্গপুর (ভাড়া ৬·৪৫) যাওয়া যায়। খড়্গপুর হইতে বাসযোগে ঝাড়গ্রামে যাওয়া যায়।

৬। অভ্যর্থনা সমিতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনীর আয়োজন করিবেন।

৭। সম্মেলনের বিস্তারিত অনুষ্ঠান সূচী পরে জানানো হইবে।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—রামকৃষ্ণ সাহা | সহযোগী সম্পাদক—সুবীর ঘোষ

বর্ষ ২৪, সংখ্যা ১০ | ১৩৮১, মাঘ

গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে এবার গ্রন্থাগার সম্মেলনের ৩২ তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আগামী ১২-১৪ই এপ্রিল '৭৫ তারিখে মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামে, আলাপনী মহাকুমা গ্রন্থাগারে। উদ্বোধন করবেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত এণ্টনি ল্যান্সলট ডায়াস। সভাপতিত্ব করবেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র।

এছাড়াও লক্ষ্য করার বিষয়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে, (১) গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও (১) পরিবর্ত্তিত নতুন শিক্ষাক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ।

মনে করা স্বাভাবিক যে এই সম্মেলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কেননা, একথা আজ অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, আমাদের হতভাগ্য দেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা এখনও বৃটিশ প্রবর্ত্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামোসর্বস্ব। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে অনেক মনীষীই এই শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। বৃটিশ ধ্যান ধারণার ওপরে যে সামান্য অদল বদল এই দীর্ঘ ১৮ বৎসরের মধ্যে হয়েছিল, তা প্রায় সবই উৎসাহের অপব্যয়, বিশৃঙ্খলার নামান্তর।

আজ সঙ্কটলগ্নে দেখতে পাওয়া যায়, ছাত্র অসন্তোষ, শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মী অসন্তোষ। তৎসহ গ্রন্থসংকট সহ বিবিধ অব্যবস্থা। অনিবার্য ভাবেই অভিভাবক সম্প্রদায় বিভ্রান্ত—তাঁদের অভিযোগের ভাষাও আজ সঙ্কীর্ণতায় আচ্ছন্ন। বহু কমিটি-কমিশনও বোধহয় খুব স্বাভাবিক কারণেই মূল্যহীন হয়ে উঠেছে। এক কথায় আমাদের দেশে আজ শিক্ষা ব্যবস্থাটি পঙ্গু হয়ে পড়েছে—শিক্ষার প্রতি—তথা জনসাধারণের প্রতি। সমাজের ক্ষমতাশালী নেতৃত্ব মৌলিক দরদী দৃষ্টি ভঙ্গীর অভাব-জনিত গুরুতর রোগ প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন।

কিন্তু গ্রন্থাগার আন্দোলন—যার সূচনালগ্ন থেকেই আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন প্রমুখ বহু মনীষীর চিন্তাধারা তথা আশ্রয়ধন্য হয়ে সংগঠিতভাবে এই বঙ্গদেশে বিগত পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ চলে আসছে তার অভিজ্ঞতা নিঃসৃত বক্তব্য আজ কিন্তু স্পষ্ট।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের স্পষ্ট বক্তব্য—গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা—আজীবন শিক্ষার সুযোগ সাধারণের গ্রন্থাগার প্রবর্ত্তনের মাধ্যমে—বিনাচাঁদা প্রথায় গ্রন্থাগার আইন ভিত্তিক। প্রতিটি স্কুলে স্কুলে গ্রন্থাগার প্রবর্তন—স্কুল পরিবেশ থেকেই ভবিষ্যৎ নাগরিকদের প্রতি উপযুক্ত স্ব-শিক্ষার পর্ব নির্দেশ। সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একটি বিজ্ঞানভিত্তিক আনুপাতিক স্পষ্ট সম্পর্ক।

অবশ্য এমন বক্তব্য বলিষ্ঠকণ্ঠে উচ্চারণের জনবল আজ যথেষ্ট নয়। পুরোভাগে ইতিমধ্যেই যে গ্রন্থাগার কর্মীরা এসে গেছেন, তাঁদের যোগ্যতা সামর্থ্য নিয়েও অনেক প্রশ্ন

দেখা দিয়েছে। অর্থ নৈতিক ও মর্যাদাগত প্রশ্নে অনেক বৈষম্যমূলক আচরণ তাদের হতাশাগ্রস্থ করে তুলেছে সন্দেহ নেই।

তবুও সংকটলগ্নে প্রতিজ্ঞাগ্রহণের সময় আজ—গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তনকে অবশ্যম্ভাবী করতে হবে, প্রতিজ্ঞাকে বাস্তবায়িত করবার কথা বারম্বার বলতে হবে, জনসাধারণের সমর্থনপুষ্ট সোচ্চার ঘোষণার মাধ্যমে। গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের শরিক কাউকেই হতাশ হলে চলবে না। সাক্ষী হিসাবে ৩২তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন উপলক্ষে, রাজ্যপাল ডায়াস, সুসাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ অনেককেতেই যেমন পাচ্ছি, পেয়েছি, তেমনি আরও অনেককে ভবিষ্যতেও বৃহত্তর জনসমাজেও অবশ্যই পাব। এবং অদূর ভবিষ্যতেই দেখতে পাব যে জনস্বার্থমুখী শিক্ষাব্যবস্থার আওতায় সুষ্ঠু গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাফল্য অনিবার্য হয়ে এসেছে,—গ্রন্থাগার আইনভিত্তিক সাধারণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে,—তথা গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাটি জনসাধারণের বৃহত্তর স্বার্থে যে অবশ্যম্ভাবী এই বক্তব্য, ছাত্র-শিক্ষক—শ্রমিক নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের উপলব্ধি ধন্য হয়ে বাস্তবে অনুসৃত হচ্ছে।

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার মালিকানা ও প্রকাশন সংক্রান্ত বিবরণী

(ফর্ম ৪, নিয়মাবলী নং ৮)

প্রকাশনার স্থান	:	কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কলিকাতা-১২
প্রকাশ কাল	:	মাসিক
মুদ্রাকরের নাম	:	শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়
জাতি	:	ভারতীয়
ঠিকানা	:	১০০/১, ভুপেন্দ্র বসু এ্যাভিনিউ, কলিকাতা-৪
প্রকাশকের নাম	:	শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়
জাতি	:	ভারতীয়
ঠিকানা	:	১০০/১, ভুপেন্দ্র বসু এ্যাভিনিউ, কলিকাতা-৪
সম্পাদকের নাম	:	রামকৃষ্ণ সাহা
জাতি	:	ভারতীয়
ঠিকানা	:	৩৩/২/এইচ, রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫
পত্রিকার স্বত্বাধিকারী	:	বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
ঠিকানা	:	কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২

আমি শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরিউক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

১।৩।৭৫

স্বাক্ষর : সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়
প্রকাশক

*সুশীলচন্দ্র ঘোষ স্মারক বক্তৃতা

বিংশ শতকে বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার আন্দোলনে বাঙ্গালী

প্রমীল চন্দ্র বসু

বসুনগর, মধ্যমগ্রাম, ২৪ পরগণা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

লর্ড কার্জন ও গ্রন্থাগার আন্দোলন

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জন ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হ'য়ে এদেশে আসেন। কল'কাতা তখন ভারতবর্ষের রাজধানী। সে সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য শহর ছিল লণ্ডন এবং তার পরেই শহর হিসাবে দ্বিতীয় স্থান ছিল কল'কাতার। ইংরেজের স্বার্থ সংরক্ষণে লর্ড কার্জন এদেশে আমাদের জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূলে অনেক কাজ ক'রেছেন এবং এদেশবাসী সম্বন্ধে কটুক্তিও করেছেন একথা সত্য। অন্যদিকে একথাও স্বীকার ক'রতে হয় যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে লর্ড কার্জনের মন ছিল সচেতন এবং পরিচ্ছন্ন। এবং এ বিষয়ে এদেশে প্রগতিমূলক পন্থা অবলম্বনে তিনি উৎসাহী ছিলেন। এই কারণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় শহর ক'লকাতা নগরীকে সম্ভাব্য বিষয়ে লণ্ডনের অনুকরণে গড়ে তোলার সাধ তাঁর মনে ছিল।

লর্ড কার্জনের এদেশে আসার বহুপূর্বে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে আগষ্ট ক'লকাতার কিছু সংখ্যক বিদেশী এবং এদেশীয় বিদগ্ধজনের উদ্যোগে ক'লকাতা পাবলিক লাইব্রেরী নামে এক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কলকাতায় এক জনসভা হয়। এই সভায় গৃহীত পুস্তকের কার্যকরী রূপ হিসাবে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ঐ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ঐ বৎসরের মার্চ মাসে তার উদ্বোধন হয়। এই ঘটনার প্রায় পঞ্চান্ন বছর পরে ১৮৯১ সালে ভারত সরকারের কয়েকটি বিভাগীয় লাইব্রেরীকে একত্রিত ক'রে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী নামে কলকাতায় এক সরকারী লাইব্রেরী গঠিত হয়।

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরী নানা উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে দীর্ঘকাল অগ্রসর হয়ে ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে চরম দুরবস্থায় উপনীত হয়। কলকাতায় আসার পর লর্ড কার্জন তৎকালে মেটকাফ হলে Metcalfe Hall) অবস্থিত কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরিটি পরিদর্শন করেন। পক্ষান্তরে পূর্ববর্ণিত ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীটিরও তখন সংস্কার ও উন্নয়নে প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছিল।

বিদেশে এসেও লর্ড কার্জনের স্মৃতিপটে লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরী এবং অক্সফোর্ডের বডলিয়ান (Bodlean) লাইব্রেরীর চিত্র সমুজ্জ্বল ছিল। ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী এবং ভারত সংস্কৃতির পীঠস্থান কলকাতা শহরে অনুরূপ আদর্শের এক গ্রন্থাগার গড়ে তোলার সাধ তার মনে জেগেছিল। লর্ড কার্জনের আগ্রহে মুমূর্ষুপ্রায় কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর স্বত্ব ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত হ'ল এবং সরকারি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর সাথে এই লাইব্রেরী একত্রিভূত করে উভয় লাইব্রেরীর সংযোগে গঠিত লাইব্রেরীটিকে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী নাম দিয়ে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুন লাইব্রেরীটি জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হ'ল। এই লাইব্রেরীতে ভারতবর্ষ সম্পর্কে বিভিন্ন ভাষায় লিখিত সকল গ্রন্থ এখানে সংগৃহীত হবে এবং সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত মানের রেফারেন্স (Reference) বই ওখানে রাখা হবে লর্ড কার্জনের ইহাই ছিল ইচ্ছা। লর্ড কার্জন কর্তৃক পুনর্গঠিত কলকাতার এই ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী কালক্রমে আজ ভারতের ন্যাশনাল লাইব্রেরী বা জাতীয় গ্রন্থাগার নামে দেশে এবং বিদেশে সুপরিচিত।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর মাধ্যমে জনসাধাণকে অবাধে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ

এবং অধিকার দেবার সরকারী দায়িত্বের স্বীকৃতি এবং তার আয়োজন আমাদের দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে অবশ্যই এক অভূতপূর্ব, উল্লেখযোগ্য এবং উৎসাহব্যঞ্জক ঘটনা। সে যুগে জনসাধারণকে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ দেবার সরকারী দায়িত্ব গ্রহণের এই অচিন্ত্যনীয় অথচ সঙ্গত এবং বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লর্ড কার্জনের আগ্রহেই সম্ভব হয়েছিল। লর্ড কার্জনের এই প্রগতিমূলক কার্য এদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের মর্যাদা তথা শক্তি বৃদ্ধি করে আন্দোলনের গতিকে অগ্রসর হতে যে যথেষ্ট সাহায্য করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই প্রগতিশীল উদার দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য লর্ড কার্জন এদেশবাসীর অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই পুনর্গঠিত ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর প্রথম লাইব্রেরীয়ান ছিলেন ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ম্যাকফারলেন (Macfarlane) সাহেব, কিন্তু তার পরবর্তী লাইব্রেরীয়ান হিসাবে নিযুক্ত হয়ে ছিলেন বহুভাষাবিদ এক বাঙ্গালী মনীষী যাঁর নাম হরিনাথ দে।

বিপ্লববাদ ও গ্রন্থাগার

বিংশ শতকের শুরুতে ফল্গুধারার মত গোপন বৈপ্লবিক ভাবধারা বাংলাদেশে প্রবাহিত ছিল। বিদেশী শাসকের দৃষ্টির অন্তরালে বৈপ্লবিক কাজকর্ম করার জন্য এই সময়ে দেশে গুপ্ত সমিতির সৃষ্টি হয়। বৈপ্লবিক আদর্শ ও কর্মকাণ্ড প্রসারের উদ্দেশ্যে নানা জায়গায় শরীর চর্চার আখড়া স্থাপিত হয়। বিপ্লবীদের মনে প্রেরণা জোগাবার জন্য এই সকল আখড়ায় শরীর চর্চার সাথে সাথে বৈপ্লবিক সাহিত্য পাঠ ও আলোচনার প্রয়োজন ছিল। এই প্রয়োজনের তাগিদে ছোট ছোট গ্রন্থসংগ্রহ এবং ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার গ'ড়ে তোলা হ'ত। তৎকালীন বৈপ্লবিক কাজকর্মের সাথে ভগিনী নিবেদিতার যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল সে কথা আজ আর অজানা নেই। ভগিনী নিবেদিতার জীবন কাহিনী আলোচনায় এবং বাংলাদেশের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার ইতিহাস চর্চায় জানা যায় যে গুপ্ত সমিতির ব্যবহারের জন্য তরুণ মন সহজে স্বদেশ মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে সেই ধরণের অনেক বই গুপ্ত সমিতি তাঁর কাছ থেকে পেয়েছিল। এই সকল বই এর বিস্তৃত তালিকাও পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে ছিল আইরিশ বিদ্রোহের ইতিহাস, সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধের ইতিহাস, ডাচপ্রজাতন্ত্রের কথা, গ্যারিবল্ডীর জীবনী, রমেশচন্দ্র দত্ত, ডিগবী, দাদাভাই নৌরোজী প্রভৃতির রচিত অর্থনীতির বই, অধ্যাপক ও কাকুরার বই, পিটার ক্রপটকিনের বই, ম্যাৎসিনির বই প্রভৃতি। গুপ্ত সমিতির এই সকল বই দেশের সর্বত্র গোপনে প্রেরিত ও পঠিত হত। ম্যাৎসিনির আত্মজীবনীর যে অধ্যায়ে গেরিলা যুদ্ধ পদ্ধতির বর্ণনা আছে বিশেষভাবে সেই অধ্যায়টি টাইপ করে দেশের চারিদিকে গোপনে যুবকদের মধ্যে বিতরিত হত। কাজেই একদিকে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার যেমন সে সময়ে বৈপ্লবিক চিন্তাধারা প্রসারে সহায়তা করেছে অন্যদিকে তেমনি এই ব্যবস্থায় গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার ব্যবহারের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রন্থাগার আন্দোলনও পরোক্ষভাবে শক্তি ও গতিবেগ অর্জন করেছে।

গ্রন্থাগারের সাথে বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায় বিদেশী শাসকদের নিযুক্ত পুলিশ বাহিনীর যুগপৎ বিপ্লবী যুবক এবং গ্রন্থাগারের উপর নির্যাতনে। এই নির্যাতন স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্যায় পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। গ্রন্থাগারের সাথে বিপ্লবীদের সম্পর্ক বিষয়ে সরস্বতী প্রেসের শ্রীঅরুণ চন্দ্র গুহ প্রবন্ধকারকে লেখেন, "যুবকদের সঙ্ঘবদ্ধ করার ও শিক্ষাদানের জন্য গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় অন্ততঃ ২৫/৩০ খানা বই সংগ্রহ করে হতো এবং বাংলা লাইব্রেরী গঠনের সূচনা ওখান হতে শুরু হয়।" পরিতাপের বিষয় বাংলাদেশে বিপ্লবীদের কার্যতৎপরতা এবং যুবসংগঠনের সাথে গ্রন্থাগারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনা হতে পারেনি। বিপদের সম্ভাবনায় বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষার জন্য গুপ্ত আন্দোলনের সকল তথ্য ও নিদর্শন নষ্ট করে ফেলা বিপ্লবীদের আদর্শ ছিল। এই কারণে নির্ভরযোগ্য তথ্যাদির অভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলনের এই দিকের পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করা সহজ নয়। সে যুগের বিপ্লবীদের যে কয়জন আজও যাঁরা জীবিত আছেন গ্রন্থাগার আন্দোলনে উৎসাহী ব্যক্তিদের কেহ যদি তাঁদের সাথে যোগাযোগ করে এবিষয়ে তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিবরণ সংগ্রহ করেন তা' হলে কিছু তথ্য সংগৃহীত হতে পারে।

স্বদেশী আন্দোলন ও গ্রন্থাগার

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জনের নির্দেশে রাজনৈতিক কারণে বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হয়। বঙ্গ ভঙ্গের ফলে বাংলা দেশে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। সেই বিক্ষোভ থেকে উদ্ভূত স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল বন্যা জনচিত্তে বিপুল প্লাবন সৃষ্টি করে। পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত হবার জন্যে বাঙ্গালী নানা ভাবে আত্মনির্ভরশীল এবং কর্মচঞ্চল হতে চেষ্টা ক'রতে থাকে। এই প্রয়াস অনেক গঠনমূলক কাজের প্রেরণা জোগায়। আনুষঙ্গিকভাবে স্বাদেশিকতার চেতনার ভিত্তিতে দেশের বিভিন্নদিকে গ্রন্থাগারেরও সৃষ্টি হতে থাকে। এমন কি সে সময়ে গ্রন্থাগার সৃষ্টির এই তরঙ্গের আঘাত সুদূর অন্ধ্রদেশেও গ্রন্থাগার সৃষ্টির অনুকূলে কার্য ক'রেছিল ; তার উল্লেখ যথা সময়ে করা যাবে। গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার এই উদ্যোগের ফলে বিংশ শতকের প্রথম দশকে ন্যুনপক্ষে অন্তত: ৫৪টি নতুন গ্রন্থাগার বাংলাদেশে স্থাপিত হয়েছিল এ তথ্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগার নির্দেশিকা পুস্তক দৃষ্টে জানা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয় আইন ও গ্রন্থাগার

বিংশ শতকের প্রথম দিকে বাংলাদেশে শিক্ষায়তনেও গ্রন্থাগারের প্রসারের কারণ ঘটে। ১৮৫৭ সালের ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইনের বিধান অনুসারে প্রতিষ্ঠিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষালয়ের অনুমোদন এবং পরীক্ষা গ্রহণের একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র ছিল। পঠন পাঠনের আয়োজনের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছিল না। লর্ড কার্জনের উদ্যোগে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে 'ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন' নামে এক কমিশন' নিযুক্ত হয়। কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ এক সুপারিশে উচ্চতর শিক্ষাদান ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব অধ্যাপকবৃন্দ নিয়োগ এবং শিক্ষা ও গবেষণা কাজের সহায়তার উদ্দেশ্যে লাইব্রেরী ও ল্যাবরেটরির আয়োজন রাখার কথা বলা হয়। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯০৪ সালে 'ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন' (Indian Universites Act) নামে নতুন এক আইন বিধিবদ্ধ হয় এবং অতঃপর এই আইনের বিধান অনুসারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম সংগঠিত ও পরিচালিত হতে থাকে। এই আইনে বিশ্ববিদ্যালয়কে পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করার অধিকার দেওয়া হয় এবং আনুষঙ্গিকভাবে গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা রাখার কথাও উল্লেখ করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন আইন প্রবর্তনের পর ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বনামধন্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদে বৃত হন। দূর দৃষ্টি-সম্পন্ন স্যর আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, শিক্ষকতা ও গবেষণামূলক কাজের উন্নতিকল্পে উপযুক্ত গ্রন্থাগার গ'ড়ে তোলার প্রয়োজন বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন গ্রন্থাগারটির যথা সম্ভব উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হন। স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের নিজস্ব ভবন নির্মাণের উদ্দেশ্যে দ্বারভাঙ্গার মহারাজার কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা দান হিসাবে সংগৃহীত হয়

ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিষয়ক সীমানার মধ্যে অবস্থিত উচ্চবিদ্যালয় সমূহকে পূর্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করতে এবং সেই অনুমোদন বজায় রেখে চলতে হ'ত। উচ্চবিদ্যালয়ের অনুমোদনের এবং সে অনুমোদন বজায় রাখার জন্যে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯০৪ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ভিত্তিতে কতকগুলি (Regulation) রচিত হয়। তখন পর্যন্ত উচ্চবিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার রাখার বাধ্যতামূলক কোন নিয়ম ছিল না। নূতন বিধিগুলির মধ্যে একটা ধারা সংযোজনের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনের জন্যে এবং সে অনুমোদনের স্বীকৃতি বজায় রাখার জন্যে ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ে আবশ্যিকভাবে উপযুক্ত গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং ঐ গ্রন্থাগারে পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত অন্যান্য গ্রন্থ ক্রয়ের জন্য বার্ষিক অন্যূন ষাট টাকা ব্যয় ক'রতে হবে ব'লে বাধ্যতামূলক নির্দেশ দেওয়া হ'ল। কাজেই বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক ভাবে গ্রন্থাগার রাখার প্রয়োজনের স্বীকৃতি বিংশ শতকের প্রথম দশকেই সর্বপ্রথম দেওয়া হ'ল।

চিঠিপত্র

সম্পাদক

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গন্থাগার পরিষদ

মাননীয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

গ্রন্থাগার পত্রিকার ২৪ বর্ষ, নবম সংখ্যাতে অশোক বসু মহাশয়ের 'বৃত্তিভিত্তিক পদনাম : কয়েকটি প্রস্তাব' নামক প্রবন্ধটি পড়ে খুবই অভিভূত হয়েছি। কারণ এজাতীয় আলোচনা আমার ১৬ বছরের গ্রন্থাগার কর্মী জীবনে দেখেছি বলে মনে পরে না। একথা তিনি ঠিকই বলেছেন যে অর্থ নৈতিক আন্দোলন থেকে গ্রন্থাগারিকরা বিরত থাকবে না কিন্তু আত্মমর্যাদা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও যথেষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ। আমার মতে শুধুমাত্র সামাজিক প্রতিষ্ঠার আন্দোলন যথেষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ বললেই চলবে না বরং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে যদি অর্থ নৈতিক দাবীকে পরিস্ফুট এবং সোচ্চার করে তুলে ধরতে হয় তাহলে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন গ্রন্থাগার কর্মীদের বৃত্তিভিত্তিক পদনাম।

আমি বসু মহাশয়কে সাধুবাদ জানাই কারণ তিনি বলিষ্ঠভাবে বলেছেন যে গ্রন্থাগারে কর্মরত গ্রন্থাগারিক বৃত্তিকুশলীদের পদের বিন্যাস ও পদের নামাকরণের ক্ষেত্রে এক অচল অনড় 'মধ্যযুগীয়' চিন্তাধারা কাজ করে চলেছে। ভাবতে অবাক লাগে যে গ্রন্থাগার বৃত্তিতে নিযুক্ত এমনও কিছু লোক আছে যে তারা করে করে গ্রন্থাগারিক বলতে শুধুমাত্র যিনি একটি গ্রন্থাগারের পরিচালক রূপে কাজ করে থাকেন এবং বেশীরভাগ বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মী তাদের চোখে গ্রন্থগার সহকারী। বসু মহাশয় এখানেও দেখিয়েছেন যে গ্রন্থাগার সহকারী পদের প্রথম শব্দ 'গ্রন্থাগার' একান্তভাবেই স্থাননির্দ্দেশক এবং কোনভাবেই বৃত্তিনির্দ্দেশক নয়। বসু মহাশয়ের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত যেখানে তিনি বলেছেন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত এবং গ্রন্থাগার বৃত্তির যে কোন স্তরে নিযুক্ত ব্যক্তি মাত্রেই গ্রন্থাগারিক।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে যেখানে আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অন্যান্য বৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিরা তাদের বৃত্তিভিত্তিক পদনাম আদায় করে সামাজিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন সেখানে গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি গ্রহণ করেও আজ বহু কর্মী গ্রন্থাগারিক বলে স্বীকৃতি লাভ করেন নাই। জানিনা আর কতকাল ঐ সকল হতভাগ্য গ্রন্থাগার কর্মীরা তাদের বৃত্তিভিত্তিক পদনাম থেকে বঞ্চিত থাকবে।

তাং ২২-২-৭৫

ভবদীয়

শ্রীদীপক কুমার রায়
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিকভাবে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

ফণিভূষণ রায়

গ্রন্থাগারিক, কমার্শিয়াল লাইব্রেরী

কলিকাতা-১

প্রবীর রায়চৌধুরী

রীডার, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগ,

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-৩২

সংক্ষিপ্ত টীকা

এই টীকাটি আলোচনার সুবিধার জন্য নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা হয়েছে :—

১ 'সাধারণ গ্রন্থাগার' কথাটির তাৎপর্য

২ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা।

৩ উন্নয়নশীল দেশে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের মত রাজ্যে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা।

৪ পশ্চিমবঙ্গে প্রকৃত অর্থে সাধারণ গ্রন্থাগারের অভাব।

৫ পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার সমূহ

৫১ বর্ত্তমান অবস্থা

৫২ সমস্যাসমূহ

৬ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে উন্নয়নের প্রস্তাবসমূহ :

৬১ নতুন গ্রন্থাগার স্থাপনা এবং গ্রন্থসম্পর্কিত পরিচারণের সম্প্রসারণ

৬২ পূর্বোক্ত পরিচারণসমূহের সুনির্দিষ্ট নীতি ও প্রকৃতি

৬৩ পরিচালনগত প্রকৃতি—গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করার প্রচেষ্টা

৬৪ কর্মীর প্রয়োজন

৬৫ আর্থিক বরাদ্দ

৭ কলকাতার জন্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের কর্মসূচী

৮ উপরোক্ত পরিকল্পনায় কর্মী নিয়োগের সম্ভাব্যতা

৯ উপরোক্ত পরিকল্পনা আশু রূপায়ণের প্রয়োজন।

১ 'সাধারণ গ্রন্থাগার' কথাটির তাৎপর্য

সাধারণ গ্রন্থাগার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং এর উদ্দেশ্য হোল জনগণকে "শিক্ষিত" ও "অবহিত" করে তোলা এবং সেই সঙ্গে জনগণের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা। বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাইতেও এর কর্মধারার বৈচিত্র্য ও গুরুত্ব সমধিক। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি সংস্থা (UNESCO) সাধারণ গ্রন্থাগার সমূহকে যথার্থরূপে "জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়", "সমষ্টির সংস্থা", এবং লব্ধ শিক্ষা অব্যাহত রাখার অন্যতম মাধ্যম বলে অভিহিত করেছেন।

কিন্তু সাধারণ গ্রন্থাগার বলতে বর্তমানে আমরা এমন একটি গ্রন্থাগারকে বুঝি, যেটির পরিচালন ব্যয় সরকারী কোষাগার থেকে করা হয়ে থাকে এবং যেটিতে কোনরূপ বৈষম্য ব্যতিরেকে সর্বসাধারণের বিনামূল্যে অবাধ প্রবেশাধিকার থাকে।

২ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা

গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনগণ একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। এটি আরও সুষ্ঠুভাবে হতে পারে যদি জনগণ দেশের সমস্যাসমূহ সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত থাকেন। এবং এই ক্ষেত্রে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি জনগণকে দেশের সমস্যাসমূহ সম্পর্কে অবহিত ও সজাগ থাকতে এবং তাদেরকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের কর্মসূচীতে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত ও সক্রিয় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

৩ উন্নয়নশীল দেশে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের মত রাজ্যে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা

একটি উন্নত দেশে জনগণ সমকালীন ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত ও সজাগ থাকেন। কিন্তু একটি উন্নতিকামী দেশে জনগণ ততটা বেশী অবহিত বা সজাগ থাকেন না। স্বভাবতই বিভিন্ন উন্নয়নশীল কর্মসূচীতে তাদের অংশগ্রহণ স্বতঃস্ফূর্ত নয়। সমকালীন ঘটনাবলীর সঠিক ও সর্বশেষ তথ্যসহ জনগণকে সর্বদা অবহিত ও সজাগ রাখবার প্রয়োজন দেখা দেয়।

একটি উন্নতিকামী রাজ্য হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি, শিল্প, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচীতে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিন্ত করতে হলে তাঁদেরকে ঘটনাবলীর সঠিক ও সর্বশেষ তথ্য সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। গ্রাম ও শহরের প্রতিটি মানুষকে দেশের উন্নয়নমূলক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে হবে যাতে তাঁরা বেশী সংখ্যায় সক্রিয়ভাবে উৎপাদনশীল কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করতে পারেন। এটা না করলে কোন কর্মসূচীই সার্থক হবে না।

উপরোক্ত প্রয়োজন ছাড়াও, এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, সদ্য সাক্ষর জনগণের অর্জিত শিক্ষাকে অব্যাহত রাখতে এবং তাকে সার্থক করে তুলতে সাধারণ গ্রন্থাগারের অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে।

৪ পশ্চিমবঙ্গে প্রকৃত অর্থের সাধারণ গ্রন্থাগারের অভাব

দুর্ভাগ্য ও পরিতাপের বিষয় হোল এই যে, পশ্চিমবঙ্গে প্রকৃত অর্থের সাধারণ গ্রন্থাগারের একান্তই অভাব। যে গ্রন্থাগারগুলিকে সাধারণ গ্রন্থাগার আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে প্রধানতঃ দুটিভাগে ভাগ করা যায় (১) জনগণের পরিচালিত চাঁদাকেন্দ্রিক গ্রন্থাগার। যেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ১৯৬১ সালের রেজিষ্ট্রি আইনের এক্তিয়ারে রেজিষ্ট্রিকৃত। (২) অন্য আরেক ধরণের সাধারণ গ্রন্থাগার হোল স্পনসর্ড এবং কিছু সরকারী কর্তৃত্বাধীনে।

এই ধরণের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি জনগণের সেই অংশের কাছে উন্মুক্ত থাকে যাঁরা নির্দিষ্ট পরিমাণে চাঁদা দিতে এবং বই নেবার জন্য জামানত জমা রাখতে প্রস্তুত থাকেন।

নিঃশুল্ক গ্রন্থাগারের একান্তই অভাব। এই গ্রন্থাগারগুলি সকালে বা সন্ধ্যায় খুব অল্প সময়ের জন্যই খোলা থাকে। সুতরাং 'সাধারণ গ্রন্থাগার' এই কথার প্রকৃত তাৎপর্য স্মরণে রেখে বলা যায় যে এই ধরণের গ্রন্থাগার পশ্চিমবঙ্গে নেই বললেই চলে।

৫. পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগারসমূহ

৫১ বর্তমান অবস্থা

সংযোজিত সারণীর সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গের উপরোক্ত দুই প্রকারের সাধারণ গ্রন্থাগারের ব্যাপ্তির গতি প্রকৃতি সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়। ছকে যে চিত্র উদ্ভাসিত, বাস্তব অবস্থা তার চাইতেও সংকটজনক। এই চিত্র প্রস্তুত করার জন্য জনসংখ্যা ও শিক্ষিতের হার ১৯৭১ সালের আদমসুমারী থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, স্পনসর্ড ও সরকারী নিয়ন্ত্রিত গ্রন্থাগারগুলি সম্পর্কে তথ্য ১৯৭২ সালের তথ্য থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং চাঁদাকেন্দ্রিক সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি সম্পর্কে তথ্য ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত West Bengal Library Directory নামক পুস্তক থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

(ক) সারণী পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারগুলির বন্টন

১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	জেলা	আয়তন (বর্গমাইল)	জনসংখ্যা	শহরের সংখ্যা	গ্রামের সংখ্যা	শিক্ষিত	গভঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার	সরকারী পরিচালনায় গ্রন্থাগার	জনগণের পরিচালিত চাঁদা কেন্দ্রিক গ্রন্থাগার	মোট সংখ্যা
১)	বাঁকুড়া	২৬৪৭·০	২০৩৫,২৭৩	৫	৩৫৫৩	৫৩৩,৪৩৩	৩৭	×	১৩৮	১৭৫
২)	বীরভূম	১৭৪৫·০	১৭৭৯.৮০৫	৬	২২৩৪	৪৬৯,৫৯৪	৩৯	×	১৬৬	২০৫
৩)	বর্দ্ধমান	২৭০৫·৫	৩৯২০,৩৯৫	১৯	২৬৬৫	১,৩৫০,০১১	৫৪	×	২৯১	৩৪৫
৪)	কলকাতা	৩৯·৮	৩১৪১,১৮০	১	—	১,৮৯৫,৭৭৩	১	×	৩৪১	৩৪২
৫)	কুচবিহার	১৩১৩·৯	১৪১২,১৪৮	৬	১১৩৮	৩১০,৫৭৬	৩৬	১	৩৭	৭৪
৬)	দার্জিলিং	১২৫৬·৬	৭৬৫,৬৭৭	৪	৫৩৬	২৫১,৯৪৪	৩৬	১	৪২	৭৯
৭)	হুগলী	১২১২·১	২৮৭৩,৭৭৯	১৬	১৯১১	১১০৯,৪২৫	৫৪	১	২২৮	২৮৩
৮)	হাওড়া	৭৬০·১	২৪২০,০৯৫	২৩	৭৮৭	৯৬০,১৫২	৪৮	×	২৭৩	৩২১
৯)	জলপাইগুড়ি	২৩৮২·৯	১৭৫২,১৭১	৭	৭৭৪	৪২৪.২৯২	৩৪	×	৩২	৬৬
১০)	মালদা	১৩৯১·৯	১৬১৪,৫৭০	২	১৬০৩	২৭৮,৬১০	২৭	×	৫৭	৮৪
১১)	মেদিনীপুর	৫২৫৩·৪	৫৫১৫,৩২০	১৪	১০৬১৮	১৮১৩,৩৩৯	৬৮	১	৩১৪	৩৮৩
১২)	মুর্শিদাবাদ	২০৭২·২	২,৯৪২,১২৫	৯	১৯৩২	৫৭৬,২৬২	৩৮	×	১৫৩	১৯১
১৩)	নদীয়া	১৫০৯·১	২,২২৯,০২২	১২	১২৮২	৮৯৭,৯২৯	৩৪	×	১৫১	১৮৫
১৪)	পুরুলিয়া	২৪০৭	১,৬১০,৫৭৭	৫	২৪৯০	৩৫২,৩৪৩	৩৭	×	৬৭	১০৪
১৫)	২৪ পরগণা	৫৬৩৭·৭	৮,৪৮১,৭৪৩	৪৯	৩৮১৪	৩,২৫৯,৬৪১	৮৪	৩	৪৭৪	৫৬১
১৬)	পঃ দিনাজপুর	২০৬১·৯	১,৮৪৬,২১৫	৬	৩১৩০	৪০৫,২৫৩	৩৪	×	৬৫	৯৯
	মোট	৩৪১৯৪·১	৪৪,৪৪০,০৯৫	১৮৫	৩৮,৪৬৫	১৪,৬৮৮,৭৪৫	৬৬১	৭	২৮২৯	৩৪৯৭

খ সারণী : পশ্চিমবঙ্গে সরকার নিয়ন্ত্রিত ও অনুমোদিত গ্রন্থাগারগুলির চিত্র

গ্রন্থাগারের প্রকৃতি ও পরিচালন	বাঁকুড়া	বীরভূম	বর্দ্ধমান	কলকাতা	কুচবিহার	দার্জিলিং	হুগলী	হাওড়া	জলপাইগুড়ি	মালদহ	মেদিনীপুর	মুর্শিদাবাদ	নদীয়া	পুরুলিয়া	২৪ পরগণা	পঃ দিনাজপুর	মোট
১) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (সরকারী) (রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার শীর্ষ দেশ থেকে নেতৃত্ব—বাস্তবক্ষেত্রে পাঠকক্ষ উন্মুক্ত রেখে পাঠকদের সাহায্য)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	১	—	১
২) উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার (সরকারী) উত্তরবঙ্গের গ্রন্থাগারগুলির উন্নয়নে নেতৃত্ব দেওয়া—বাস্তবক্ষেত্রে কুচবিহার জেলার জেলা গ্রন্থাগাররূপে সীমাবদ্ধ																	
৩) জেলা গ্রন্থাগার (অনুঃ (জেলার গ্রন্থাগার ব্যবস্থাব নেতৃত্ব দেওয়ার পরিবর্তে যে শহরে অবস্থিত সেই শহর এবং জেঃ গ্রঃ পঃ এর সদস্যদের সাহায্য)	১	১	২	—	—	১	১	১	১	১	২	১	১	১	২	১	১৭
৪) শহর / মহকুমা গ্রন্থাগার (অনুঃ) (যে শহরে অবস্থিত সেখানেই কার্য ধারা সীমাবদ্ধ)	—	—	৩	—	—	২	২	—	১	১	৩	১	২	—	৬		
৫) টাকী জেলা গ্রন্থাগার (সরকারী) (জেলা গ্রন্থাগারের অনুরূপ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	১	—	১
৬) কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (সরকারী) (যে শহরে অবস্থিত সেইস্থানে কর্মধারা সীমাবদ্ধ)	—	—	—	—	—	১	—	—	—	—	—	—	—	—	১	—	২
৭) উত্তর পাড়া সাধারণ গ্রন্থাগার (সরকারী) (নির্দ্দিষ্ট শহরে কার্য ধারা সীমাবদ্ধ)	—	—	—	—	—	—	১	—	—	—	—	—	—	—	—	—	১
৮) আঞ্চলিক গ্রন্থাগার (স্পনসর্ড) (নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলে কার্য ধারা সীমাবদ্ধ)	১	১	১	১	১	৬	২	—	—	—	—	—	—	—	৭	—	২০
৯) গ্রামীন গ্রন্থাগার (স্পনসর্ড) (নির্দ্দিষ্ট গ্রাম এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামাঞ্চল)	৩৫	৩৭	৪৮	—	৩৫	২৭	৪৯	৪৭	৩২	২৫	৬৩	৩৬	৩১	৩৬	৬৯	৩৩	৬০৩
১০) দীঘা গ্রন্থাগার (সরকারী) (অবস্থানের স্থানে সীমাবদ্ধ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	১	—	—	—	—	—	১
	৩৭	৩৯	৫৪	১	৩৭	৩৭	৫৫	৪৮	৩৪	২৭	৬৯	৩৮	৩৪	৩৭	৮৭	৩৪	৬৬৮

৫২ পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির সমস্যা সমূহ

৫২১ সংখ্যাল্পতা একটি প্রধান সমস্যা

নির্দিষ্ট সংখ্যক গ্রাম ও শহরের আপেক্ষিক প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগারগুলির সংখ্যা যথার্থ পরিমাণে স্বল্প। প্রতিটি গ্রন্থাগারের সেবার গড় দায়িত্বের প্রকৃতি নিম্নের ছকে উল্লেখ করা হোল :—

পরিধির ব্যাপ্তি	কতটি গ্রাম ও শহরকে এর আওতাভুক্ত করতে হয়	জন সংখ্যার পরিমাণ	কত সংখ্যক শিক্ষিত এর যোগদিতে হয়
১০ বর্গমাইল এলাকা	১১	৯৯৭৮	১৯২২

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে যে সমস্ত ক্ষীয়মান এবং মুমূর্ষ সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি রয়েছে তাদের পক্ষে এই অপরিসীম দায়িত্বের বোঝা খুবই দুর্বিসহ।

৫২২ অপর্যাপ্ত অনুদানের ব্যবস্থা

নিদারুণ আর্থিক অসচ্ছলতা ও সঙ্কট এইসব গ্রন্থাগারের বহুমুখী সমস্যাসৃষ্টির অন্যতম কারণ।

৫২২১ রাজ্যের গ্রন্থাগার জগতের উন্নতির জন্য রাজ্যসরকারের ব্যয়হারও সামান্য

মাথাপিছু গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় এবং গ্রন্থাগারের জন্য শিক্ষা বাজেটের ব্যয় বরাদ্দের শতকরা হিসাবের পর্যালোচনা যদি করা যায় তবে এই সত্য উদঘাটিত হবে যে রাজ্য সরকারও এই সমস্ত গ্রন্থাগারগুলির জন্যও সামান্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে থাকেন।

নিম্নের ছকটি এই সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা দেবে :—

গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় বরাদ্দ (১৯৭৩-৭৪)	গ্রন্থাগারগুলির জন্য সরকার কর্তৃক মাথাপিছু ব্যয়	গ্রন্থাগারের জন্য রাজ্য শিক্ষা বাজেটের শতকরা হিসেব
৪০ লক্ষ	৯ পয়সা	শতকরা ½ ভাগ।

৫২২২ জনগণের পরিচালিত চাঁদাভিত্তিক সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির আর্থিক অবস্থার দুঃখজনক চিত্র

জনগণ পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলির আয়ের উৎস হোল সদস্যদের প্রদত্ত চাঁদা। প্রতিবছরে চাঁদা বাবদ এই সব গ্রন্থাগারগুলির আয় গড় ৩০০·০০ থেকে ৬০০·০০ মধ্যে। প্রথমতঃ সরকার কিংবা স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন সংস্থা বার্ষিক গড়ে ৫০·০০ থেকে ২০০·০০ পর্যন্ত যে অনুদান এইসব গ্রন্থাগার পেয়ে থাকেন সেটাও প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। দ্বিতীয়তঃ, এই অনুদান প্রাপ্তির ক্ষেত্রেতে থাকে অনিশ্চয়তা এবং প্রচণ্ড অনিয়ম। তৃতীয়তঃ. বিরাট সংখ্যক গ্রন্থাগার এই অনুদান থেকে একেবারেই বঞ্চিত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কলকাতা পৌরসংস্থা এবং বিভিন্ন জেলার পৌরসংস্থাগুলির এই বাবদ যে অনুদান দিতেন সেটিও আজ ৮-৯ বছর ধরে বন্ধ আছে।

পশ্চিমবঙ্গের জনগণ পরিচালিত চাঁদাভিত্তিক গ্রন্থাগারগুলির চরম আর্থিক দুর্দশা নিম্নের ছকের সাহায্যে বোঝা যাবে :—

আয়				ব্যয়			
সদস্যদের সংখ্যা	চাঁদা	দান	সরকারী সাহায্য	পুস্তকাদি	সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র	বাঁধাই	দৈনিক ব্যয় তহবিল
				১৫০·০০	১২০·০০	২০·০০	৬০·০০
১০০	৩০০·০০	অনিশ্চিত	৫০.০০ (অনিশ্চিত ও অনিয়মিত)	(১০টির জন্য) গড় মূল্য ১৫·০০ করে	(১টি সংবাদ পত্র ও একটি সাময়িকপত্রের জন্য)	(৮টি বইয়ের জন্য) গড় খরচ ২·৫০ করে।	প্রতিদিন গড়ে ব্যয় ৫, করে)

৫২২৩ অনুমোদিত গ্রন্থাগার সমূহ : পুস্তক, পত্রিকা এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ অপ্রতুল বরাদ্দ

স্পনসর্ড গ্রন্থাগার সমূহে যে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয় তার পরিমাণও অত্যন্ত অপ্রতুল। এই অনুদানের পরিমাণ গ্রন্থাদি ক্রয় এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় খাতে অত্যন্ত অপ্রতুল।

নিম্নলিখিত ছকটির সাহায্যে প্রকৃত অবস্থা সম্যকরূপে উপলব্ধি করা যাবে।

গ্রন্থাগারের প্রকৃতি	সংখ্যা	এলাকার ব্যাপ্তি	গ্রন্থাদি ক্রয়ের জন্য বার্ষিক অনুদান (টাকার অঙ্ক)	আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ বার্ষিক অনুদান (টাকার অঙ্ক)
১) জেলা গ্রন্থাগার	১৭	যে শহরে অবস্থিত সেই শহর এবং গভঃ স্পনসর্ড জেলা গ্রন্থাগার সমিতির সদস্য গ্রন্থাগারসমূহকে গ্রন্থাদি যোগান দেওয়া	৩,০০০·০০	২,০০০·০০
২) শহর/মহকুমা গ্রন্থাগার	২১	যে শহরে অবস্থিত	১,৮০০·০০	১,২০০·০০
৩) আঞ্চলিক গ্রন্থাগার	২০	একটি ছোট শহর অথবা গ্রাম এবং তার নিকটবর্তী অঞ্চল	নেই	৬০০·০০
৪) গ্রামীন গ্রন্থাগার	৬০৩	যে গ্রামে অবস্থিত সেটি এবং নিকটবর্তী গ্রামগুলি	নেই	৬০০·০০

উপরিউক্ত ছকের সাহায্যে এটি বুঝতে অসুবিধা হয় না যে জেলা গ্রন্থাগার ও শহর/মহকুমা গ্রন্থাগারের জন্য গ্রন্থাদি ক্রয় এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়ের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ খুবই অপ্রতুল। এটা আরও লক্ষণীয় যে আঞ্চলিক ও গ্রামীন গ্রন্থাগারের জন্য গ্রন্থাদি ক্রয়ের জন্য কোন ব্যয় বরাদ্দের ব্যবস্থা নেই। আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ বরাদ্দের পরিমাণও যৎসামান্য। প্রয়োজনীয় পাঠ্য সামগ্রী গ্রন্থাগারের সংগ্রহে নিয়মিত সংযোজন না করার ফলে গ্রন্থাগারগুলি নিশ্চল হয়ে পড়েছে।

৫২২৪ অনুমোদিত গ্রন্থাগারসমূহ : মাথাপিছু সরকারী ব্যয়ের প্রকৃতি

পশ্চিমবঙ্গের স্পনসড´ গ্রন্থাগারগুলিকে গ্রন্থাদি ক্রয় এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ সরকার যে মোট অর্থ বরাদ্দ করেছেন প্রয়োজনের তুলনায় তার পরিমাণ খুবই সামান্য।

নিম্নলিখিত সারণীর সাহায্যে এটি পরিস্কার রূপে দেখা যাবে :—

ব্যয়ের প্রকৃতি	গ্রন্থাদির জন্য বার্ষিক বরাদ্দ (টাকা)	আনুষঙ্গিক ব্যয় বার্ষিক বরাদ্দ। (টাকা)
১' অনুমোদিত গ্রন্থাগারের জন্য সরকারের মোট ব্যয়	৮৮,০০০·০০	১,৩৩,০০৪ ০০
২) ১৯৭১ সালের আদম শুমারী অনুসারে ম্যাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ	এক পয়সার ১/৫ অংশ	এক পয়সাব [illegible] অংশ
৩) ১৯৭১ সালের আদম শুমারী অনুসারে প্রতি স্বাক্ষর ব্যক্তি পিছু	এক পয়সার ১/৪ অংশ	এক পয়সার ২·৯ অংশ

৫২২৫ অনুমোদিত গ্রন্থাগারের সমূহ : কর্মীসংখ্যার অপ্রতুলতা এবং তাহাদের বেতনাদির দুঃখ জনক অবস্থা

গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রে সামগ্রিক ব্যয় বরাদ্দের অপ্রতুলতা, কর্মী সংখ্যার অপ্রতুলতা এবং তাদের দুঃখজনক বেতনাদির জন্য মূলতঃ দায়ী। যেহেতু গ্রন্থাগার কর্মীরাই গ্রন্থাগারগুলিকে সার্থক গতিশীল সংস্থা হিসেবে পরিচালিত করতে পারেন। সেইজন্য তাদের আর্থিক অনটন দূর করা সরকারের প্রাথমিক কর্ত্তব্য।.

নিম্নলিখিত সারণীটি পর্য্যালোচনা করলে এবিষয়ে স্পষ্ট ধারণা করা যাবে :—

গ্রন্থাগারের শ্রেণী	গ্রন্থাগারিকের সংখ্যা/বেতন ক্রম	গ্রন্থাগার সহকারীর সংখ্যা/বেতন ক্রম	গ্রন্থাগার পরিচারকের সংখ্যা/বেতন ক্রম	গ্রন্থযান চালকের সংখ্যা/বেতন ক্রম	ক) পিয়ন খ) সাইকেল পিয়ন গ) পিয়ন বাঁধাই ধারী ঘ) দারোয়ান ঙ) নাইট গার্ড´ চ) ক্লীনার এর সংখ্যা/বেতন ক্রম	মোট সংখ্যা
১) জেলা গ্রন্থাগার (১৭টি জেলা গ্রন্থাগারের প্রত্যেকটিতে)	১ টা: ২৭০ — ৫৪০ অতিরিক্ত ভাতা টা: ২৫·০০	২ ১৮৪ — ২৭০	২ ১৫৫ — ১৮৫	১ ১৭৫--২৩০	৪ (ক),(খ),(ঙ),(চ) ১৩০-১৬৫	=১০ ১০ × ১৭ = ১৭০
২) শহর/মহকুমা গ্রন্থাগার ১টির প্রত্যেকটিতে)	১ টা: ২৩৭ – ৪০৪	১ ১৮৪ — ২৭০	১ ১৫৫ — ১৮৫	× ×	(গ) ১ ১৩০ — ১৬৫	=৪ ৪ × ২১ = ৮৪

৩) আঞ্চলিক গ্রন্থাগার (২০টির প্রত্যেকটিতে)	১ ১৮৪—২৭০	×	×	×	(খ) ১ ১৩০—১৬৫	=২ ২×২০ =৪০
গ্রামীণ গ্রন্থাগার (৬০৩টির প্রত্যেকটিতে)	১ ১৮৪—২৭০	×	×	×	(খ) ১ ১৩০—১৬৫	=২ ২×৬০৩ =১২০৬
মোট সংখ্যা ৬৬১	৬৬১	৫৫	৫৫	১৭	৭১২	১৫০০

বি: দ্র: একমাত্র পশ্চিমদিনাজপুরের জেলা গ্রন্থাগারে (বালুরঘাট) একজন সহকারী গ্রন্থাগারিক টা: ২৩৭—৪০৪ বেতনক্রমে নিযুক্ত আছেন।

৫২৩ সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রে সুসংবদ্ধতা ও সুপরিকল্পনার অভাব

সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির মালিকানা কিংবা পরিচালনা, কোনকিছুর মধ্যেই কোন সামঞ্জস্য নাই। বিশেষ করে পরিচালনার ক্ষেত্রে যে বিশৃঙ্খলা রয়েছে সেটা নিম্নলিখিত সারণীর সাহায্যে বোধগম্য। পরিচালন ক্ষেত্রে এই বিভিন্নতাই গ্রন্থাগারগুলির সুপরিকল্পিত সুসংবদ্ধকরণের অন্তরায়।

গ্রন্থাগারের শ্রেণী	সংখ্যা	মালিকানা	পরিচালনা
সরকার নিয়ন্ত্রিত সাধারণ গ্রন্থাগার	৭	সরকার	সরকার
সরকার অনুমোদিত	৬৬১	বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক; এই সংস্থাগুলির অধিকাংশই রেজিষ্ট্রেশন আইন, ১৯৬১ দ্বারা রেজিষ্ট্রিকৃত।	দ্বৈত পরিচালন (ক) অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ এবং কর্মী নিয়োগে সরকারে কর্তৃত্ব। (খ) বিভিন্ন সংস্থার পরিচালক সমিতি কর্তৃক প্রশাসনিক পরিচালনা।
জনসাধারণের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত চাঁদা ভিত্তিক গ্রন্থাগার	২৮২৯	(ক, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রেজিষ্ট্রিকৃত সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত (খ) কোন কোন ক্ষেত্রে অরেজিষ্ট্রিকৃত সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত	নির্বাচিত কিংবা মনোনীত পরিচালক সমিতি

৫২৪ সরকার নিয়ন্ত্রিত এবং সরকার অনুমোদিত গ্রন্থাগার সমূহে: বিশৃঙ্খল অবস্থা

জনসাধারণ পরিচালিত চাঁদাভিত্তিক গ্রন্থাগারগুলির উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোন পরিকল্পনা বা সুসংবদ্ধতা আশা করাটা বৃথা। কিন্তু এবিষয়ে কোন সন্দেহ বা দ্বিধা নেই যে সরকারের প্রত্যক্ষ্য পরিচালনায় কিংবা সরকার অনুমোদিত গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রে জনগণ সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং সুসংবদ্ধতা আশা করবেন। কিন্তু বাস্তব অবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিপরীতধর্মী। নামকরণের পদ্ধতি, নির্দিষ্ট এলাকায় কর্মীদের দায়িত্ব অর্পণ, গ্রন্থ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ বরাদ্দ, কর্মীদের সংখ্যা এবং উহাদের বেতনক্রম—এগুলির কোনটির ক্ষেত্রেই প্রয়োজনের দিকে নজর রেখে সুনির্দিষ্ট কোন নিয়ম অনুসরণ করা হয়নি। নিম্নলিখিত সারণীর সাহায্যে এই অবস্থার একটি সম্যক চিত্র পাওয়া যাবে :—

পরিচারণের বিভিন্ন স্তর	বিবিধ নামকরণ	কর্মীদের দায়িত্ব অর্পণের প্রক্রিয়ার	গ্রন্থাদি ক্রয় বাবদ বার্ষিক অনুদান	আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ বার্ষিক অনুদান	কর্মীদের সংখ্যা	বেতনক্রমেব প্রসার (উচ্চতম ও সর্বনিম্ন)
	১ জেলা গ্রন্থাগার (১৭) অনুমোদিত	যে শহরে অবস্থিত সেই শহর এবং সবকার অনুমোদিত জেলা গ্রন্থাগার সমিতির সদস্য গ্রন্থাগার সমূহকে গ্রন্থাদি সরবরাহ করা	৩০০০·০০	২০০০·০০	১০	২৭০—৫৪০ এবং ১৩০—১৬৫
জেলাস্তরে	২ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (২) (সরকারী)	যে স্থানে অবস্থিত সেই স্থান এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল	৩০০০·০০	১৮০০·০০	৪	৪০০ ৭৫০ এবং ১৩৫-১৮০
	৩ টাকী সরকারী জেলা গ্রন্থাগাব	জেলা গ্রন্থাগারের অনুরূপ	৩০০০·০০	২০০০·০০	১০	৪০০-৭৫০ এবং ১৫৫-১৮০
	৪ উত্তর পাড়া সাধারণ গ্রন্থাগার (সরকারী)	যে স্থানে অবস্থিত সেই স্থানে	গ্রন্থাদি ক্রয় বাবদ বরাদ্দ উল্লিখিত নয়; পত্র পত্রিকা বাবদ বরাদ্দ ১২০০·০০	৩০০০·০০ (বিবিধ)	১২	৪০০-৭৫০ এবং ১৩৫-১৮০
	শহর গ্রন্থাগার (১০) (সরকার অনুমোদিত)	যে শহরাঞ্চলে অবস্থিত সেই শহর	১৮০০·০০	১২০০·০০	৪	২৩৭-৪০৪ এবং ১৩০-১৬৫
শহরাঞ্চল	আঞ্চলিক গ্রন্থাগার (২০) (সরকার অনুমোদিত)	যে শহরে অবস্থিত সেই শহর	১৮০০·০০	১২০০·০০	৪	২৩৭-৪০৪ এবং ১৩০-১৬৫
গ্রামাঞ্চল	আঞ্চলিক গ্রন্থাগার (২০) (সরকার অনুমোদিত)	নির্দিষ্ট অঞ্চলটি	নেই	৬০০·০০	২	১৮৪-২৭০ এবং ১৩০-১৬৫
	গ্রামীণ গ্রন্থাগার (৬০৩) (সরকার অনুমোদিত)	সে গ্রামে অবস্থিত সেই গ্রাম এবং তার নিকটবর্তী গ্রাম সমূহ	নেই	৬০০·০০	২	১৮৪-২৭০ এবং ১৩০-১৬৫

৫২৫ অসম উন্নয়ন : সরকারী এবং সরকার অনুমোদিত গ্রন্থাগারগুলির বিক্ষিপ্ততা

চাঁদাভিত্তিক জন সাধারণের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারগুলির যেমন সুপরিকল্পনার মাধ্যমে গড়ে উঠতে পারেনি—সমূহ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যের কথা হোল এই যে, সরকার অনুমোদিত গ্রন্থাগারগুলি পরিকল্পিত পথে উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে পারেনি। এই সব গ্রন্থাগারগুলি সারা রাজ্যে অসমভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে। অবস্থা কোন কোন ক্ষেত্রে এমন বিচিত্র যে কতগুলি শহরাঞ্চলে গ্রামীণ গ্রন্থাগারের যেমন প্রতিষ্ঠা দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি একটি জেলা গ্রন্থাগারের অবস্থান দেখতে পাওয়া যাবে গ্রামীণ পরিবেশে। জন সাধারণের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত চাঁদা ভিত্তিক অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত গ্রন্থাগারগুলির কথা ছেড়ে দিলেও সরকার নিয়ন্ত্রিত এবং সরকার অনুমোদিত গ্রন্থাগারগুলির অসম ইতস্ততঃ বিস্তার এবং শ্লথ অগ্রগতি নিম্নলিখিত সারণীর সাহায্যে সহজেই বোধগম্য; সারণীটি প্রস্তুত করার সময় এটি ধরে নেওয়া হয়েছে যে সরকার নিয়ন্ত্রিত গ্রন্থাগার শহর/মহকুমা এবং জেলা গ্রন্থাগারগুলি (একটি বাদে), শহরাঞ্চলে এবং গ্রামীণ ও আঞ্চলিক গ্রন্থাগারগুলি গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত :—

শ্রেণী	সংখ্যা ; ১৯৬১ সালের আদম সুমারী অনুসারে	গ্রন্থাগারগুলির সংখ্যা ১৯৭২ সালের তথ্য অনুসারে	যে সব শহর/গ্রামাঞ্চল এ কোন গ্রন্থাগার নেই তার সংখ্যা
শহর	১৮৪	৪৪	১৪০
গ্রামাঞ্চল	৩৮,৪৬৫	৬২৩	৩৭,৮৪২

৫২৬ সরকার নিয়ন্ত্রিত গ্রন্থাগার সমূহ : কোন সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণের অভাব

৬৬১টি সরকার অনুমোদিত গ্রন্থাগার ছাড়াও নিম্নলিখিত সাতটি সরকার নিয়ন্ত্রিত গ্রন্থাগারও জনসাধারণের নিকট উন্মুক্ত :—

১) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (কলিকাতা)
২) উত্তর বঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার (কুচবিহার)
৩) কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (কালিম্পং)
৪) কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (বাণীপুর)
৫) সরকারী জেলা গ্রন্থাগার (কুচবিহার)
৬) উত্তর পাড়া সাধারণ গ্রন্থাগার (উত্তরপাড়া)
৭) দীঘা সরকারী গ্রন্থাগার (দীঘা)

এখন পর্যন্ত সরকার এই সমস্ত গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রে কোনও নীতি নির্দিষ্ট করেননি, বিশেষ করে এই সব গ্রন্থাগারগুলির প্রকৃত ভূমিকা, দায়িত্ব, কর্মাদির দায়িত্ব অর্পণের এক্তিয়ার, সরকার অনুমোদিত গ্রন্থাগারগুলির সঙ্গে এগুলির প্রকৃত সম্পর্ক প্রভৃতি আজও পর্যন্ত স্পষ্টভাবে উক্ত হয় নাই। উপরন্তু এই সব গ্রন্থাগারগুলির আর্থিক অসচ্ছলতা, কর্মীর অপ্রতুলতা প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের অসুবিধা ভোগ করছে।

৫২৭ বর্তমান কাঠামোয় সুসংবদ্ধকরণ ও সমন্বয়করণ অসম্ভব

সার্থক গতিশীল গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় সুসংবদ্ধকরণ এবং সমন্বয়সাধন হোল অপরিহার্য প্রয়োজন ; কারণ এইগুলির মাধ্যমে (ক) সঙ্গতির অপচয় রোধ (খ) পরিচারণের জন্য সর্ববিধ সঙ্গতির বিন্যাস প্রভৃতি কাজ করা সম্ভব।

কিন্তু বর্তমান কাঠামোয় সুসংবদ্ধকরণ এবং সমন্বয় সাধনের কাজ সম্ভব নয় ; কারণ (ক) এই গ্রন্থাগার-গুলির মালিকানা এবং পরিচালনায় বিভিন্নতা রয়েছে এবং (খ) কোনও স্তরেই ক্ষমতা এবং দায়িত্বের বণ্টনের ক্ষেত্রে ক্রমোচ্চ শ্রেণী বিন্যস্ত কর্তৃত্ব নেই।

৫২৮ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (কলকাতা) এবং উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের বিশৃঙ্খল অবস্থা

এটা অনুমান করা হয়েছিল যে পশ্চিমবঙ্গের পিরামিডাকৃতির গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক কাঠামোর শীর্ষদেশে থেকে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারই এই রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুসম উন্নয়নের স্বার্থে যোগ্য নেতৃত্বের পরিচয় দেবে।

ঠিক অনুরূপভাবে এটা অনুমান করা হয়েছিল যে উত্তরবঙ্গের গ্রন্থাগারগুলিকে সুসংহতভাবে উন্নীত হবার স্বার্থে জন্য উপ-পিরামিডের শীর্ষে থেকে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারটি যথাযোগ্য নেতৃত্ব দেবে।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ এবং পরিতাপের বিষয় হোল এই যে, উপরোক্ত গ্রন্থাগার দুটি বাস্তবক্ষেত্রে তাদের ঈপ্সিত ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে এই দুটি গ্রন্থাগার স্থানীয় গ্রন্থাগার হিসাবে তাদের কার্যধারা সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছে, গ্রন্থাগারগুলিকে উন্নত এবং সুসংহত করার ক্ষেত্রে যেন এই দুইটি গ্রন্থাগারের কোন ভূমিকাই নেই।

৬ পঞ্চম পরিকল্পনাকালে উন্নয়নের কর্মসূচী সংক্রান্ত প্রস্তাব

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ক্রম উন্নয়ন প্রয়োজন যাতে করে এই রাজ্যের জনসাধারণ অতি সহজেই নিঃশুল্ক সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। নিম্নলিখিতর মূলনীতি অনুরূপ করে যদি গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণ করে তাকে রূপায়িত করা যায়, তবে সাফল্যের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব।

৬১ অতিরিক্ত গ্রন্থাগার স্থাপন এবং পরিচারণবিধি (Service norms) সংক্রান্ত রূপরেখা

৬১১ শহর গ্রন্থাগার

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে পশ্চিমবঙ্গের যে ১৪০ শহর (১৯৬১ সালের আদমসুমারী অনুসারে) সরকারী নিয়ন্ত্রণ কিংবা অনুমোদিত গ্রন্থাগারের সুযোগ পায়নি। সেইসব শহরের প্রত্যেকটিতে অন্ততঃ একটি করে শহর গ্রন্থাগার স্থাপন করতে হবে।

৬১২ দশ হাজারের অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত শহরে গ্রন্থাগার

পৌর প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক এক্তিয়ারের মধ্যে যে সমস্ত শহর আছে এবং যেগুলির জনসংখ্যা দশ হাজারের অধিক সেই সমস্ত শহরাঞ্চলে এমন গ্রন্থাগার প্রবর্তন করতে হবে যাতে করে সমগ্র পৌর এলাকায় বিভিন্ন শাখা গ্রন্থাগারের মাধ্যমে জনসাধারণের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। প্রতি দশ হাজার জনসংখ্যার জন্য যাতে অন্তত একটি শাখা গ্রন্থাগার থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

৬১৩ এক হাজারের অধিক জনসংখ্যা বিশিষ্ট গ্রামে গ্রন্থাগার

এক হাজারের অধিক জনসংখ্যা বিশিষ্ট গ্রামের সংখ্যা হোল ৭৬৪৯[১৯৬১ সালের আদমসুমারী অনুসারে] এর প্রত্যেকটি গ্রামে অন্তত একটি করে গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করতে হবে। আনুমানিক প্রায় ছয়শত গ্রাম ইতি-মধ্যেই অনুমোদিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার এক্তিয়ারে এসেছে, অবশিষ্টাংশ যে সব জনসাধারণ পরিচালিত চাঁদাভিত্তিক গ্রন্থাগার আছে সেগুলিকে বিধিবদ্ধ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অঙ্গীভূত করে নেওয়া যেতে পারে। যদি এই কার্যসূচী রূপায়িত করা যায় তবে গ্রামাঞ্চলের মাত্র ৫৮% জনসংখ্যাকে এই উন্নত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুযোগ দেওয়া সম্ভব।

৬.১৪ অনধিক এক হাজার জনসংখ্যা বিশিষ্ট গ্রামে পরিচারণ প্রান্তর (Service area) ব্যবস্থা করা

অবশিষ্ট ৪২% গ্রামাঞ্চলের জনসংখ্যা যারা ৩০,৮০৫ গ্রামে বাস করেন তাদেরকেও গ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এবং পরিচারণ প্রান্তের ব্যবস্থা করে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুযোগ দিতে হবে।

৬১৫ অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগার সমূহ

নির্দিষ্ট জেলার জনসংখ্যা, পরিচারণের পরিধি, ভূসংস্থান, যাতায়াতের পথ প্রভৃতি নীতির উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনবোধে অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থগার স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। জনসংখ্যার ক্ষেত্রে বলা যায় যে প্রতি ১৫ লক্ষ জনসংখ্যার জন্য একটি করে জেলা গ্রন্থাগার স্থাপন করতে হবে। প্রতিটি জেলা গ্রন্থাগারকে এই ক্ষমতা দিতে হবে যাতে করে নির্দিষ্ট জেলায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে উন্নতভাবে পরিচালিত করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। দার্জিলিং জেলার একটি অংশ যেহেতু পাহাড়ী অঞ্চল, সেইহেতু ওই জেলায় অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগার স্থাপনের ক্ষেত্রে মুখ্যনীতি হবে ভূসংস্থান, জনসংখ্যা নয়। সুতরাং দার্জিলিং জেলায় দুইটি জেলা গ্রন্থাগার থাকবে--একটি পাহাড়ী অঞ্চলের জন্য এবং অপরটি সমতলভূমির জন্য। নিম্নলিখিত সারণীর সাহায্যে বোঝা যাবে আর কতটি জেলা গ্রন্থাগারের প্রয়োজন আছে।

জেলার নাম	বর্ত্তমান জেলা গ্রন্থাগারের সংখ্যা	অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় জেলা গ্রন্থাগারের সংখ্যা
বাঁকুড়া	১	×
বীরভূম	১	×
বর্দ্ধমান	২	১
কলকাতা	×	অন্যত্র আলোচিত
কুচবিহার	১	×
দার্জিলিং	(উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার)	১
হুগলী	১	উত্তরপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগারকে অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগার বলা যেতে পারে।
হাওড়া	১	×
জলপাইগুড়ি	১	×
মালদা	১	১
মেদিনীপুর	১	×
মুর্শিদাবাদ	১	১
নদীয়া	১	×
পুরুলিয়া	১	×
২৪ পরগণা	৩	২
পশ্চিম দিনাজপুর	১	×
মোট	১৭০	৬

৬১৬ ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলা গ্রন্থাগারের সঙ্গে একটি করে ভ্রাম্যমান গ্রন্থযান রয়েছে। জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য জেলার প্রত্যন্ত ভাগের বিভিন্ন গ্রন্থাগার গুলিকে এই ভ্রাম্যমান গ্রন্থযানের সাহায্যে পুস্তক সরবরাহ করা হয়ে থাকে। কখন কখনও এই গ্রন্থযানটি গ্রন্থাগারের কাজ ছাড়া অন্য কাজেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের অভাবের দরুণ এই গ্রন্থযানের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করার কার্য্য সম্পাদন করা যায় না। ফলে প্রয়োজনীয় গ্রন্থযানটি অকেজো অবস্থায় পড়ে থাকে। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সার্থকভাবে সুদূর গ্রামাঞ্চলের প্রতিটি পরিচারণ প্রান্তে প্রবর্তন করা যেতে পারে। যদি এর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে এই বাবদ এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পৌনঃপৌনিক অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা করেন।

৬১৭ গ্রন্থাদি ক্রয় এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ অতিরিক্ত বরাদ্দ

পাঠকদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে যদি উপযুক্ত সংখ্যক গ্রন্থাদি ক্রয় না করা হয় তবে গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সার্থকভাবে পরিচারণ প্রবর্তন করা বা অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়। উন্নয়নশীল সমাজ গ্রন্থাগারের সাধারণ পরিচারণ কার্য্যাবলী ছাড়াও বিভিন্ন সংযোজিত কার্য্যাবলী, যেমন কথকতা, প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি আয়োজনের মাধ্যমে জনগণকে গ্রন্থাগারের সংগ্রহের যথাযথ ব্যবস্থার সুযোগ করে দেওয়া হয়। সুতরাং এই সমস্ত কার্য্যাবলীর অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করার জন্য গ্রন্থাগারগুলিকে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা প্রয়োজন। বর্তমান পরিস্থিতিতে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের জন্য এই বাবদ বরাদ্দের পরিমাণ নিম্নলিখিত সারণীর অনুরূপ হইতে পারে। :—

গ্রন্থাগারের প্রকৃতি	গ্রন্থাদি ক্রয়ের জন্য বর্তমান বরাদ্দ (বার্ষিক)	গ্রন্থাদি ক্রয়ের প্রস্তাবিত বার্ষিক বরাদ্দ	আনুষঙ্গিক ব্যয়ের বর্তমান বরাদ্দ (বার্ষিক)	আনুষঙ্গিক ব্যয়ের প্রস্তাবিত বরাদ্দ (বার্ষিক)
১) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার	৩০,০০০ ০০	১০০,০০০ ০০	১,০০০ ০০	১০,০০০·০০
২) জেলা গ্রন্থাগার	৩ ০০০ ০০	২৫,০০০·০০	২,০০০·০০	৬,০০০·০০
৩) শহর/মহকুমা গ্রন্থাগার	১,৮০০ ০০	১৫,০০০ ০০	১,২০০ ০০	৮,০০০ ০০
৪) গ্রামীণ গ্রন্থাগার আঞ্চলিক	নেই	৩,০০০·০০	৬০০·০০	২,০০০·০০

৬১৮ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার

প্রকৃত পক্ষে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার নিম্নলিখিত কার্য্যাবলী সম্পাদন করবে :—

ক) গ্রন্থায়ন সম্পর্কিত কাজ,

খ) এই রাজ্যের তথ্যাদি সরবরাহের অন্যতম কেন্দ্রীয় দফতর হিসেবে কাজ ;

গ) রাজ্যের অভ্যন্তরে এবং বাহিরের গ্রন্থাগার সমূহের সঙ্গে গ্রন্থ লেনদেন এর জন্য পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন ;

ঘ) রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুসংবদ্ধ করণ এবং উন্নয়ন সম্পর্কিত কাজ ;

ঙ) বৃত্তির উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কার্যসূচী রূপায়ণ ;

কিন্তু দুঃখ এবং পরিতাপের বিষয় হোল যে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের প্রকৃত ভূমিকা সম্পর্কে যথাযথ পরিকল্পনা, মূল্যায়ন বা অর্থবরাদ্দ করা হয় নি। এই অবস্থার পরিবর্তন করে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার যাতে প্রকৃত ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য রাজ্য সরকার উত্তরবঙ্গ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে সঠিক নীতি নির্ধারণ করেন নি। উত্তরবঙ্গের জন্য আঞ্চলিক ভিত্তিতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সংগঠিত করার জন্য, এর ভূমিকা পালন করা উচিৎ; কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এটি একটি জেলা গ্রন্থাগারের মত তার কার্য্য সম্পাদন করছে।

৬২ পরিচারণের নীতি ও প্রকৃতি

আমাদের দেশের জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ গ্রামাঞ্চলে বাস করেন এবং উহারা কৃষি এবং সমতুল বৃত্তিতে নিযুক্ত আছেন। স্বাক্ষরতার হারও খুব নগণ্য (জনসংখ্যার ৩৩% স্বাক্ষর) এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির পরিচারণের নীতি ও প্রকৃতি সমূহ নিম্নরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়:—

৬২১ শুধুমাত্র তথ্যকেন্দ্রিক পরিচারণ নয়:

আমাদের দেশের স্বাক্ষরতার প্রতি দৃষ্টি রেখে গ্রন্থাগারের মাধ্যমে যে পরিচারণ অব্যহত রাখা হয় সেটা শুধুমাত্র তথ্যকেন্দ্রীক হওয়া উচিৎ নয়। যদিও এটা অনস্বীকার্য যে তথ্যাদি মুখ্যভূমিকা পালন করবে।

৬২২ সংবাদ সরবরাহের কেন্দ্র:

পরিচারণ পদ্ধতি মূলত: সংবাদ সরবরাহকেন্দ্রিক হওয়া বাঞ্ছনীয়—শিক্ষিত, সদ্যস্বাক্ষর এবং নিরক্ষর দের পক্ষ থেকে যখনই কোন সংবাদ সরবরাহের তাগিদ আসবে, গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা থাকবে।

৬২৩ উৎপাদনশীল কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য এই পরিচারণ অব্যাহত থাকবে

যে সব ব্যক্তি উৎপাদনশীল কর্মে নিযুক্ত আছেন তাদেরকে প্রয়োজনীয় সংবাদ এবং তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে গ্রন্থাগার পরিচারণ অব্যহত রাখা হবে। পরিকল্পিত পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট এলাকায় বিভিন্ন উৎপাদনে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সম্ভাব্য চাহিদা স্মরণে রেখে প্রয়োজনীয় সংবাদও তথ্যাদি পাঠকদের সরবরাহ করার জন্য প্রস্তুতি রাখতে হবে। সরকারের বিভিন্ন বিভাগে নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের পরামর্শও প্রয়োজনবোধে নেওয়া যেতে পারে।

ব্যাখ্যা: ধরা যাক একটি গ্রন্থাগারের অবস্থিতি আলু চাষ অধ্যুষিত এলাকায়। সুতরাং আলুর চাষ, সংরক্ষণ; বিক্রয়; প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কিত সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় ঐ স্থানে অবস্থিত গ্রন্থাগারে প্রস্তুত রাখতে হবে যাতে করে, শিক্ষিত, স্বাক্ষর এবং সদ্য স্বাক্ষর পাঠক তার যথাযথ ব্যবহার করতে পারে। এর জন্য প্রয়োজনে গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন রকমের আলোচনা সভা, প্রদর্শনী, চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তথ্য পরিবেশন প্রভৃতি কাজের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬২৪ সদ্যস্বাক্ষর এবং নিরক্ষরদের জন্য গ্রন্থাগার পরিচারণ

আমাদের দেশের জনসাধারণের একটা বিরাট অংশ হোল নিরক্ষর। সুতরাং আমাদের দেশের এই নিরক্ষর জনগণকে শিক্ষিত করে তোলা এবং সদ্যস্বাক্ষরদের লব্ধ শিক্ষাকে অব্যহত রাখার জন্য গ্রন্থাগারের যথাযোগ্য ব্যবহার সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৬২৫ জনকল্যাণমূলক কাজে অন্যতম সংবাদ সরবরাহকেন্দ্ররূপে গ্রন্থাগারের ভূমিকা

সমাজের বহুমুখী কল্যাণকর্মে গ্রন্থাগারকে অন্যতম সংবাদ সরবরাহকেন্দ্ররূপে গড়ে তোলা প্রয়োজন।

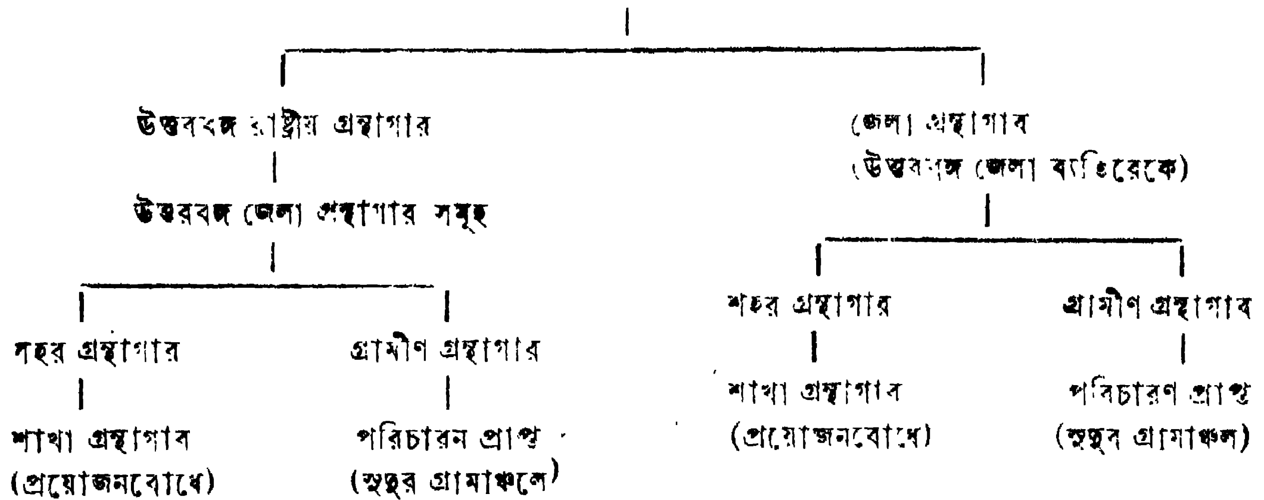
৬২৬ গণতান্ত্রিক উদার এবং সর্বোপরি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা

সমাজে সবরকম রাজনৈতিক মতবাদের উর্দ্ধে গ্রন্থাগারের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। সুতরাং গ্রন্থাগারকে সবরকমের রাজনৈতিক মতামতের উর্দ্ধে রাখা শ্রেয়। দেশে প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক, উদার এবং সর্বোপরি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার তার যথাবিহিত কর্ত্তব্য পালন করবে এবং তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রেও কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব না দেখিয়েই সেটা সরবরাহ করা উচিত।

৬৩ পরিচালনের প্রকৃতি :—

৬৩১ গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

প্রাপ্ত সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের জন্যই সুসংবদ্ধকরণ প্রয়োজন। যেখানে পরিচারণের প্রশ্ন রয়েছে সেখানে এইটা আরও সত্য; এতে করে পরিহারযোগ্য সম্পদের অপচয় ও বিঘ্ন রোধ করা সম্ভব। গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় এই সুসংবদ্ধকরণের জন্য সুচিন্তিত একটি গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হওয়া একান্তই প্রয়োজন। আমাদের রাজ্যের জন্য নিম্নলিখিত পিরামিডাকৃতি গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে প্রবর্তন করা যেতে পারে।



বর্তমান সরকারী নিয়ন্ত্রণের আওতাভুক্ত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে এই কাঠামোর অঙ্গীভূত করা যেতে পারে। :—

ক) সরকারী নিয়ন্ত্রিত গ্রন্থাগারগুলিকে অঙ্গীভূত করা :—

১) উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার—আঞ্চলিক গ্রন্থাগাররূপে গ্রহণ করা যেতে পারে।

২) উত্তরপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগার—হুগলী জেলার অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগাররূপে গ্রহণ করা যেতে পারে।

৩) টাকী এবং কালিংপঙে অবস্থিত কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার—শহর গ্রন্থাগাররূপে গ্রহণ করা যেতে পারে।

৪) টাকী সরকারী জেলা গ্রন্থাগার—অন্যান্য জেলা গ্রন্থাগারের সমতুলরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে।

৫) দীঘা সরকারী গ্রন্থাগার—গ্রামীণ গ্রন্থাগাররূপে গ্রহণ করা যেতে পারে।

খ) সরকারী অনুমোদিত গ্রন্থাগারগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা :—

১) জেলা গ্রন্থাগার—যে শহরে অবস্থিত সেই শহর এবং গ্রন্থাগার জেলার পরিচারণ অব্যাহত রাখা।

২) শহর/মহকুমা গ্রন্থাগার - মহকুমা গ্রন্থাগারগুলিকে শহর গ্রন্থাগার এই নামে অভিহিত করা যেতে পারে। যে শহরে অবস্থিত সেই শহরে পরিচারণ অব্যাহত রাখা।

৩) গ্রামীণ/আঞ্চলিক গ্রন্থাগার—আঞ্চলিক গ্রন্থাগারগুলিকে গ্রামীণ গ্রন্থাগার হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে। যে গ্রামে অবস্থিত সেই গ্রাম এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে পরিচারণ অব্যাহত রাখা।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে ইতিমধ্যেই ভারতের চারটি রাজ্যে গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে নিঃশুল্ক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। ১৯৫৭ সালে ভারত সরকার নিযুক্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরামর্শ কমিটিও রাজ্যে রাজ্যে গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে নিঃশুল্ক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করেছেন।

৬৩২ সরকার অনুমোদিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার (Sponsord system) বিলোপ সাধন

দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা কোনও সংস্থার অগ্রগতি এবং দক্ষতাকে বাস্তবক্ষেত্রে রুদ্ধ করে দেয়। সরকার অনুমোদিত গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রে একদিকে সরকার অন্যদিকে স্থানীয় পরিচালক সমিতি নিয়ে যে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে তার আশু অবলুপ্তি প্রয়োজন। সরকার এইসব অনুমোদিত গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনভার স্বহস্তে গ্রহণ করুন।

৬৩৩ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য স্বতন্ত্র অধিকার :—

বর্তমান সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করে থাকেন শিক্ষা বিভাগের অন্তর্গত সমাজ শিক্ষা দপ্তর। পূর্বে উল্লিখিত সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য যে বৈজ্ঞানিক কর্মসূচী উদ্ধৃত হয়েছে, তার সফল রূপায়ণ একমাত্র পদস্থ কর্মচারী কিংবা একটি মাত্র দপ্তরের মাধ্যমে সম্ভব নয়। উল্লিখিত কর্মসূচীর সফল রূপায়ণের জন্য অবিলম্বে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ দপ্তর চালু করা প্রয়োজন।

৬৪ কর্মীর সংখ্যা : সংখ্যাগত ও গুণগত পরিস্থিতি

৬৪১ নতুন পরিস্থিতিতে কর্মীদের কাছ থেকে ঈপ্সিত কাজ প্রত্যাশা করতে গেলে তাদের যথাযথ শিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এই কর্মীবাহিনীর পরিচারণের স্তরের বিভিন্নতার উপর ভিত্তি করে শিক্ষণের স্তরভেদ প্রয়োজন। যে সমস্ত কর্মী শিক্ষণ প্রাপ্ত নন তাদের স্বল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬৪২ অতিরিক্ত কর্মচারীর সংখ্যা

সরকার অনুমোদিত গ্রন্থাগারগুলিতে যে কর্মীর সংখ্যা আছে সেটা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য। ন্যূনতম পরিচারণ অব্যহত রাখার জন্য ন্যূনতম কর্মী বাহিনীর প্রয়োজন।

বর্তমানে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে যে কর্মী সংখ্যা রয়েছেন, সেটা ৫২২৫ অংশে উল্লিখিত হয়েছে।

পদ	জেলা গ্রন্থাগার	শহর/মহকুমা গ্রন্থাগার	গ্রামীণ আঞ্চলিক গ্রন্থাগার	মোট প্রয়োজন
সহকারী গ্রন্থাগারিক	১	১	×	৩৮
গ্রন্থাগার পরিচর	×	×	১	৬২৩
পিওন	১	১	×	৩৮
মোট সংখ্যা	৩৪	৪২	৬২৩	৬৯৯

৬৪৩ গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন, পরিচারণের পরিস্থিতি পর্য্যালোচনা

সরকার নিয়ন্ত্রিত এবং সরকার অনুমোদিত গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনক্রম খুবই অপ্রতুল এবং বিশৃঙ্খল। সুতরাং কর্মীদের বেতন এবং পরিচারণের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করাটা আশু প্রয়োজন। এইসব কর্মীদের চাকুরী সামগ্রিক সর্তাবলী প্রাদেশিক স্তরে উন্নীত করা প্রয়োজন।

৬৫ আর্থিক বরাদ্দ

৬৫১ রাজ্য শিক্ষা বাজেটের ন্যূনতম ২%৫ ভাগ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ণের জন্ম ব্যয় করতে হবে

বর্তমানে সরকার গ্রন্থাগারখাতে বার্ষিক প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে থাকেন। রাজ্যের সমগ্র জন সংখ্যার তুলনায় এই খরচের প্রকৃত হিসেব মাথাপিছু ৯ পয়সার মত। রাজ্য শিক্ষা বাজেটের ½% গ্রন্থাগার খাতে বর্তমানে ব্যয় হয়ে থাকে। এটা হয়ত কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না যে এই যৎসামান্ত অর্থবরাদ্দের সাহায্যে কাম্য পরিচারণ অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়। বিস্তৃত পর্যালোচনার পর এটা বৃত্তিকুশলীদের কাছে উপলব্ধ হয়েছে যে শিক্ষা বাজেটের ন্যূনতম ২.৫% সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্ম ব্যয় করলে ন্যূনতম পরিচারণ চালু রাখা সম্ভব।

৬৫২ কেন্দ্র থেকে আর্থিক সাহায্য—পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনাকালে অন্যূন ১০ কোটি টাকার আর্থিক বরাদ্দ প্রয়োজন

উপরোক্ত কর্মসূচীকে যদি পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনাকলে সার্থকভাবে রূপায়িত করতে হয়, তবে আমরাআশা করব যে. পরিকল্পনা পর্ষদ অন্যূন ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করবেন। এই অর্থ নতুন গ্রন্থাগার স্থাপন এবং মূলধন সংক্রান্ত ব্যয় বাবদ ব্যয়িত হতে পারবে।

৬৫৩ রাজা রামমোহন রায় স্থায়ী তহবিলের নিকট থেকে আর্থিক সাহায্য

রাজ্য সমূহের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুপরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মসূচীকে সফল করার জন্ম এই অর্থ ব্যয় করা উচিত। রাজ্যের গ্রন্থাগার অধিকারের মাধ্যমে এই অর্থ ব্যয়িত হতে পারে।

৭ কলকাতা মহানগরীর জন্ম গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

কলকাতা নগরীর গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্ম আমাদের আরও বেশি যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। ১৯৭১ সালে আদমসুমারী হিসেবমত ৩,১৪১,১৮০ লোক সংখ্যার ৬০.৩৫% শিক্ষিত কলকাতা নগরীর গ্রন্থাগারের ঐতিহ্যবাহী। এই নগরীতে যে ৪০০ জনে উদ্যোগে চাঁদাভিত্তিক গ্রন্থাগার পরিচালিত হয় সেগুলি চরম আর্থিক সঙ্কটে জর্জরিত হয়ে সম্ভাব্য অবক্ষয়ের প্রান্ত সীমায় এসে পড়েছে।

পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত নগরী সমূহে এমনকি আমাদের দেশের বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী প্রভৃতি নগরীতে, নগরীর গ্রন্থাগার প্রেমী জনগণের গ্রন্থের চাহিদা মেটাবার নগরীর জন্ম বিশেষ' গ্রন্থাগার ব্যবস্থা রয়েছে। কলকাতা নগরীর জন্ম সুপরিকল্পিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তনের নির্দিষ্ট কাম্য সময় সীমা ইতিমধ্যেই উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, সুতরাং অবিলম্বে কলকাতা নগরীর জন্ম উন্নত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন আশু প্রয়োজন। কলকাতা মহানগরীর পৌর প্রশাসনিক কাঠামোর সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা যেতে পারে।

কলকাতার পৌর প্রশাসনিক ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্ম পৌর এলাকাকে একশতটি পৌর এলাকায় (ward) ভাগ করা হয়েছে। কয়েকটি পৌর এলাকার সংযুক্তির মাধ্যমে এক একটি জেলা গঠন করা হয়েছে। এইরূপে কলকাতার পৌর এলাকায় চারটি জেলা গঠন করা হয়েছে। সুতরাং এই কাঠামোর ভিত্তি

করে প্রতিটি এলাকার (ward) এক একটি এলাকা গ্রন্থাগার (ward libraries) গঠন করা যেতে পারে। প্রয়োজন বোধে এলাকার জনসাধারণ পরিচালিত চাঁদাভিত্তিক গ্রন্থাগারগুলিকে এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

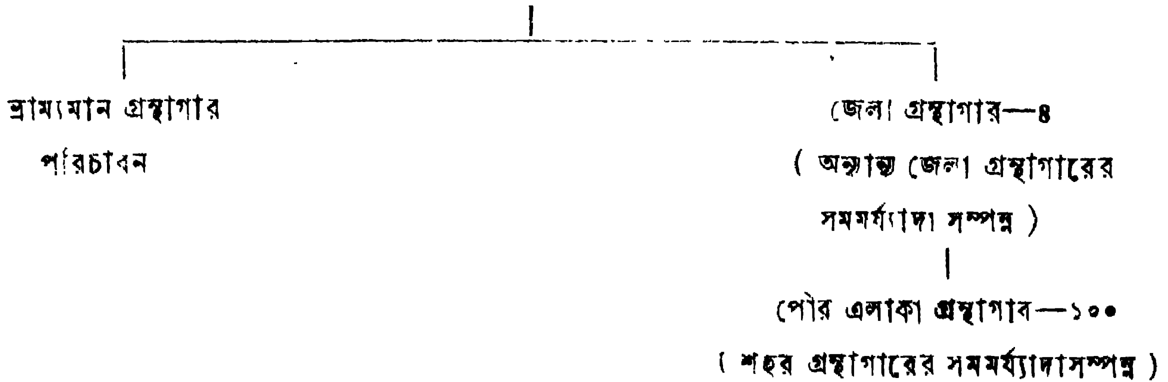
পৌর এলাকার এক্তিয়ারভুক্ত চারটি জেলার প্রতিটিতে একটি করে জেলা গ্রন্থাগার স্থাপন করা যেতে পারে। প্রতিটি জেলার জেলা গ্রন্থাগারটি নির্দিষ্ট এলাকায় গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্যোগ, পরিচালন ও সুসংবদ্ধকরণের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। জেলা গ্রন্থাগার গঠনের উদ্দেশ্য বর্তমানের চাঁদাভিত্তিক জন পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলি অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া যেতে পারে। পৌর গ্রন্থাগার ব্যবস্থার শীর্ষদেশে কলকাতা পৌর এলাকার জন্য একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। পৌর গ্রন্থাগার ব্যবস্থার শীর্ষদেশে থেকে পৌর এলাকার গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় সামগ্রিক উন্নয়নের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করবে এই পৌর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।

এইক্ষেত্রে কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান, সি. এম, ডি. এ, এবং ভারত সরকারের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য প্রত্যাশা করা যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভারত সরকার ইতিমধ্যেই দিল্লি সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু রাখতে যথেষ্ট আর্থিক দায়িত্ব বহন করেছেন সুতরাং সমগ্র ভারতের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র কলকাতা মহানগরীর জন্য বিজ্ঞানসম্মত একটি উন্নত ধরণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তনের জন্য ভারত সরকার আর্থিক দায়িত্ব বহন করবেন—এটাই স্বাভাবিক প্রত্যাশা।

কলকাতার প্রস্তাবিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কাঠামোটি নিম্নলিখিত রেখাচিত্রের সাহায্যে বোঝা যেতে পারে—

কলকাতা কেন্দ্রীয় সাধারণ গ্রন্থাগার—১



৮ প্রকল্পের সম্ভাব্য কর্ম নিয়োগের সুযোগ

উল্লেখিত সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যে রূপরেখা আলোচনা করা হয়েছে, সেটা আমাদের রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মৌল পরিবর্তনই শুধু ঘটাবে না, এছাড়াও এই প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রন্থাগার বৃত্তিকুশলী এবং অ-বৃত্তিকুশলী এক বিরাট সংখ্যক জনসাধারণের কর্মে নিযুক্ত হবার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাবে। যখন আমাদের রাজ্য বেকারীর দুর্বিসহ যন্ত্রণায় অস্থির সেই সময় এই প্রকল্প বাস্তবে রূপায়িত করলে একদিকে যেমন বিরাট সংখ্যক জনসাধারণের (শিক্ষিত, সাক্ষর এমনকি নিরক্ষর) গ্রন্থপিপাসা এবং জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করা তথা জনজীবনের সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নের জন্য সহজলভ্য ব্যবস্থার ভিত্তিভূমি রচনা করা যাবে, অপরদিকে এই ব্যবস্থার কল্যাণেই এই রাজ্যের বেকারীর একটা অংশ দূর করা যাবে।

নিম্নলিখিত সারণীর সাহায্যে সম্ভাব্য কর্ম নিয়োগের একটা ধারণা করা যাবে।—

	গ্রন্থাগারের প্রকৃতি	বর্তমান গ্রন্থাগারগুলিতে কর্ম নিয়োগের সম্ভাব্যতা		নব প্রতিষ্ঠিতব্য গ্রন্থাগার গুলিতে কর্মনিয়োগের সম্ভাব্যতা
১)	সরকার নিয়ন্ত্রিত গ্রন্থাগার	৭টিতে	— ৫০	×
২)	জেলা গ্রন্থাগার	১৭ ,, × ২	— ৩৪	৬ টিতে × ১২ — ৭২
				১৪০ টিতে × ৬ — ৮৪০
৩)	সহর/মহকুমা গ্রন্থাগার	২১ ,, × ২ — ৪২		৭০০০ × ৩ — ২১,০০০
৪)	গ্রামীণ এবং আঞ্চলিক গ্রন্থাগার।	৬২৩ ,, × ১ — ৬২৩		
	মোট	৭৪৯		২১৯১২

৯ প্রকল্পের আশু রূপায়ণের প্রয়োজন

আপাত দৃষ্টিতে এই হয়ত অনুভূত হতে পারে যে, প্রকল্পটি আপেক্ষিকভাবে অবাস্তব। যদি আমাদের দেশের অনগ্রসর সামাজিক অবস্থা থেকে উন্নয়নশীল এবং উন্নত সামাজিক অবস্থা প্রয়োজন বলে মনে করি। যদি আমাদের দেশের জনগণের চেতনার মান উন্নত করে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাফল্য প্রত্যাশা করি তবে শিক্ষা ব্যবস্থার অপরিহার্য্য অঙ্গ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বিশেষ করে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আশু প্রয়োজনেই এটা করা প্রয়োজন যদি উদ্দেশ্যের যথার্থতা সম্পর্কে আমরা সুনির্দিষ্ট ইতিবাচক সিদ্ধান্তে আসতে পারি, তবে উপায় সম্পর্কে ভাবনার কোন কারণ নেই। সমবেত প্রচেষ্টায়, সরকারের উদ্যোগে এ ব্যবস্থাকে সত্বরই চালু করা সম্ভব।

সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমস্যাসমূহ বিবৃত করে তার সম্ভাব্য সমাধানের পথনির্দেশ করতে গিয়ে একটি রূপরেখা বিবৃত করা হয়েছে। এখন এটা সরকারের দায়িত্ব যে, বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে পারঙ্গম পরিকল্পনা কারীদের দ্বারা পরিকল্পনা রচনা করে কত সত্বর ওঁরা এই রাজ্যে সার্বজনীন নিঃশুল্ক, সুসংবদ্ধ উন্নত ধরণের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে পারেন।

অনুবাদ : **তুষারকান্তি সান্যাল**

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের
বার্ষিক সাধারণ সভা

২৬শে জানুয়ারী, ১৯৭৫—বিকেল ৪টা

স্থান—পরিষদ ভবন

সভায় সভাপতিত্ব করেন—পরিষদ সভাপতি শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সভায় আলোচ্য বিষয় ছিল—

১) বিগত বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন

২) ১৯৭৩-৭৪ সালের বার্ষিক বিবরণী গ্রহণ

৩) ১৯৭৩-৭৪ সালের পরীক্ষিত হিসাব অনুমোদন

৪) চাঁদা সংক্রান্ত সংশোধনী প্রস্তাব বিবেচনা

৫) কর্মকর্তা ও কাউন্সিলের নির্বাচন

৬) ১৩৮০ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকারকে তিনকড়ি দত্ত স্মারক পদক প্রদান

৭) প্রস্তাবাবলী

৮) বিবিধ

সভার শুরুতে ইন্টালী ইন্সটিট্যুটের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ সুবোধ কুমার সরকারের জীবনাবসানে একটি শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং ২ মিনিট দাঁড়িয়ে মৃতের প্রতি নীরব শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

১) বিগত বার্ষিক সাধারণ সভার কার্য বিবরণী অনুমোদিত হয়।

২) ১৯৭৩-৭৪ সালের বার্ষিক বিবরণী গৃহীত হয়।

৩) ১৯৭৩-৭৪ সালের আয়-ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব গৃহীত হয়।

৪) চাঁদা সংক্রান্ত সংশোধনী প্রস্তাব আলোচনার অধিকার এই সভার আছে কিনা সে সম্পর্কে বিতর্কের সৃষ্টি হয় অবশেষে সিদ্ধান্ত হয় যে আরো সংশোধনীর প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে এই আলোচনা মুলতুবী থাকবে।

৫) সভাপতি—শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সহ সভাপতি—আদিত্য ওহদেদার, শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চৌধুরী, শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু, শ্রীফনিভূষণ রায়। কর্মসচিব—শ্রীচঞ্চল কুমার সেন। যুগ্ম-কর্মসচিব—তুষার কান্তি সান্যাল। সহ-কর্মসচিব শ্রীঅজয় ঘোষ। গ্রন্থাগারিক—শ্রীপ্রদীপ চৌধুরী। সম্পাদক গ্রন্থাগার—শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত হন।

কর্মসচিব মনোনয়নপত্র জমা এবং পরীক্ষার পর যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তার বিবরণ দেন, দেখা যায় যে সভাপতি, পাঁচজন সহ-সভাপতি, কর্মসচিব, যুগ্ম-কর্মসচিব, সহ-কর্ম সচিব, গ্রন্থাগার পত্রিকার সম্পাদক এবং গ্রন্থাগারিকের কর্মকর্তাপদের জন্য একটি করেই মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে। ফলে সভাপতি এঁদের নির্বাচিত বলে ঘোষণা করেন। কোষাধ্যক্ষ পদে একটি মনোনয়ন পত্র পড়লেও তা পরীক্ষার সময় বাতিল হয়ে যাওয়ায় সভার কাছে ঐ পদের জন্য কর্মসচিব নাম আহ্বান করেন। শ্রীপূর্ণেন্দু প্রমাণিকের প্রস্তাবাক্রমে ও শ্রীদিলীপকুমার

সাহার সমর্থনে শ্রীসত্যব্রত সেন কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। কাউন্সিলের ব্যক্তিগত সদস্যপদের ১৫টি পদের জন্য মোট ২২টি বিধিসম্মত মনোনয়নপত্র জমা পড়ায় নির্বাচনের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই উদ্দেশ্যে শ্রীঅনিমেষ বসু ও শ্রীবিজয় সেনগুপ্তকে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। গোপন ব্যালটে ভোট গৃহীত হয়। গণনা শেষে নিম্নলিখিতদের নির্বাচিত বলে ঘোষনা হয়।

শ্রীঅজিত কুমার ঘোষ, অশোক বসু, বিজয় পদ মুখোপাধ্যায়, বিল্বমঙ্গল ভট্টাচার্য্য, দেবদাস চট্টোপাধ্যায়, হিরণ কুমার দত্ত, কালী প্রসাদ, মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ, প্রবীর রায় চৌধুরী, পূর্ণেন্দু প্রামানিক, রামরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, শশাঙ্ক কুমার বাগচী, সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়, তপন কুমার সেনগুপ্ত।

প্রতিষ্ঠানগত কাউন্সিল সদস্যপদের জন্য বাঁকুড়া (একটি পদ), বর্দ্ধমান (২টি পদ) ২৪ পরগণা (১টি পদ) থেকে একটি করে এবং হাওড়া (২টি পদ), কলিকাতা (৩টি পদ) থেকে দুটি করে বিধি সম্মত মনোনয়নপত্র জমা পড়ে।

এঁরা নির্বাচিত বলে ঘোষিত হয়। শ্রীকেশব লাল চক্রবর্ত্তীর প্রস্তাবক্রমে এবং শ্রীতুষার কান্তি সান্যালের সমর্থনে নদীয়া জেলা স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতিকে নির্বাচন করা হয়। এছাড়া শ্রীচঞ্চল কুমার সেনের প্রস্তাবক্রমে এবং শ্রীঅজয় কুমার ঘোষের সমর্থনে বীরভূমের একটি পদ বর্দ্ধমানের একটি পদ, কলিকাতার একটি পদ কুচবিহারের একটি পদ, দার্জিলিং এর একটি পদ, হুগলীর দু'টি পদ, জলপাইগুড়ির একটি পদ, মালদহের একটি পদ, মেদিনীপুর একটি পদ, মুর্শিদাবাদের একটি পদ, পুরুলিয়ার একটি পদ, পশ্চিম দিনাজপুরের একটি পদের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত হন। অতঃপর নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরিষদের কাউন্সিলের নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানগত সদস্য বলে ঘোষণা করা হয়।

জেলা	আসন সংখ্যা	নির্বাচিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান
বাঁকুড়া	১	ধ্রুব সংহতি, বালসী
বর্দ্ধমান	২	জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার, চিত্তরঞ্জন পাঠমন্দির
কলিকাতা	৩	ইন্টালী ইন্সটিটুট, রাজলক্ষ্মীপুর স্মৃতি পাঠাগার
		রাইটার্স বিল্ডিং ক্লাব লাইব্রেরী,
		মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরী
কুচবিহার	১	প্রিন্স ভিক্টর নৃত্যেন্দ্র নারায়ণ ক্লাব
দার্জিলিং	১	ব্রুমফিল্ড সাবডিভিশনাল লাইব্রেরী, কার্শিয়াং
হুগলী	২	গরলগাছা পাবলিক লাইব্রেরী,
		ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার
হাওড়া	২	সবুজ গ্রন্থাগার, নিজবালিয়া, বিবেকানন্দ পাঠাগার
জলপাইগুড়ি	১	মাতেলী পাবলিক লাইব্রেরী ও ক্লাব
মালদহ	১	প্রগতি সংঘ, হরিপুর, পোঃ গৌরমারী
মেদিনীপুর	১	জেলা গ্রন্থাগার, তমলুক
মুর্শিদাবাদ	১	দক্ষিণগ্রাম পল্লী উন্নয়ন সমিতি লাইব্রেরী

নদীয়া	১	পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেন্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতি নদীয়া জেলা শাখা
পুরুলিয়া	১	বিবেকানন্দ পাঠাগার, কোটিকা
চব্বিশ পরগণা	১	২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার, বিদ্যানগর
পশ্চিম দিনাজপুর	১	রায়গঞ্জ, কলেজ
বীরভূম	১	কীর্ণহার রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতি

৬) গ্রন্থাগার পত্রিকার সম্পাদক জানান যে বিচারকরা একমত হতে না পারার জন্য এই সভায় উক্ত পদক দান করা সম্ভব হোল না।

৭) শ্রীশশাঙ্ক বাগচী, শ্রীবিল্বমঙ্গল ভট্টাচার্য ও বসন্ত স্মৃতি পাঠাগারের পক্ষ থেকে তিনটি প্রস্তাব যথা সময়ে জমা পড়ার ফলে সভায় পেশ করা হয়। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয় যে শশাঙ্ক বাগচী ও বসন্ত স্মৃতি পাঠাগারের প্রস্তাব কাউন্সিলে বিবেচনা করা হবে এবং বিল্বমঙ্গল ভট্টাচার্যের প্রস্তাব কার্যনির্বাহক সমিতি বিবেচনা করে দেখবেন।

সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সভার পক্ষ থেকে সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রীপূর্ণেন্দু প্রামানিক।

শোক সংবাদ

পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের সাপ্তাহান্তিক কোর্সের (১৯৭৪-৭৫) ছাত্র শ্রীসুব্রত চট্টোপাধ্যায় গত ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫ পরলোকগমন করেছেন। পরিষদের সদস্য ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ তাহার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে এবং তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে।

১০. ৩. ৭৫ কর্মসচিব

নবনির্বাচিত প্রথম কাউন্সিল সভা

১ সভায় উপস্থিতি

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫ এ পরিষদ ভবনে ১৯৭৪-৭৫ সালের জন্য নবনির্বাচিত কাউন্সিল এর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদ সভাপতি শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন সর্বশ্রী গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, বিল্বমঙ্গল ভট্টাচার্য, ননীগোপাল বন্দোপাধ্যায়, (ত্রিবেণী হিত সাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার , শশাঙ্ক বাগচী, বিকাশ পণ্ডিত (জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার), সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়, চঞ্চল কুমার সেন, গোপাল চন্দ্র পাল (ধ্রুবসংহতি, বালসী, বাঁকুড়া), পূর্ণেন্দু প্রামানিক (মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরী), পূর্ণেন্দু প্রামানিক, রামরঞ্জন ভট্টাচার্য, শম্ভুনাথ ঘোষ (রাইটার্স বিল্ডিংস ক্লাব), অমলাংশু সেনগুপ্ত (২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার, বিদ্যানগর), সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়, দেবদাস চট্টোপাধ্যায়, প্রদীপ চৌধুরী, মঙ্গল প্রসাদ সিংহ, সত্যব্রত সেন, রামকৃষ্ণ সাহা, প্রবীর রায় চৌধুরী, তপন সেনগুপ্ত, সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, তুষার কান্তি সান্যাল, অশোক বসু, বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, হিরণ কুমার দত্ত, দীপক চক্রবর্তি সুশান্ত মুখোপাধ্যায় (গরলগাছা সাধারণ পাঠাগার), ও অজিত কুমার ঘোষ, মোট ২৯ জন।

২ উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত সমূহ

(ক) নিম্নলিখিত সদস্যগণকে কাউন্সিল সভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শ্রীসুধেন্দু ভূষণ বন্দোপাধ্যায় : বিশেষ গ্রন্থাগার গ্রুপ, শ্রীঅমিয় বন্দোপাধ্যায় : স্পনসর্ড গ্রন্থাগার গ্রুপ, শ্রীসুবীর ঘোষ : কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়।

(খ) কার্যনির্বাহক সমিতিতে নিম্নলিখিত সদস্যগণ সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হ'ন :

শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী, শ্রীমঙ্গল প্রসাদ সিংহ, শ্রীবিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীশশাঙ্ক বাগচী, শ্রীদেবদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅশোক বসু

(গ) 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক ও পরিষদের অবৈতনিক অফিস সেক্রেটারী

শ্রীমতী মিনতি চক্রবর্তীকে অবৈতনিক সহযোগী সম্পাদক হিসেবে নিয়োগ করা হয়।

পরিষদের অবৈতনিক অফিস সেক্রেটারী পদের প্রসংগে স্থির হয় যে, ঐ পদের পরিবর্তে পরিষদের একজন বেতনভুক আফিস সুপারিণ্টেনডেণ্ট ও দারোয়ান পদের জন্য অর্থ সাহায্য চেয়ে সরকারের নিকট পত্র প্রেরণ করা হোক।

(ঘ) **পরিষদের সম্পত্তির ক্ষতি**

সম্প্রতি পরিষদ ভবনে সিলিং ফ্যান চুরির ফলে যে ক্ষতি হয়েছে সে সম্পর্কে সরকারের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করে পত্র প্রেরণ করা হোক।

আরও স্থির হয় যে, পরিষদের অবৈতনিক কেয়ারটেকার পরিষদ ভবনের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য আরও বেশী সতর্ক ও সক্রিয় হবেন।

(ঙ) **পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী**

এ বিষয়ে যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য :

১ পরিষদের সদস্যদের কাছ থেকে একটাকার কুপন ও রসিদের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করা হবে।

২ রামমোহন ফাউণ্ডেশনের নিকট অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন করা হোক ও প্রবন্ধ লেখার জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট আমন্ত্রণ জানানো হোক। এগুলি ছাড়া সুবর্ণ জয়ন্তী সম্পর্কিত অন্যান্য কাজ নবনির্বাচিত সুবর্ণ

জয়ন্তী উৎসব উপসমিতির মাধ্যমে পরিচালিত হোক।

(চ) ৩২তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

এবিষয়ে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়:

১। সম্মেলনের তারিখ: ১২—১৪ এপ্রিল, ১৯৭৫

২। স্থান: আলাপনী মহকুমা গ্রন্থাগার, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর।

৩। খাওয়াদাওয়া বাবদ: প্রতি জনে ১৫ টাকা।

৪। উদ্বোধক: পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপালকে উদ্বোধন করার জন্য অনুরোধ করা হবে।

৫। সভাপতি: শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রকে সভাপতিত্ব করার জন্য অনুরোধ করা হবে।

৬। সম্মেলন প্রবন্ধ:

ক) গ্রন্থাগার ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা (Library oriented education) রচনা করবেন শ্রীফণিভূষণ রায়। সহযোগিতা করবেন সর্বশ্রী মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ, অশোক বসু, তুষার সান্যাল।

খ) নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা (A plan for Library Science Education in the context of new educational set up) সম্পর্কিত একটি পরিকল্পনা প্রবন্ধ রচনা সর্বসাধারণের জন্য অবারিত। শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী অন্তত: একটি প্রবন্ধ রচনা করবেন।

(ছ) সভায় নিম্নলিখিত উপসমিতিগুলি গঠিত হয়। নিম্নলিখিত সদস্যরা বিভিন্ন উপসমিতিতে নির্বাচিত হ'ন:

১ অর্থ, প্রকাশন ও গৃহনির্মান

সভাপতি: শ্রীপূর্ণেন্দু প্রামানিক

সম্পাদক: শ্রীসত্যব্রত সেন

সভ্যবৃন্দ: সর্বশ্রী ফণিভূষণ রায়, সুনীল বিহারী ঘোষ, এবং অন্যান্য উপসমিতির সম্পাদকবৃন্দ।

২ 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা

সভাপতি: শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

সম্পাদক: শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা

সহসম্পাদিকা: শ্রীমতী মিনতি চক্রবর্তী

সভ্যবৃন্দ: সর্বশ্রী অজয় কুমার ঘোষ, গীতা চট্টোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, প্রদীপ চৌধুরী, সত্যব্রত ঘোষাল, সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়, সুবীর ঘোষ, অশোক বসু।

৩ পরিষদ গ্রন্থাগার

সভাপতি: শ্রীমঙ্গল প্রসাদ সিংহ

সম্পাদক: শ্রীপ্রদীপ চৌধুরী

সহসম্পাদিকা: শ্রীমতী মঞ্জু বিশ্বাস

সভ্যবৃন্দ: সর্বশ্রী জয়গোপাল সাহা, অমলেন্দু রায়, কালীপ্রসাদ, কুমার কার্ত্তিক দে, অশোক বসু, মণিকা দত্ত, রমা সেনগুপ্ত, সমর্পিতা সেনগুপ্ত।

৪ সংযোগ ও সংগঠন

সভাপতি: শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য

সম্পাদক: শ্রীশশাঙ্ক বাগচী

সভ্যবৃন্দ: সর্বশ্রী বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বমঙ্গল ভট্টাচার্য, গুরুশরণ দাশগুপ্ত, মিনতি চক্রবর্তী, ননীগোপাল বন্দোপাধ্যায়, মলয় রায়, পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস, সত্যনারায়ণ রায়, স্বপন বাগচী, শ্যামল সরদার, অজয় কুমার ঘোষ, রাইটার্স বিল্ডিং ক্লাব লাইব্রেরী—, সমস্ত জেলা শাখার সম্পাদকবৃন্দ।

৫ বেতন ও পদমর্যাদা উপসমিতি

সভাপতি: শ্রীদ্বিজেন্দ্রপ্রসাদ গুপ্ত

সম্পাদক: শ্রীসুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সহসম্পাদক: শ্রীঅমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

সভ্যবৃন্দ: সর্বশ্রী অনঙ্গমোহন ভট্টাচার্য, অশোক বসু, নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধ বিশ্বাস, সমর দত্ত, সুবীর ঘোষ, অনিল ঘোষ

৬ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান

সভাপতি ও পরিচালক: শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু

সম্পাদক: শ্রীঅশোক বসু

সহসম্পাদক: শ্রীদীপকরঞ্জন চক্রবর্তী

সভ্যবৃন্দ: সর্বশ্রী অজিত কুমার ঘোষ, বৈদ্যনাথ বন্দোপাধ্যায় চৌধুরী, বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, বিজয়

২৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, ২১ তম অধিবেশন ভুবনেশ্বর, ১৩-১৬ই জানুয়ারী ১৯৭৫

রামকৃষ্ণ সাহা

গ্রন্থাগারিক, শারীরবৃত্ত বিভাগ গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
৯২, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

এবারের সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের ২১তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো ভুবনেশ্বর শহরের উড়িষ্যা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। ব্যবস্থাপনা ও দায়িত্বে ছিলেন উৎকল গ্রন্থাগার সমিতি। উড়িষ্যায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাত ১৯২৪ সালে। ১৯৩৯ সালে উৎকল গ্রন্থাগার সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ৩৬ বৎসরের পুরানো এই সংগঠনটিতে আজকের দিনে উড়িষ্যার বিখ্যাত ব্যক্তিদের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে শ্রীরাধানাথ রথ, শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘদিন যাবৎ এই সংস্থা উড়িষ্যায় গ্রন্থাগার আন্দোলন করে আসছে; গ্রন্থাগার সম্মেলন বিভিন্ন গ্রন্থাগার সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণ, গ্রন্থাগার আইনের খসড়া রচনা এবং সরকারের কাছে আইনভিত্তিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য আন্দোলন প্রভৃতি এদের কর্মধারার উল্লেখযোগ্য অংগ।

সম্মেলন উদ্বোধন করেন উড়িষ্যার রাজ্যপাল আকবর আলী খান। তিনি তাঁর ভাষণে বর্তমান গ্রন্থাগারের পুনরুজ্জীবন; বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির উদ্ধার ও সংরক্ষণ এবং গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন প্রভৃতি বিষয়ের উপর জোর দেন।

উড়িষ্যা কৃষিবিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রী জে. দাস তাঁর ভাষণে বর্তমানে আমাদের দেশে গ্রন্থাগারগুলির দুঃখজনক অবস্থা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। বিশেষ করে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির দুরবস্থার কারণ হিসাবে গ্রন্থাগার আইনের অভাবই যে মূল এ কথার উপর বিশেষ জোর দেন।

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি শ্রী ডি. আর কলিয়ার ভাষণে কয়েকটি নতুন তথ্য পাওয়া গেল। ভারতবর্ষ এখন ১৬৫৫ কোটি টাকা শিক্ষাখাতে ব্যয় করে। ৩০,০০০ বই এবং ১৫,০০০ পত্র পত্রিকা এদেশে প্রকাশিত হয়। আমাদের দেশে আমদানীকৃত বই নিয়ে পাঠ্যবস্তু অপর্যাপ্ত নয় বলে উল্লেখ করেন। ইংরাজী জানা ব্যক্তিদের জন্য যে বই আছে তা পর্যাপ্ত। ৩৪টি বিশ্ববিদ্যালয় ৭৫০ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান স্নাতক তৈরী করছে এবং গ্রন্থাগার সমিতিগুলি ১০০০ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট স্তরে শিক্ষিত করে তুলছে।

আরও একটি উল্লেখযোগ্য বক্তব্য হলো মাথাপিছু জাতীয় আয় অনুসারে বিভিন্ন দেশের গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় বরাদ্দের তুলনা। দেখান হয়েছে গ্রেট বৃটেনে মাথাপিছু জাতীয় আয় ভারতের তুলনায় ১৯ গুণ বেশী কিন্তু বৃটেনে সাধারণ গ্রন্থাগার খাতে যে ব্যয় হয় সে তুলনায় ভারতে ১/২০০ ভাগ মাত্র ব্যয় হয়। সেইভাবে আমেরিকার মাথাপিছু জাতীয় আয় ৪১ গুণ বেশী কিন্তু সাধারণ গ্রন্থাগার খাতে আমেরিকার তুলনায় আমাদের দেশে ১/৪১৬ ভাগমাত্র ব্যয় হয়।

মুখ্যমন্ত্রী নন্দিনী শতপথী প্রধান অতিথির ভাষণে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করার প্রতিশ্রুতি দেন।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব তার ভাষণে বলেন আমাদের দেশে গ্রন্থাগার খাতে, ব্যয়বরাদ্দ কম। উড়িষ্যার রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ভবনটি ডি. পি. আই ব্যবহার করছেন। বহু অনুরোধ সত্ত্বেও সেখানে গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হয় নি। সরকারের উচিত ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারগুলি নিজের পরিচালনাধীনে নিয়ে আসা। উপযুক্ত নথিপত্রের অভাবে গবেষকরা বিদেশে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। রাজ্য যাদুঘরে বহু পাণ্ডুলিপি থাকা সত্ত্বেও সেখানে কোন গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হয় নি। সাধারণ মানুষের স্বার্থে আজ সাধারণের ভাষায় বই প্রকাশ হওয়া উচিত বলে তাঁর অভিমত। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে গ্রন্থাগারিকদেরই

এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। শুধু তাই নয় দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন কোন খাতে প্রবাহিত হবে সে বিষয়ে পর্যালোচনা গ্রন্থাগারিকরা করবেন।

টেকনিক্যাল পেপারগুলির মধ্যে বসিরুদ্দীন সাহেবের প্রবন্ধটির আখ্যার সংগে বিষয়বস্তুর মিল কম; অহেতুক বক্তব্যে ভর্তি। শ্রীসুরেন্দ্রমোহন তার প্রবন্ধে গবেষণামূলক গ্রন্থাগারের সমীক্ষা করার কথা বলেছেন।

শ্রীঅশোক বসু, সত্যব্রত সেন ও প্রদীপ চৌধুরীর 'গ্রন্থাগার কর্মীদের জাতীয় বেতনক্রম প্রসঙ্গে' প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য আলোচ্য বিষয় ছিল। আশা করা গিয়েছিল অন্যান্য রাজ্য থেকেও এই বিষয়ের উপর যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ আসবে। কিন্তু ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্য বিষয়টির যে প্রাধান্য পাওয়া উচিত ছিল তা পেল না। তবে এ বিষয়ে ভবিষ্যত আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে।

পরিষদের বার্ষিক সভায় বাৎসরিক কার্যক্রম অন্যান্য সমালোচিত হয়েছে। নির্বাচন পদ্ধতি নিয়েও বহু তর্ক বিতর্কের উদ্ভব হয়েছিল।

উৎকল গ্রন্থাগার পরিষদের কয়েকজন কর্মীর অক্লান্ত পরিশ্রম ব্যবস্থাপনার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি ঢাকা দিয়ে রাখলেও ব্যবস্থাপকদের দূরদৃষ্টির অভাবে শেষদিনে প্রতিনিধিদের অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

নবনির্বাচিত প্রথম কাউন্সিল সভা

২৪৩ পর

সেনগুপ্ত, হিরণ কুমার দত্ত, মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ, নচিকেতা মুখোপাধ্যায়, ফণিভূষণ রায়, প্রবীর রায়চৌধুরী সুখেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন সেনগুপ্ত, প্রদীপ চৌধুরী।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী ও গ্রন্থাগার পত্রিকার রজত জয়ন্তী

সভাপতি : শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক : শ্রীসত্যব্রত সেন

সহসম্পাদক : শ্রীদেবদাস চট্টোপাধ্যায়

সভ্যবৃন্দ : সর্বশ্রী প্রবীর রায়চৌধুরী, অজিত কুমার ঘোষ, অনিল দত্ত, মলয় রায়, গগনবিহারী বসু, নবকুমার সিন্‌হা, দীপক বন্দোপাধ্যায়, শিবেন্দু মান্না, দিলীপকুমার সাহা, সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, তপন সেনগুপ্ত, অমর চট্টোপাধ্যায়, শুক্লা চক্রবর্তী, অনন্যা ঘোষ, কৃষ্ণা দত্ত, ননীগোপাল বন্দোপাধ্যায়, অমলাংশু সেনগুপ্ত, রামরঞ্জন ভট্টাচার্য, আশীস নিয়োগী, অজয় ঘোষ, শঙ্কর সান্যাল, গোবিন্দ মল্লিক, উমা নন্দী।

To Our Readers

We regret that due to unavoidable circumstances "English Abstracts" could not be published in this issue. These will be published in next issue.

EDITOR

গ্রন্থাগার সংবাদ

ভারতচন্দ্র গ্রন্থাগার, মূলাজোড়

নেতাজী জন্মোৎসব—গত ২৩শে জানুয়ারী ১৯৭৫ ২৪ পরগণা জেলার শ্যামনগরে মূলাজোড় ভারতচন্দ্র গ্রন্থাগারের ৬৮ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী, রায় গুণাকর ভারত চন্দ্র স্মৃতি উৎসব, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মোৎসব ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সহ গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয়।

সভাপতি শ্রীআবু সৈয়দ তাঁহার ভাষণে বলেন যে সরকার ও অন্য সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির উচিৎ এই সমস্ত গ্রন্থাগারগুলিকে আর্থিক অনুদান ও পুস্তক দ্বারা সাহায্য করা। তিনি আরও বলেন যে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারে এই গ্রন্থাগারগুলি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয় যে (১) সরকারের উচিত অবিলম্বে রাজ্যের সমস্ত গ্রন্থাগারগুলিকে আর্থিক অনুদান ও পুস্তকাদি দ্বারা সাহায্য করা ২) দেশের শিক্ষা বাজেটে গ্রন্থাগারগুলির জন্য ন্যূনতম পক্ষে শতকরা ৪ ভাগ ব্যয় করতে হবে। এছাড়া এই সভা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের 'গ্রন্থাগার আইন' বিধিবদ্ধ করার দাবীকে পূর্ণ সমর্থন করে।

অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতায় বিজয়ীগণকে মানপত্র সহ পুরস্কার দেওয়া হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীআবু সৈয়দ ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন শ্রীকালিদাস চট্টোপাধ্যায়।

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার, জাড়গ্রাম

গত ২৩শে জানুয়ারী বর্ধমান জেলার জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারের কর্মীবৃন্দের উদ্যোগে এবং জাড়গ্রাম পরিবার ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের সহযোগীতায় নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী উৎসব পালন করা হয়। গ্রন্থাগারিক শ্রীবাসুদেব চট্টোপাধ্যায় উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এই উপলক্ষে ভোরে প্রভাতফেরীর দল গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। নেতাজীর জীবনী আলোচনা উক্ত অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী শশাঙ্ক মুখোপাধ্যায়, দিলীপ ঘোষ, বসন্ত মুখোপাধ্যায় এবং সভাপতি জাড়গ্রাম শিশুকল্যাণ কেন্দ্রে পতাকা উত্তোলন করেন সভানেত্রী শ্রীমতী সরলাবালা দে। শ্রীমতী অনিমা চক্রবর্তী সকলকে মিষ্টান্ন বিতরণ করেন

প্রজাতন্ত্র দিবস—গত ২৬শে জানুয়ারী বর্ধমানের জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারের কর্মীবৃন্দের উদ্যোগে সকালে পাঠাগার ভবনে প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করা হয়। সভাপতি গ্রন্থাগারিক শ্রীবাসুদেব চট্টোপাধ্যায় পতাকা উত্তোলন করেন ও সঙ্কল্পবাণী পাঠ করেন। প্রজাতন্ত্র দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে ভাষণ দান করেন প্রধান অতিথি ও অমরপুর উচ্চতর বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীজগন্নাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীমতী অনিমা চক্রবর্তী। পরিশেষে উপস্থিত সকলকে মিষ্টিমুখে আপ্যায়িত করা হয়।

কাশীপুর ইনস্‌টিটিউট। কাশীপুর

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী '৭৫ সন্ধ্যায় কাশীপুর ইনস্‌টিটিউটের ৪৯তম সাধারণ সভায় নিম্ন লিখিত প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে গৃহীত হয়—(১) গ্রন্থাগার গ্রাহকবৃন্দের চাঁদার হার ও আমানত বৃদ্ধি।(২ ১৯৭৬ সালের জানুয়ারী মাসে স্বর্ণ জয়ন্তী উৎসব যথাযথ ভাবে পালন করবে। (৩) গ্রন্থাগার আগামী শরৎ জন্ম শতবর্ষ উৎসব পালন করবে। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীজীবেন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র।

সবুজ গ্রন্থাগার, নিজবালিয়া

গত ১৬ ফেব্রুয়ারী রবিবার সবুজ গ্রন্থাগার (নিজ-বালিয়া) সংগ্রহালয়ের উদ্যোগে স্থানীয় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়বালিয়া রাখাল চন্দ্র মান্না ইনস্‌টিটিউশন প্রাঙ্গণে "বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও অলঙ্করণ বিষয়ে ফটোগ্রাফিক স্লাইড সহযোগে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন প্রখ্যাত গবেষক ও আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালার কিউ-রেটর শ্রীতারাপদ সাঁতরা। উক্ত অনুষ্ঠান বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণ এবং সবুজ গ্রন্থাগারের সভ্যগণ উদ্দীপনার সঙ্গে উপভোগ করেন। সর্বশ্রী নির্মলেন্দু মান্না, শিবেন্দু মান্না ও শীতল চন্দ্র সামন্তের আন্তরিক প্রচেষ্টার দ্বারা অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত হয়।

সম্প্রতি প্রকাশিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিঠিপত্র ১১

একদা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সহকারী প্রথিতযশা কবি ও সাহিত্যিক শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত ১৩৮টি পত্র; পরিশিষ্টে ৫টি কবিতা এবং রবীন্দ্রনাথ-কৃত শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীর কাব্যের আলোচনা সংকলিত। মূল্য ১০·০০, শোভন ১২·০০ টাকা।

●

পূর্ব-প্রকাশিত এবং বর্তমানে প্রাপ্তব্য চিঠিপত্রের অন্যান্য খণ্ড

খণ্ড ১। পত্নী মৃণালিনী দেবীকে লিখিত ॥ ৩·০০

৫। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী ও প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত ॥ ৩·০০

৬। জগদীশচন্দ্র বসু ও অবলা বসুকে লিখিত ॥ ৫·০০

৭। কাদম্বিনী দেবী ও নির্ঝরিণী সরকারকে লিখিত ॥ ৩·০০

৮। প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত ॥ ৫·৫০ ; শোভন ৭·০০

৯। হেমন্তবালা দেবী ও পরিবারের অন্যান্যকে লিখিত ॥ ৭·০০

১০। দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখিত ॥ ২·৫০

ছিন্নপত্র। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও ইন্দিরা দেবীকে লিখিত ॥ ৫·০০

পথে ও পথের প্রান্তে। শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত ॥ ২·০০

ভানুসিংহের পদাবলী। শ্রীমতী রাণু দেবীকে লিখিত ॥ ১·৫০

রবীন্দ্রনাথ-এণ্ডরুজ পত্রাবলী। শ্রীমলিনা রায় অনূদিত ॥ ৬·০০

বিশ্বভারতী

কার্যালয়: ১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট। কলিকাতা-১৬

বিক্রয়কেন্দ্র: ২ কলেজ স্কোয়ার/২১০ বিধান সরণী

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত কয়েকটি বই

West Bengal Library Directory

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সর্বাধিক সংবাদ প্রাপ্তির একমাত্র গ্রন্থ। মূল্য ২০ টাকা

Library Service in India To-day

মার্কিন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনাচক্রের বিবরণ। মূল্য ৩ টাকা

Library Personality & Library Bill for West Bengal

S. R. Ranganathan প্রণীত

পশ্চিমবঙ্গের সুসংগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে একটি গ্রন্থাগার আইনের খসড়া করেছিলেন বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানী ডঃ রঙ্গনাথন। মূল্য ২ টাকা

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা

আড়াই হাজারের বেশী সুনির্বাচিত বাংলা বই ও তৎসহ অন্যান্য কয়েকটী জ্ঞাতব্য বিষয়ের তালিকা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরলোকগত রামতনু লাহিড়ী, অধ্যাপক ৺শশিভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত। পুস্তক নির্বাচনের প্রকৃত সহায়ক গ্রন্থ। মূল্য ৫ টাকা

রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ডঃ বিমলকুমার দত্ত রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের এই বিশেষ দিকটি সম্পর্কে আলোকপাত করেন এই গ্রন্থে। গ্রন্থটি ডঃ নীহাররঞ্জন রায় কর্তৃক উচ্চ-প্রশংসিত। মূল্য ২ টাকা

গ্রন্থবিদ্যা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ডঃ আদিত্যকুমার ওহদেদার কর্তৃক রচিত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ। বাংলাভাষায় রচিত এই বিষয়ের একমাত্র পুস্তক। মূল্য ৪ টাকা

বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী

জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মী স্বর্গতা বাণী বসু সঙ্কলিত। ১৮৯১ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় ৫,৫০০ গ্রন্থ ও ১৫০ সাময়িক পত্রিকার প্রামাণ্য তালিকা। মূল্য ৭ টাকা

সবগুলি বইয়েই ৫০% কমিশন দেওয়া হবে।

Annual Price Rs. 10.00
Single issue Rc. 1·00

Licensed to post without prepayment
LICENCE No. WB/CC-CL-2
Regd. No. WB/CC—145

Volume 24 : No. : 10 Jan.-Feb. '75

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to :
The Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University
Calcutta-12

All correspondence and papers for publication should be addressed to :
The Editor. Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta-14
Phone : 44-8566

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal-12

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Mudranee 131B, Bipin Behari Ganguly Street, Calcutta-12

Edited by : Ramkrishna Saha.

Associate : Editor : Subir Ghosh

If undelivered please return to :
Bengal Library Association
P-134, C. I. T. Scheme 52
Calcutta-14